সংসার।

নূতন গার্হস্থ্য উপন্যাস।

সাগর মথনে সুধা বিষের [illegible]
দেব ভাগ্যে সুধা, বিষ অসুরে [illegible]
বিষ খেয়ে নীলকণ্ঠ পুনঃ মৃত্যুঞ্জয়।
মহামায়া-মায়া তরে বোঝা সোজা নয়॥

শ্রীকেদার নাথ চক্রবর্ত্তী

ও

শ্রীমহেন্দ্র নাথ বাক্‌চি

প্রণীত।

"Let criticism do what it may; writers will write, printers will print and the world will inevitably be over-stocked with good books."
Washington Irving.

কলিকাতা

১২৭ নং অপার চিৎপুর রোড টাউন প্রেসে

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ বসু দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১২৯০ সাল।

মুখবন্ধ।

বাক্যের বৈচিত্র্য নাই, অর্থের সঙ্গতি নাই, ভাষার প্রাঞ্জলতা নাই, অভিজ্ঞতার অভিমান নাই, বিদ্যাপ্রদর্শনের অভিলাষ নাই, সাদা কথায়, সাদা প্রাণে, গুটীকতক সমাজের গূঢ় কথা বলিয়া গেলাম —সাধারণ দর্পণ স্বরূপে সকলের কাছে ধরিলাম। এ দর্পণে যদি নিজ নিজ দোষ চিত্রিত দেখিয়া সমাজ সংশোধনের চেষ্টা করেন, তবেই উদ্দেশ্য সফল হয়; নতুবা পরিহাস বা বিদ্রূপচ্ছলে সমালোচক ভাবে ধরা দিয়া যদি বাহির হন, তবে নাচার; তাঁহাদিগকে আর অধিক কি বলিব, দর্পণে নিজ মুখ নিজে দেখিবেন। আর যদি নিরপেক্ষ সমালোচক বন্ধু ভাবে দোষ প্রদর্শন করেন, তবে তাঁহার পরামর্শ সাদরে গ্রাহ্য হইবে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, "গুরুদাস" "চন্দ্রকান্ত" "বেচারাম" "প্রমথ" ইত্যাদি যে সমস্ত ব্যক্তিগণের নাম এই পুস্তক মধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা কোন বিশেষ২ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হয় নাই।

ইতি গ্রন্থকার।

ভূমিকা।

এই ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য-সভ্যতা-প্রতিহত হিন্দু সমাজ শিথিল-বন্ধন অবস্থায় যেরূপ যথেচ্ছ-পরিচালিতরূপে প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে কেহই, কোন বুদ্ধিমান সমাজ সংস্কারকই ইহার প্রতিকূল-তরঙ্গ-প্রতিরোধে কখনই সমর্থ হইবেন না; বরঞ্চ ইহার অনুকূল পথে গা ভাসান দিয়া পূর্ব্বাপর কার্য্যপরম্পরা সম্যক প্রকারে আলোচনা করিয়া যিনি অগ্রসর হইতে পারিবেন, তিনিই কতক পরিমাণে ভাবি সমাজ বন্ধনের ভিত্তি স্থাপন করিতে কৃতকার্য্য হইবেন। এখন তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আসিয়া যেরূপ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে, সে সকল তরঙ্গের প্রত্যেকের গতি নিরূপণ করা একদেশদর্শী লোকের সাধ্য নহে। আমাদের জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে সমাজে যে সকল কার্য্যের সংঘটন হইতেছে, তাহার কারণ ও ফল সম্যক অবধারণ করিতে হইলেই গা ভাসান দিতে হইবে। আবার এই সকল কার্য্যের প্রত্যেকটীর পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপ আলোচনা, সমস্তগুলি সকলের অন্তরে সমভাবে প্রতিবিম্বিত হওয়া তত সম্ভব নহে। চারিদিকে অহরহঃ যেসকল ভ্রাতৃবিরোধ, পিতাপুত্রকলহ, মাদকসেবন প্রচলন, বাল ও অকাল-মৃত্যু প্রভৃতি শোকাবহ বিষয়ের সংঘটন হইতেছে, কোন্ ব্যক্তি তৎসমুদয় গণনা করিতে পারেন? একদিকে

মুখরা, ইদানীন্তন শিক্ষিতাভিমানিনী, অতিরিক্ত স্বামীসোহাগিনী রমণীগণের মধুর প্ররোচনায় "একান্তবশম্বদ" স্বামীগণ চির-প্রতিপালক জনক-জননীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ভুলিয়া গিয়া তাহাদিগকে নিতান্ত অসমর্থ অবস্থায় পরিত্যাগ করিতেছেন, অন্যদিকে আধুনিক সমাজের প্রবাহবেগানভিজ্ঞ পিতামাতাগণ তাঁহাদের মতের বিরুদ্ধাচারী পুত্রগণকে নিজ মতে—প্রতিকূল তরঙ্গে—আনয়ন জন্য সাধ্যমত সকল উপায় অবলম্বন করিয়া একান্ত বিসদৃশ ঘটনার অবতারণা, ও ক্রমাগত সুখকর পরিবারিক প্রেমের অভাব আনয়ন করিতেছেন। একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামমাত্র উপাধিধারী যুবকগণের পিতামাতাগণ পুত্রের বিবাহোপলক্ষে কন্যাকর্ত্তাদিগকে বিজাতীয়রূপে দলিত করিয়া, তাহাদের আন্তরিক ক্লেশোচ্ছাসকে উপহাস করিয়া সাধ্যমত তাহাদের হৃদয়ের শোণিতশোষণ করিতে কুন্ঠিত হইতেছেন না, অপর দিকে দুর্ভাগ্য সর্ব্বস্বান্ত কন্যাকর্ত্তাগণের অস্বাভাবিক আর্ত্তনাদে সমস্ত বঙ্গ-গগন প্রকম্পিত হইতেছে। একদিকে আশুসুখপ্রয়াসী মদমত্ত মাতালগণের বিকট আনন্দ চীৎকারে গগন ভেদ হইতেছে, অপর দিকে উক্ত মাতালগণের অসাময়িক মৃত্যুতে তদীয় নিঃস্ব অনাথা বিধবার ও অপোগণ্ডদিগের অনাহার-ক্লেশ-সম্ভূত, হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদে জগতের অন্তঃস্থলপর্য্যন্ত বিদারিত হইতেছে। একদিকে বিশেষ মর্ম্মজ্ঞ করুণহৃদয় সদাশয় লোকনিচয় বিবাহ সংস্কারানভিজ্ঞ নিরুপায় পরপ্রত্যাশী বালবিধবাগণের বহির-প্রকাশ্য অন্তঃপ্রবাহী সকরুণ অন্তঃস্থলস্পর্শী বিলাপধ্বনি অনুসরণে অধীর হইয়া যথোচিত প্রতীকারোপায় নির্দ্ধারণে

নিরন্তর নিযুক্ত আছেন, অন্যদিকে বিধবাবিবাহ পক্ষপাতিত্ব ভাব লোক সাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়া নিজ স্বার্থ সিদ্ধি অভিলাষে অযথোচিতরূপে নিতান্ত নিষ্করুণ হৃদয়ে চিরদুঃখী বিধবার দুঃখস্রোত বৃদ্ধি করিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন না। এক দিকে এক্ষণকার ইংরাজী শিক্ষিত, অতি-সভ্যতাপ্রিয় যুবকগণ সমাজস্রোতের বিপরীতে একেবারে পরিবর্ত্তন অভিলাষে অযথারূপে অশিক্ষিতভাবে চিরাবরুদ্ধা রমণীগণের কষ্ট উপলব্ধি করিয়া তাহাদিগকে স্বাভাবিক স্বাধীনতা প্রদানে প্রয়াসী হইতেছেন, অপর দিকে সেই রমণীগণ স্বাধীনতার মর্য্যাদা বুঝিতে না পারিয়া শ্বশ্রু ও দেবর প্রভৃতি সমস্ত পরিবারদিগকে সতত উৎপীড়ন করত সমাজ কলঙ্কিত করিতেছেন। সমাজের এই রূপ সঙ্ঘর্ষণ বিঘর্ষণ অবস্থায় ঘাত প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়া যে সকল অবশ্যম্ভাবী মঙ্গলামঙ্গল জনক কার্য্য সকল আমাদের চতুর্দ্দিকে সম্পাদিত হইতেছে, কয়জন ব্যক্তি তৎসমুদয় নিরাকরণে সমর্থ হন? কয়জন ব্যক্তি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার তত্বাবধারণ করেন? এমন কি সম্মুখে ঘটনা দেখিলেও অনেকের মনে আঘাত লাগেনা। এই "সংসার" নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে তাহার অধিকাংশগুলি যথাসাধ্য রঞ্জিত করিয়া সকলের সমক্ষে একত্রিত চিত্রিত করিয়া প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হইলাম। একত্রিত দোষসমুচ্চয় তাঁহাদের সম্মুখে সমুপস্থাপিত হইলে তাঁহারা অনায়াসে দোষ নিরাকরণের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন; এই অভিপ্রায়ে অদ্য এই "সংসার" সকলের সমক্ষে উপস্থিত করিলাম। আশা করি ইহা দ্বারা সমাজ সংস্করণের কতক পরিমাণে সাহায্য হইবে।

এতদ্ব্যতীত সংসারে আজকালকন্যা দেখা, বর দেখা, বিবাহোৎসব, ছাঁদনাতলা, স্ত্রীআচার বাসর ঘর, দুর্গোৎসব, বিজয়া, দোলযাত্রা, চড়ক ও বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ এবং অন্যান্য যাবতীয় ব্যাপার যাহা প্রায়শঃই নয়নগোচর হইয়া থাকে, তৎসমুদয়ও যথাসাধ্য সুন্দররূপে ও সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে। এক্ষণে "সংসার" নিজ নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারিলেই আমাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হয় ও শ্রম সফল জ্ঞান করি, আর কিছুই চাহিনা।

ইতি গ্রন্থকার।

সংসার।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গুরুদাস মুখোপাধ্যায় ভবানীপুরের একজন সামান্য গৃহস্থ, কিন্তু এক্ষণে সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার চারি পুত্র। খগেন্দ্র বড়, যোগেন্দ্র মেজো, নগেন্দ্র সেজো, সুরেন্দ্র ছোট এবং এক কন্যা গিরিবালা। গিরিবালা অতি শৈশবাবস্থাতেই গতায়ু হয়। খগেন্দ্র, যোগেন্দ্র, নগেন্দ্র তিন ভায়েই ভাল ভাল চাকরি করেন, আর সুরেন্দ্র কলেজে এল, এ পড়চেন। বড়বাবুর দুটী ছেলে, চারু আর নরু ও একটী মেয়ে সরোজিনী, সরোজিনী সকলের বড়; মেজবাবুর কেবল দুটী ছেলে, জ্যোতিশ আর সোতিশ; সেজবাবুর ছেলেপুলে হয়নি, পরিবার অন্তঃসত্ত্বা, আর সুরেন্দ্রের সবে গত বৎসর বিবাহ হয়েছে। বৃদ্ধ গুরুদাস এখনও চাকরি করিতেছেন, সংসারে আর সুখের সীমা নাই, লক্ষ্মী জাজ্বল্যমানা, মাসে কমবেশ ছসাতশো টাকা উপার্জ্জন হইতেছে; বাটীর সমস্ত লোকই সুখী। বৃদ্ধ গুরুদাসের স্ত্রী এখনও বর্ত্তমান, সুতরাং তিনিই বাটীর গিন্নি। বাড়ী চকমিলান দোতালা, ওপর নীচে

১৫।১৬টী ঘর, বাহিরে বৃহৎ উঠান, তাহার পূর্ব্বদিকে উত্তম দালান, দালান উত্তম বটে কিন্তু পূজার সঙ্গে কোন খোঁজ খবর নাই—পূজার মধ্যে কেবল দোলটি হয়ে থাকে, এটি আবার তাঁর পৈতৃক। বাটীর অপর তিনদিকেই উপর নীচে তিন তিনটি ছয়টি ঘর, তন্মধ্যে পশ্চিম দিকের ওপরের ঘরটি নাচঘর, অপর ৫টী বৈঠকখানা। তন্মধ্যে ওপরের ২টী অতি সুন্দররূপে সজ্জিত, এই দুটীতেই ছেলে বাবুরা সদাসর্ব্বদা বসিয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়া থাকেন, আর তিনটীর মধ্যে একটী আমাদের বৃদ্ধ গুরুদাসের বৈঠকখানা, একটী ছেলেদের পড়িবার ঘর আর একটী অমনিই পড়ে আছে, তাতে কেবল লণ্ঠন, দ্যালগিরি, মেজ, দুএকখান পুরোনপাল আর গোটা-কতক বড় বড় সপ এই রকম জিনিষই থাকে। বৈঠকখানার পাশে বাগান, তাহাতে নানাবিধ উত্তম উত্তম ফলবান বৃক্ষ ও দুইটী উত্তম পুষ্করিণী। বাটীতে রামা আর কেনা দুজন চাকর; বিন্দি, ক্ষেমি আর পার্ব্বতীর মা তিনজন দাসী, বহরমসিং চৌবে দরোয়ান আর বাঁকুদাস উড়ে মালী। রামা কর্ত্তার আমোলের পুরোন চাকর, তায় আবার খগেনকে কোলে পিটে করে মানুষ করেচে, কাযেকাযেই বাটীতে অন্যান্য চাকর দাসীর মধ্যে রামচন্দ্রের একটু বেশী আধিপত্য। কেনারাম সেজবাবুর পিয়ারের চাকর, সে কেবল সেজবাবুরই ফালফরমাজ খেটে থাকে, তাকে বাড়ীর অন্য কাযটায বড় একটা কত্তে হয় না, কেনারাম আমাদের আছেন ভাল, তবে মধ্যে মধ্যে যেমন টাকাটা, সিকেটা, বক্সিসটে পেয়ে থাকেন, তার সঙ্গে সঙ্গে আবার চড়টা, চাপোড়টা, লাথিটা আসটাও পেয়ে

থাকেন, পিয়ারের চাকর হলেই এই রকমই হয়ে থাকে, তাঁদের কোন বক্সিসই ফাঁক যায় না। বিন্দি আর ক্ষেমি দুজনেই প্রায় এক বয়িসি, তবে বিন্দি কিছু দেখতে সুন্দর, তাইতে তাকে বড় বেশী কায কর্ত্তে হয়না, সে কেবল বাবুদের দুএকটা খোসখপর দিয়েই রোজসই করে থাকে আর ক্ষেমিকে বাড়ীর প্রায় সমস্ত কাযই কর্ত্তে হয়। পার্ব্বতীর মা একে বুড়ো মানুষ, তায় আবার নজরে কিছু খাটো হয়ে পড়েচে, সে আর অন্য কায কর্ম্ম কর্ত্তে পারেনা, কেবল সমস্ত দিন ছোট ছোট ছেলেপুলে নিয়েই থাকে; বাড়ীর বোরা সব পার্ব্বতীর মার উপর বড় সন্তুষ্ট নন, পার্ব্বতীর মা একেত চোকে ভাল দেখতে পায়না, তার ওপর আবার একটু মাঝারি রকমের কালা, সাত ডাকেও উত্তর পাওয়া যায়না, আবার এর ওপর তার সর্ব্বদাই পেটের অসুখ, বুড়ো হলেই পেটের অসুখ যেন লেগেই থাকে, এতে আর তাকে বোরা দেখতে পারবে কি করে?—আহা! বুড়ীর কি কষ্ট।

দরোয়ান রাখা কর্ত্তার মত নয়। তবে ছেলে বাবুদের উপরোধে নামমাত্র যা হয় একটা সাক্ষীগোপাল রেখে দিয়েছেন। দরোয়ান হচ্চেন বহুরমসিং। তিনিত প্রতিদিন প্রত্যুষেই ওঠেন, উঠেই প্রাতঃস্নানটী করেন, আদত ছেত্রি কিনা, তারপর সেরদেড়েক আটার খানচারেক রুটি আর সেরখানেক অরহর ডাল নিয়ে বসেন। বাবুদের স্নানের পূর্ব্বেই তাঁর আহারটা হয়—তিনি হলেন বাটীর রক্ষক কিনা, বাবুদের বেরিয়ে যাবার আগে তাঁকেত সাজগোজ করে দরজার কাছে টুলে বসে থাকাটা দ্যাখান চাই, তার পর যাই হক। বহুরমসিং

এইজন্যই প্রত্যহ প্রাতঃকালেই (দরোয়ানদের দস্তুর) খেয়ে নিয়ে হাত চল্লিশেক লম্বা একটা শালু মাথায় জড়িয়ে, যতক্ষণ না বাবুরা বেরিয়ে যান, ততক্ষণ এক টুলের ওপর বসে থাকেন। বাবুরা বেরিয়ে গেলেই তিনি অবকাশ পান। তার পর কোথায় সস্তা আটা, কোথায় সস্তা অরহর ডাল, কোথায় চোটাসুদের আসামী, এই সব তত্ত্বেই ঘুরে ঘুরে বেড়ান আবার ৪টে না বাজতে বাজতে ফিরে আসেন, এসেই সিদ্ধি ঘোঁটা নিয়েই ব্যতিব্যস্ত; কারণ সেবদেড়েক আটাত হজম করা চাই। তার পর সিদ্ধি খেয়ে আবার টুলের উপর বসে খপরদারি করেন। যাহোক বাড়ীর দরোয়ানেরা বিনা পরিশ্রমে এক রকম কাটায় ভাল। বীরুদাস সবে মাসখানেক হলো বাগানের মালী হয়েছে— নামে বাগানের মালী কিন্তু বাগানের কায ছাড়াও বাড়ীর জল তোলা, চারপাঁচটী গরুর জাব দেওয়া ইত্যাদি আরও অনেক কায করতে হয়। একে উড়ে তায় আবার আনকোরা, কাযেই বলদের মত খাটতে হচ্ছে। উড়ে ব্যাটাদের আবার অসাধারণ গুণ—এদেশের কুলের মুকুটি বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান-দেরও ভাত খায়না; আমাদের বৃদ্ধ গুরুদাস (ইনি কুলের মুকুটি বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান) ইটি বেশ জেনেও বীরুদাসকে কেবল প্যাক ভাঙ্গা উড়ে দেখেই ভাত খাওয়াবার জন্য "কুলের মুকুটি" "বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান" এই রকম অনেক বামনাই ফলিয়েছিলেন, তার মানে আর কিছুই নয় কেবল ভাত খাও-য়ানোতে রাজী করতে পারলেই তাঁরই সুবিধা হতো, মাই-নের টাকাটা বড় বেশী লাগতোনা। লোকে বুড়ো হলেই একটু দৃষ্টি কৃপণ হয়। তা উড়ে বড় সহজ জাত নয়, সুগ্রীবের বংশ—

এদের ঠকান বড় শক্ত। বৃদ্ধ গুরুদাস অনেক চেষ্টাতেও না পেরে অবশেষে বীরুদাসকে ৬॥• টাকা মাহিনায় নিযুক্ত করেছেন।

এইরূপেত আমাদের বৃদ্ধ গুরুদাস পুত্র পৌত্রাদি লইয়া সুখে কালযাপন করিতেছেন। এবার আশ্বিন মাসের ১৬ই পূজো, অদ্য ভাদ্র মাসের ২রা। মাঝে মাঝে দুতিনদিন অনবরত বৃষ্টি হচ্ছে আর তারপরই ৪।৫ দিন কাটফাটা রৌদ্র হচ্ছে। লোকেরা সবশাল, দোশালা, রুমাল, কাপড়, চাদর সম্বৎসরের মত রৌদ্রে শুকাতে দিচ্চে। যাদের যাদের বাড়ী পূজো তাদের বাড়ীর মাগীরা সব ডাল, কড়াই প্রভৃতি ভাজছে, ভাংচে, বড়ি দিচ্চে। বড়ি তাই কত রকমের— কতক বড়ি তেল মাকান কালো পাতরের ওপর, কতক ছেঁড়া (কিন্তু পরিষ্কার) কাপড়ের ওপর, আর কতক বা কলাপাতের ওপর, এই রকম নানান মেয়েলি কাযে মাগীরা সব এর মধ্যেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, পাড়ার নিকটস্থ সব মাগীরা আর ঝিউড়িরা তাদের বাড়ীতে গিয়ে আনুগত্য কচ্ছে। কেউ বা কোন বাটীর গিন্নির কাছে গে বলছেন—"খুড়ী মা এবার বাপু একটা ভালো দেকে যাত্রা দিতে হবে—আরবারে আমার শোনা হয়নি"; কেউ বা বলছেন"জ্যাটাই মা এবার বাপু আমি রাঁদতে টাঁদতে যাবোনা—রাঁদতে গেলে রাত্তির জাগতে পারবোনা আর যাত্রা শোনাও হবেনা—আরবারে ঐ রকম করে আমার আদোপে শোনা হয়নি"; এই রকম নানা লোকের আগমনে ও নানা গোলমালে তাদের বাড়ী সর্ব্বদাই ব্যস্ত। আহা! মা দুর্গার কি অপূর্ব্ব মহিমা! কি ধনী, কি দরিদ্র,

কি মধ্যবিৎ, সমস্ত বঙ্গবাসীই মায়ের আগমন আশয়ে যে কি পর্য্যন্ত উল্লাসিত ও আনন্দিত তাহা অনির্ব্বচনীয়। আহা! বঙ্গে কি সুখের দিন। এই সময়ে সকলেই পূজোর খরচার জন্য ব্যতিব্যস্ত—কেউ বা রঙ্গিন "সুলভ" বার কচ্চেন—কেউ বা "আগমনি" কেউ বা "মা এয়েচেন" বার কচ্চেন—বার কত্তেত আর বেশী কষ্টও নেই, বেশী বিদ্যে খরচও নেই, যাহোক দুচারটে ইয়ারকির বোলচাল ছেড়ে দিতে পাল্লেই কিছু আদায় হয়ে এলো। জোচ্চোরেরা সব সম্বৎসরের খরচাটা পুষিয়ে নেবার চেষ্টায় ঘুবে ঘুরে বেড়াচ্চে। কেউ নারকেল তেলের শিশিতে এক ফোঁটা আতোর দে যত বড় নদীর পারের নাঙোলদের আতোর বলে বিক্রী কচ্চে, কেউ বা দুএকজন আদোৎ রমাৎ ধরে এক দোকানে নিয়ে গে, জামা, ইষ্টাকীন, রুমাল প্রভৃতি কিনিয়ে দেবার জন্যে দেখাচ্চে এবং দোকানদারের সঙ্গে সড় করে আট আনার জিনিষটে বার আনায় কিনিয়ে দে দুচার আনা যা পায় হাতিয়ে নিচ্চে। সহরময় লোকে লোকারণ্য। কত রকমেরই লোক ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে। দোকানদারেরা লোক দেখলেই "মশায়! এখানে আসুন মশায়! ভাল আলপাকা, ছিট, নয়নসুক, জিন, মার্কিন, সাটিন, গরনেট" বলে উঠচে—তা কেউ কিনুক আর নাই কিনুক। যেলাই আদাবয়িসি বেকার অবতারেরা পূজোর খরচার অন্য কোন সুবিধে না দেখতে পেয়ে, এক এক চাবি লাগান মলমলের কাচা গলায় দিয়ে "মশায় মাতৃহীন" "মশায় পিতৃহীন" বর্লে বলে লোকের বাড়ীবাড়ী ও আপীসে আপীসে ঘুরে ঘুরে ব্যাড়াচ্চে। যাহোক প্রতি বৎসরই পূজার আগেই এইরকম অনেকেরই বাপ মা মরতে দেখতে পাওয়া যায়;

আহা! রেস্তো হীন লোকদের পূজোর সময় কি কষ্ট! বর্দ্ধমান আর বিষ্ণুপুরের প্রায় অর্দ্ধেক লুচিভাজা ঠাকুরেরা এর মধ্যেই বেরিয়ে পড়েছেন। পূজোর সময় যাবতীয় লোক সম্বৎসরের পর যে যার নিজের নিজের বাটীতে গিয়ে স্ত্রীপুত্রাদি লয়ে আমোদ আহ্লাদে দিনপাত করে, এঁরাই কেবল এই সময় বাড়ী থেকে চাকরি কত্তে বেরোন। এঁদের সকলই উল্টো। ভাটপাড়া আর মালপাড়ার (এ দুটী গুরুর ডিপো) মত গুরু ঠাকুররা সব ব্রাহ্মণীদের তাড়নায় এর মধ্যেই শিষ্যদের আশীর্ব্বাদ কত্তে বেরিয়েছেন। নব্য সম্প্রদায়ের অনেক সভ্য ছোকরা বাবুরা জুলপী আর ঘাড় কামান নিয়ে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হয়ে ব্যাড়াচ্চেন; কেউ রাধাবাজারে, কেউ বা বেন্টিং ষ্ট্রীটে, কেউ বা ধর্ম্মতলায় নেড়ে হেয়ারকটারদের কাছে নতন নূতন ফ্যাসনের চুল কাটাচ্চেন; এঁদের আর কিছু হক আর নাই হক চুলের কায়দাটা আগে চাই। পাড়ার সব গলিতে গলিতে চিনের সিঁদুর, মাথাঘসা, তেলেরমসলা ও গিল্টির গহনা ওয়ালারা এবং বেলোয়ারি চুড়িওয়ালারা ঘুরে ঘুরে ব্যাড়াচ্চে। চুড়িওয়ালা নেড়ে ভায়ারা সমস্ত বৎসর যে কি করেন আর কোথায় থাকেন তা জানবার যো নাই, এখন ছিদ্র পরব পেয়েছেন কিনা, তাই গেরস্তোর বৌঝিদের ঠকিয়ে বকরিদের খরচাটার চেষ্টায় ফিরচেন। কলিকাতাস্থ ট্রেটীর বাজারের, চাঁদনীর, লালবাজারের, আর বড়বাজারের যত নেড়ে জুতো বিক্রেতারা কত রকম বেরকমের জুতো এনে সব দোকান সাজাতে আরম্ভ করে দিয়েচে। পূজোর সময় সময় এক কোপে কাটবেন আর কি।

বিদিশী ক্যারানিরা সব ভারি খুসি, ১২ দিন লম্বা ছুটী পাবেন এই আহ্লাদে তাঁদের আর আহার নিদ্রা নাই, কেহ ছমাস কেহ বা বৎসরাবধি মাতৃভূমি ও স্ত্রীপুত্রাদির মুখ দেখেননি, কাযেই তাঁদের আর আহ্লাদের সীমা নাই। তাঁরা সব আপীসে যাচ্ছেন নাম মাত্র, কেবল বৌর জন্য কি কিনবেন, ছেলের জন্য কি কিনবেন, আর বাটীর অপরাপর লোকদের জন্যইবা কি কিনবেন এই ভাবনাতেই কেবল তাঁদের দিনপাত হচ্ছে। কলিকাতার নানা রকম জিনিষ দেখে তাঁদের মেজাজ গরম হয়ে গেছে। কি করেন, একেত অল্পই বেতন পান, তা থেকে কলকেতার বাসা খরচ আর বাড়ীতে মাসে মাসে খরচ পাঠান আছে, এতে আর কতই বাঁচবে, কিন্তু করেন কি, কিন্তেত হবে। ওদিকে তাঁদের বাড়ীর সব পরিবারের মধ্যে কেউ মনে কচ্ছেন "আমার স্বামী" কেউ মনে কচ্ছেন "আমার ছেলে" কলকেতায় চাকরি করে, সম্বৎসরের পর বাড়ী আসবে কত কি নিয়ে আসবে, কিন্তু আজকাল ক্যারানিগিরি চাকরির যে রোজগার কত তাতো আর তাঁরা জানেন না, তাঁদের মনের ধারণা এই যে সহরে সাহেবের চাকরি কল্লেই তার আর দুঃখ থাকেনা। তা আজ কালকার সাহেবদের যেরূপ অনুগ্রহ হয়েছে, তার উপর আর একটু বেশী হলে কেরাণীদের সব সংসার চলা ভার হয়ে উঠবে। এতে আর তাঁরা কিনবেন কি। আগে পূজোর সময় বকসিসটে ছিল, এখন আবার তাও নাই, এখনকার বকসিসের মধ্যে কেবল এই দেখতে পাওয়া যায় যে অনেক আপীসেরই কাহাকে হয়ত অষ্টমী পূজোর দিন, কাহাকে নবমী পূজোর

দিন, কাহাকেও বা বিজয়ার দিন আপিসে বেরুতে হচ্ছে, না বেরুলে চাকরি যাবে, এইজন্যই লোকে বলে "চাকুরি না গুখুরি।" কোথায় সম্বৎসর ধরে আশা করে রয়েছিলেন পূজোর সময় বাড়ী যাবেন; কিন্তু কি করবেন, বড় সাহেবের হুকুম, "বিধাতার লিপি অখণ্ডনীয়," অগত্যা ছুটিতেই আপিসে বেরুতে হচ্ছে। বঙ্গ সন্তানেরা জন্মাবচ্ছিন্ন এইরূপ দাসত্ব করা বই আর কিছুই কর্ত্তে পারবেন না, তা এই রকমে তাঁদের যদ্দিন যায় তদ্দিনই মঙ্গল। পূজোর সময় পয়সা থাক আর না থাক, নিদেন ধার করে ত কিছু কিছু কিন্‌তেই হবে। ক্যারাণি মহাশয়েরা ভেবে চিন্তে আর কিছু উপায় না দেখ্‌তে পেয়ে আপিসের কেশিয়ারের কাছে কিছু কিছু ধার করেছেন, তাতেই যা হোক এক রকম মনের সাধ মিটুচ্ছেন। এঁদের এত তাড়াতাড়ি কেনবার মানে আর কিছুই নয়, কেবল এঁরা ভাবেন যে পাছে দেরি হলে কলকাতার বাবুরা সব বাজার দর বাড়িয়ে মাগ্‌গি করে দেন; এই ভয়েই এঁরা যত শিগ্‌গির২ পারেন, কায মিটিয়ে রাখছেন। পাড়াগেঁয়ে রকমই আলাদা। পূজোর সময় সময় যে জিনিষপত্র সব পূর্ব্বেকার অপেক্ষা অনেক সস্তা হয়, তা এঁরা বোঝেন না, এঁরা আগে ঠোকে কিনে কেবল সব জিনিষের দর বাড়িয়ে দেন, আর আমাদের শেষটা জ্বালাতন হতে হয়।

এইরূপ কি সহরে, কি পাড়াগাঁয়ে, সকল স্থানে এর মধ্যেই পূজো পূজো গোলমাল হয়ে উঠেছে, সকল লোকই শশব্যস্ত, সকলেই আপনার আপনার চেষ্টায় ফিচ্চেন। ছোঁড়ারা সব পূজো পূজো করে একেবারে মেতে উঠেছে,

খাচ্চে, ব্যাড়াচ্চে, পড়তে যাচ্চে, কিন্তু কিছুই ভাল লাগচে না। কবে স্কুল বন্ধ হবে, খালি এই ভাবচে আর দিন গুনচে; পূজো এলে হয়। পূজো দেখবার জন্যে তারা তত ব্যস্ত নয়, কেবল নতুন জুতো ও নতুন কাপোড়ের জন্যেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। বৌঠাকরুণেরা রাত্তিরে স্বামীদের কাছে শুয়ে শুয়ে (তাঁদের যত কথা এই শোবার সময়,) কেবল পূজোর ফরমাজই কর্চ্চেন। কেউ বলচেন "আমার এবার এক-খানা সাদা গুলবাহার ঢাকাই আর আমার মার একজোড়া থান চাই।" কেউ বলচেন "আমার একজোড়া জলচুড়ি, দুগজ ফিতে, দুটো অডিকলম আর আমার একখানা শান্তিপুরে কুঞ্জতলা কাপড় আর আমার ছোট পিসিমার জন্যে একখানা চন্দরকোনা সাদা ধুতি চাই।" কেউ বলচেন "আমার এবার একখানা রেশমপেড়ে পাচাওলা কাপড়, এক শিশি আতোর আর আমার ছোট ভায়ের এক জোড়া জুতো আর ধুতি চাদর চাই।" এই রকম আরও কত ফরমাজ হচ্চে। স্বামী মহাশয়রা সব শুনচেন, আর যিনি যা বলচেন তাতেই সায় দে যাচ্চেন; আর সায় না দিয়েই বা করেন কি, "না"ত বলবার যো নাই, "না" বল্লেই বিষম গোল। স্বামী মহাশয়রা কি করেন, কেউ বা ভেবেচিন্তে, কেউ বা কায়ক্লেশে, এবং কেউ বা অগত্যা সব ফরমাজেই "হাঁ" দিয়ে যাচ্চেন। আজকালের বৌঠাকরুণদের অর্দ্ধেক ফরমাজই প্রায় বাপের বাড়ীর সম্পর্কের লোকদের জন্যই হয়ে থাকে; কারুর মার জন্য, কারুর পিসির জন্য, কারুর ভায়ের জন্য। আবার আজকাল তাঁদের "ল্যাকে-ণ্ডার," "অডিকলম," "দেখনহাসি" এই রকম পাতানো সম্পর্কের

ইয়ারদের জন্যেও অনেক ফরমাজ হয়ে থাকে। শুদ্ধ তাঁদের জন্যেই নয়; তাঁদের ছেলে মেয়ে থাকলে তাঁদেরও পর্য্যন্ত। কিন্তু এদিকে শ্বশুরবাড়ী যে সব ভাসুরপো, দেওরপো, ঠাকুরপো, ঠাকুরঝি রয়েছে, তাদের কথাটী একবার মুখে আনেন না। আহা! এখনকার বৌঠাকরুণরা যেরূপ শুভাকাঙ্ক্ষী, তাতে ভাসুরপো দেওরপোদের কাপড়চোপড়ের কথা বলা দূরে থাকুক, তাঁদের বাপমাদের আলাদা করে দিতে পাল্লে কিম্বা শ্বশুরের ভিটে বেচিয়ে স্বামীদের আপনার আপনার বাড়ীর দেশে নিয়ে গে বাস করাতে পাল্লে ছাড়েন না। এ হলেই এঁরা একেবারে চরিতার্থ হন। আহা! কলির কি মাহাত্ম্য! এক স্ত্রীলোক হতেই সমস্ত জগৎ ধ্বংস হতে চলিল, এক স্ত্রীলোক হতেই পারিবারিক সুখ ধরাতল হইতে দূরীকৃত হইল। এটি সকলেই জানেন, কিন্তু মায়াবিনীদিগের কেমন কুহক, কাহারও কিছু করিবার সাধ্য নাই; বস্তুতঃ এই কুহকিনীরাই আমাদিগের সকল অনর্থের মূল।

ইস্কুলের পণ্ডিত মহাশয়রা সব এক মাস বিশ দিন ছুটী পাবেন বলে বড়ই আনন্দিত হয়েছেন, সকলেই আপনার আপনার বাড়ী যাবার জন্যই ব্যতিব্যস্ত। পণ্ডিতেরা সবই প্রায় বিদিশী হয়ে থাকেন, কারুর বাড়ী ঢাকা, কারু বাড়ী কইকালা, কারু বাড়ী যশোর, কারু বাড়ী বা মানকর। এদেশের লোককে গুরুমহাশয় আর পণ্ডিত হতে প্রায় দেখা যায় না। এখানে প্রতি বৎসরই অসংখ্য এণ্ট্রান্স, এল, এ, বি, এ, এম, এ, হতে দেখা যাচ্চে; কিন্তু কৈ কাহাকে ত কখন পণ্ডিত কি গুরুমহাশয় হতে দ্যাখা গেল না। বাঙ্গালা পণ্ডিত আর গুরুমহাশয়

এখান থেকে প্রায় এক রকম পেন্সন নিয়ে রিটায়ার হয়ে গেছে বল্লেও হয়। বাঙ্গালা লেখাপড়া শিখে পণ্ডিত হলে বোধ হয় মানের লাঘব হবে, এই ভয়েই এখনকার ইয়ং বেঙ্গল বাবুরা মাতৃ ভাষাকে প্রায় একেবারেই বিসর্জ্জন দিয়ে বসে-ছেন। পণ্ডিত মহাশয়রা যতই বিদ্বান হউন না কেন, আর রঘুবংশ, মেঘদূত, ভট্টিকাব্য, শকুন্তলা, উত্তররামচরিত প্রভৃতি যত কঠিন কঠিন পুস্তকই পড়ান না কেন, মাইনে বিশ ত্রিশ টাকার বেশী ত প্রায় দেখা গেল না। তবে এঁরা এই লম্বা ছুটীটে পান বলেই দেশে গে, যে যাঁর জমীজারাতের চাষবাসের বন্দোবস্ত ঠিক কত্তে পারেন। নতুবা এঁরা এ রকম লম্বা ছুটী না পেলে এ রকম পণ্ডিতি চাকরি কত্তে পাত্তেন না। কারণ এঁদের যে রকম মাইনে, তা থেকে যদি নিজের বাসা খরচ ও খাওয়া পরা প্রভৃতি সমস্ত খরচ চালাতে হতো, তাহলে আর স্ত্রীপুত্রদিগকে খাওয়াতেন কি? তবে এঁরা যে লোকের বাড়ীতে ছেলে পড়ান আর তজ্জন্য সেখানেই থাকেন ও সেখান থেকেই বোয়ারিং খাওয়াটা ও বাসা খরচটা চালিয়ে দেন, সেই সুবিধায় এঁদের মাইনের টাকার বড় বেশী খরচ হয়না। হবেই বা কোত্থেকে, সমস্ত খরচটাই পরের স্কন্ধে হয়ে যাচ্চে, এই কারণে ও এঁদের দেশে ঐ একটু আদটু জমি আছে বলেই, এঁরা এদেশে এসে পণ্ডিতি করেন; আর সেই জন্যই আমাদের ছেলেপুলেদের এখনও একটু একটু যাহোক মাতৃভাষা শিক্ষা হচ্চে, এ রকম না হলে তাও হতোনা। জগ-দীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, পণ্ডিত মহাশয়রা চিরজীবি হউন, তাহা হইলে আমাদেরই মঙ্গল। পণ্ডিত মহাশয়রা (এঁরা

বাবুও নন, বাবু মেজাজের লোকও নন, এঁরা যথার্থ সাধেক ধরণের লোক) আর কি কিনবেন ; যে কটি টাকা মাইনে পেয়েছেন, তার অর্দ্ধেক ত রেল ভাড়া আর জমীদারের খাজনা দিতেই যাবে, বাকি অর্দ্ধেকের মধ্যে দরকারমত সস্তা গোচ কাপড়, চাদর, ও জুতো, আর কিছু কিছু সাগুদানা, মিছরি, খেজুর, হলো বা একটা লণ্ঠন, একটা বাক্স, ছেলের জন্য একটা ছোট ছাতি, গোটাআষ্টেক দশ আদপয়সানে দেসালাই, একটা নতুন ব্যাগ, (যদি পূর্ব্বেকারটা ছিন্ন হইয়া থাকে) ছেলেদের জন্য কালীপুজোর ছ বাণ্ডিল পটোকা,(কালীপুজোর হ্যাঙ্গামটা এই পূজোর সঙ্গেই মিটিয়ে যাচ্ছেন কারণ মাসদেড়েকও আর কলকাতা মুখো হবেন না।) এই রকমের সব জিনিষ পত্র এঁরা এর মধ্যেই কিনুচ্ছেন, আর একটা আলকাতরা মাখান ভাঙা এঁবো সিন্দুকে পুদমজাও কচ্চেন। দুটী হাসই নিয়ে বাড়ী চলে যাবেন।

এইরূপে গোলমালে ত দিন যাচ্ছে, ক্রমে আশ্বিন মাস উপস্থিত। আজ মাসের ২রা, কুল্লে ১৭দিন আর বাকি। ছেলেদের ইস্কুল ১২ই থেকেই বন্ধ হবে। ইস্কুল বন্ধর নাম শুনে ছেলেরা ত আর আহ্লাদে চোকে দেখতে পাচ্চে না, কটা দিন আর যেতে ইচ্ছা নেই, কি করবে কেবল বাড়ীর ভয়েই এক একবার ইস্কুলে উপস্থিত হচ্চে। ইস্কুলে এখন আর নতুন পড়া হচ্চেনা, কেবল পুরোন পড়াই জিজ্ঞাসা হচ্ছে; ছেলেরাও সব যেতে গেচে, আর পড়া মুখস্ত কার্ত্তে হয়না, তারা কেবল নামমাত্র এক একবার ইস্কুলে যাচ্চে, সে কেবল সকলে মিলে স্যার কি বড়ো হবে,

কার কি জামা হলো, কার জামার কাপড় কবে আসবে, কে কে নিজে নিজে জুতো কিনতে যাবে, এই রকমেরই কথাবার্ত্তা হচ্চে। ক্রমে ১০ই উপস্থিত। আজ থেকে প্রতিপদাদি কল্প আরম্ভ হলো, পূজো বাড়ীতে সব কাঁসর, ঘণ্টা, ঘড়ী বাজতে আরম্ভ হলো; ভটচায্যি মহাশয়রা (তাঁদের অনেকেরই মাথা ন্যাড়া আর লম্বা চৈতন) প্রাতঃস্নান করেই গঙ্গামৃত্তিকায় ফোঁটা কেটে, নামাবলী কাঁধে ফেলে, কেউ বা তশোরের জোড় পরে, আপনার আপনার যজমানদের বাড়ী গে উপস্থিত হলেন। তারপর পাধুরে, একখানা মান্ধাতার আমোলের পচা চন্দন মাথান তালপাতের চণ্ডির পুঁথি (তার আবার অর্দ্ধেক লেখা পুঁছে গেছে) খুলে—

"সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ো যো মনুঃ কথ্যতেঽষ্টমঃ।
নিশাময় তদুৎপত্তিং বিস্তরাদ্গদতো মম॥
মহামায়ানুভাবেন যথা মন্বন্তরাধিপঃ।
সবভূবঃ মহাভাগঃ সাবর্ণিস্তনয়োরবেঃ।"

এই রকম বেলা ১টা১৷৷০টা অবধি পাঠ কর্ত্তে লাগলেন। অনেক ভটচায্যি মহাশয়ই কেবল চণ্ডির লেখা গতই আওড়ে যাচ্চেন মাত্র, কিন্তু মানে কিছুই বোঝেন না, এতে মা যে স্বয়ং আবির্ভাব হবেন, তা বেশই বোঝা যাচ্চে। তা মা আবির্ভাব হউন আর নাই হউন, তাতে ত এঁদের ভারি ক্ষতি; এঁদের কেবল পূজোর কাপড়চোপড়, কলাটা, মুলটা, লুচিটে আসটা, আর হবিষ্যির ও দক্ষিণের টাকাটা পেলেই হলো। ভটচায্যি মহাশয়দের যেরূপ পূজোয় ভক্তি, দেবতারাও তাঁদের উপর তেমনি সন্তুষ্ট। তাঁদের মধ্যে অনেকেরই হয়ত একবেলা

জুটবে, আর হয়ত কারুর মূলেই জুটবে না; কিন্তু এঁদের সকলেরই Title উঁচুদরের, কেউ বা তর্কভূষণ, কেউ বা ন্যায়পঞ্চানন, কেউ বা শিরোমণি, কেউ বা বিদ্যালঙ্কার, কেউ বা ন্যায়রত্ন ইত্যাদি, এঁদের কেবল titleই সার। অনেকে হয়ত ব্যাকরণও পড়েননি; কেউ বা টোল পর্য্যন্তও মাড়াননি। এঁদের আর ত ইউনিভারসিটি হলে একজামিন পাশ করে টাইটেল নিতে হয়না, কেবল মাথাটা ন্যাড়া আর হাতখানেক লম্বা চৈতন রাখলেই "শিরোমণি"; "তর্কালঙ্কার," "ন্যায়রত্ন" হয়ে গেলেন, তা বিদ্যা থাক আর নাই থাক। আজকাল আবার আরও সুবিধে। মাথা ন্যাড়া ও লম্বা চৈতন না রাখলেও চলে। যাহোক আজকের বাজারে ভটচায্যি পাশ করাটাও কিছু সহজ আছে, তবু ভাল।

এইরূপ নানা গোলমালে ত দিন যাচ্ছে। ক্রমে ১৩ই উপস্থিত, আজ শনিবার, আজ কায করেই আপিস বন্ধ। ক্যারাণি, উকিল, ইস্কুলমাষ্টার, মোক্তার, পণ্ডিত প্রভৃতি যাবতীয় বিদেশস্থ লোকেরা আপনার আপনার দ্রব্যাদি লইয়া, কেউ ১টার গাড়ীতে, কেউ ৩টার গাড়ীতে, কেউ বা ৫টার গাড়ীতে বাড়ী গমন কচ্ছেন। হাবড়া ও সেয়ালদার ষ্টেশনে আজ ভারি ভিড়। লোকে লোকারণ্য, কত রকম বেরকমেরই লোক। কত লোক কত রকমেরই কাগজ আর বই নিয়ে "মহাশয়! পূজোর সুলভ" "মহাশয়! মা এয়েছেন" "মহাশয়! ফচ্কে ছুঁড়ী" বলে বলে বাবুদের পেছনে পেছনে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে। কত ব্যাটা জোচ্চোর ভদ্র লোকের মত পোশাক পরে ষ্টেশনে ঘুরে ঘুরে ব্যাড়াচ্চে।

সহরের, ও সহরের নিকটস্থ অন্যান্য গ্রামের, অনেক ভদ্র ক্যারাণিরা একে শেষ দিন, তায় শনিবার সকাল সকাল ছুটী পেয়েছেন, তাঁহাদিগের স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারদিগের জন্য পূজোর কাপড়, জুতা, জামা ইত্যাদি নানান জিনিষ কিনছেন। কেহ কেহ বা যোড়াসাঁকোর মল্লিক ব্রাদার্স ও মজুমদার কোম্পানির দোকানে গিয়ে হাপ ডজন সার্ট, কেহ বা বেল দোওয়া পাঞ্জাবি আস্তেন, কেহ বা ডবল ব্রেষ্ট, কেহ বা খেজুর ছড়ির কামিজ, কেহ বা সাটিনের কাঁচুলি, কেহ বা ছেলেদের মিলিটারি পোষাক এবং কেহ বা ছিটের পিরান ইত্যাদি নানা রকমের জামা কিনছেন; আবার কেহ কেহ বা এই সঙ্গেই ছেলেদের শীতের পোষাকের ফরমাজ দিয়ে যাচ্ছেন। আজকাল এই একটী ভোগা দোবার বেশ নতুন ফন্দি বেরিয়েছে। পূর্ব্বে চাঁদনির নেড়েদের আর দুএকজন ইংরাজের দোকানেই কেবল এই রকম তৈয়ারি জামা পাওয়া যেতো, তাও কেবল ইংরেজ আর ফিরিঙ্গিতেই পরতো; কিন্তু আজকাল অনেক বাঙ্গালি সাহেবদের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে এই রকম অনেকগুলি তৈয়ারি জামার দোকান প্রতিপালন হচ্চে। এ এক রকম মন্দ ফন্দি নয়; টেলর কোম্পানি মহাশয়রা বেশ গুচিয়ে গেলেন, এঁদের জিনিষের যে রকম দর, তাতে বেশ বুঝে চলতে পাল্লে এঁদের তিন পুরুষ আর খেটে খেতে হবেনা! কলিকাতার ও তন্নিকটস্থ গ্রামের যত ধোপা, নাপতে, ছুতোর, কামার, কুমোর, বষ্টম, স্যাকরা, যুগি, কৈবর্ত্ত, দুলে, বাগ্দী ইত্যাদি ইতর লোকেরা এখন আপনাদের জাতি ব্যবসা ছেড়ে কেউ চটের কলে, কেউ সুতোর কলে, কেউ পাটের কলে, কেউ প্রিণ্টিং

ছাপ্রেসে, কেউ লোহার কারখানায়, এই রকম নানান জায়গায় কায কর্ত্তে আরম্ভ করেচে। এদের এখন আর পয়সার ভাবনা নেই। আগে জাত ব্যবসায় হদ্দো মাসে চৌদ্দ সিকে হতো, কিন্তু এখন কলের দৌলতে কেউ মাসে পনর, কেউ মাসে কুড়ি, কেউ মাসে পঁচিশ ত্রিশ পর্য্যন্তও রোজগার কচ্চে। একে ইতর, তাতে আবার বেশী পয়সা হাতে পড়চে, কাযেই এদের আস্পর্দ্ধা বেড়ে উঠেছে; ভদ্র লোকের মানসম্ভ্রম রাখা দায়। আজ কায করেই এরা কদিন ছুটী পাবে, বেলা ২টোর মধ্যেই এরা সব মাইনে পেয়েচে আর তিনটে চারটের পরে (আজ শনিবার কিনা, তাইতে একটু সকাল সকাল) ছুটী পেয়ে যে যার বাটীতে ও বাসায় উপস্থিত হয়েচে। এদের অনেকেরই স্ত্রীপুত্রের দফায় সন্নি, কেবল এক একটী আদবুড়ো, তা কেউ মার বয়িসি, কেউ দিদিমার বয়িসি মাগী নিয়েই থাকে; স্ত্রীপুত্রের কথা দূরে থাকুক অনেকের হয়ত বাপের পর্য্যন্তও বে হয়নি, তাতে আর এরা অন্যান্য পরিবারদের জন্য কিনবে কি, কেবল আপনার আর সেই ধুমড়ি মাগীর জন্যেই কাপড়চোপড় কিনলেই হয়ে গেল। এদের এত টাকা রোজ-গার, কিন্তু দুঃখের বিষয় তবু দেনা ঘোচেনা। গাঁজাওয়ালা, শুঁড়ি ও গুলির আড্ডার পোদ্দার ও অন্যান্য দোকানদারের দেনা দিতেই এদের মাইনের অর্দ্ধেকেরও বেশী গেল। আর যা বাকি রইলো, তাতে কালকে কাপড়চোপড় কিনতে অকু-লোন হবে বলে কেউ কেউ দরোয়ানের কাছে টাকায় চার আনা চোটার সুদে, কেউ কেউ পাড়ার কোন লোকের কাছে পেতোলের থালা, ঘটী, বাটী, পানের ডাবোর ইত্যাদি

বাসোন বাঁধা দে কিছু কিছু টাকা ধার করবার যোগাড় দেখতে লাগলো।

এই সব ইতর লোকদের সব টাকা যদি এই রকমে খরচ না হয়ে জমতো, তা হলে ভদ্র লোকদের বাস করা ভার হয়ে উঠতো। একবার হাতে দেখেই এদের এত তেজ, না জানি সব থাকলে আমাদের কি দশাই ঘটতো। এদের সব সকটুকু আছে। এদের জন্যই কেবল আমাদের আজকাল পোবাক পরতে ঘৃণা করে, এই দুঃখেই অনেকে সাদা ধুতি চাদর আর শীতকালে বালাপোষ বন্দোবস্ত করেছেন। এদের কোনও পোষাকেরই ত্রুটী নেই, মায় ইষ্টাকীন জোড়াটী পর্য্যন্ত কিনে চালের হাঁড়ির ভিতর সরা ঢাকা দে রেখে দিয়েচে; কারণ করে কি, শুঁড়ির দেনা দিতেই টানাটানি হয়, তার উপর আবার খাওয়া, এইতেই কুলিয়ে ওটেনা তাতে আর সিন্দুক তোরঙ্গ কিনবে কি করে? কিন্তু বাবুত সাজতে হবে. ইষ্টাকীন জোড়াটী কিনে এই রকম করেই রেখে দিয়েচে। এদের মধ্যে কারুর কারুর আবার এমনি টানাটানি হয়, যে ফাগুন মাসের শেষেই শীত ফুরুলে র‍্যাপার বাঁধা দেয়, তাইতে ছাতি কেনে, আবার কার্ত্তিক মাস পড়তিই ছাতি বেচে যা কিছু হয় তাইতে, আর বাদবাকি ধারে কাবুলেওয়ালাদের কাছে র‍্যাপার কেনে, তা চার টাকার জিনিষ ছয় টাকাই হক আর সাত টাকাই হক।

আজকাল এই সব ইতর লোকের জন্যে ভদ্র গৃহস্থ মহাশয়রা বড়ই জ্বালাতন হয়েছেন। তাঁদের অন্য কথা দূরে থাকুক, বাজার হাট পর্য্যন্ত করবার যো নাই; কারণ ইতর লোকেদের

ত আর পয়সার দরদ নেই, চার পয়সার জিনিসটে অনায়াসেই আট দশ পয়সায় নিয়ে ফেলে, ভদ্র গৃহস্থ মহাশয়রা ত সেরূপ পারেন না। তাঁরা ত আর মূর্খও নন, নির্ব্বোধও নন, তাঁদের সকল দিক বজায় রেখে চলতে হয়, কাযেই তাঁদের ক্রমে ক্রমে কষ্ট হয়ে উঠছে। বোধ হয় জগৎ পিতা জগদীশ্বর আমাদিগকে এ দায় হতে আর মুক্ত করছেন না, চির জীবনই এই দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। ধন্য কাল! ধন্য ইংরাজ বাহাদুর। তোমাদের বলিহারি যাই।

পূজো বাড়ীর লোকেরা সব আজ ভারি ব্যস্ত, তারা আজ সমস্ত দিনই ইদিক ওদিক নানান জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে। সাজওয়ালারা ও ঢুলিরে সমস্ত দিনই রাস্তা দিয়ে ছুটোছুটী করে বেড়াচ্চে দেখা যাচ্চে। এই রকম নানান গোলমালে আজ সমস্ত দিনই গেল। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এলো, কলকাতা সহরে আর তত ভিড় নেই, তত গোলমাল নেই। সকল লোকেই (যাঁরা জিনিসপত্র কিনতে এসেছিলেন) জিনিসপত্র কিনে আ' আপনার বাড়ীতে গমন করতে লাগলেন। কলকেতা সহরের প্রায় অর্দ্ধেক লোকই বাইরে বেরিয়ে গেছে। আজ এখন সব যেন কেমন এক রকম ফাঁক ফাঁক বোধ হতে লাগলো। ক্রমে সহরে গ্যাস জ্বললো, রাত্রি উপস্থিত হলো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এদিকে আমাদের বৃদ্ধ গুরুদাস শনিবার প্রাতঃকালেই উঠে মুখ হাত ধুয়ে এক বাটী ফুলোল তেল আভাং করে মেখে গঙ্গাস্নান কত্তে গেলেন। তারপর স্নান করেই সন্ধ্যাহ্নিক করে, এক ডুমি আদা ও চাট্টি ছোলা একটু নুনে ঠেকিয়ে কচমচিয়ে চিবিয়ে খেলেন, আর সেই সঙ্গে দুটী খেজুর, গোটা-কতক পেস্তা, কিসমিস ও বাদাম আর একটু মিছরি খেয়ে জল খেলেন এবং নাতিদের নিয়ে বাইরে গেলেন। গিয়ে নিজের বৈঠকখানায় বসে তামাক খেতে লাগলেন। আজ-কালের নব্য সম্প্রদায়ের সভ্য বাবুরা তৈল মাখা ও আদা ছোলা খাওয়ার উপর বড় চটা। তাঁদের মনের সংস্কার এই তেল মাখাটা অতীব অসভ্যতার চিহ্ন; কারণ সাহেবেরা তেল মাখেনা, কিন্তু সাহেবেরা যে কেন তেল মাখেনা তা যদি তারা জানবেন, তাহলে আর তাঁরা এ রকম সাহেব সাজতে যাবেন কেন? সাহেবরা মাংস ও আর আর যে সব গরম জিনিষ খায়, তাতে তাদের তেল না মাখলেও চলতে পারে; কিন্তু আমরা হচ্ছি ভেতো বাঙ্গালী, আমাদের শাকভাত খেয়েই জীবন ধারণ কর্ত্তে হয়, বিশেষ আদুড় গায়ে আমাদের অনেকক্ষণ থাকতে হয়, এতে তেল না মেখে আমাদের যে কতদূর অনিষ্ট হয় ও কত রোগ জন্মাতে পারে, তা কেউ

বোঝেন না, লোকে কথাতেই বলে "তেলে জলেই বাঙ্গালীর শরীর।" এই রকম সাহেবদের অনুকরণ কর্ত্তে গিয়েই আজকাল অনেকেই রুগ্ন, এমন কি কেউ কেউ প্রাণে পর্য্যন্তও বিনষ্ট হইতেছেন—ধন্য সাহেবিয়ানা !!!

এদিকে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীর ছেলেরা, বৌরা, গিন্নি ও চাকর দাসী প্রভৃতি সকলেই উঠেছেন। বড়বাবু আর মেজবাবু উঠে মুখ হাত ধুয়ে বৈঠকখানায় বসে কেউ "Statesman" কেউ "Daily News" পড়ছেন; ছোটবাবু উঠে, (তাঁর এখন কলেজ বন্ধ,) আপনার ঘরে বই পড়ছেন; সেজবাবু অনুপস্থিত, তিনি কাল রাত্তির থেকেই বাড়ী আসেননি। বৌরা সব উঠে মুখ হাত ধুয়ে এসে, কেউ তেল মাখছেন, কেউ তেল মেখে পুকুরে নাইতে গেছেন, কেউ বা নেয়ে এসে রান্না ঘরে গে বসেছেন। গিন্নি সকলের আগেই নেয়ে এসে দোপাকা উনুনে ভাত চড়িয়ে দিয়েছেন, গিন্নি আমাদের সেকেলে মেয়েমানুষ, টুপির ফুল তুলতেও জানেন না আর "হরিদাস" পড়তেও জানেন না, ইনি কেবল কুটনো বাটনা, রান্না, খাওয়া এই সব কাযই বোঝেন ভাল। আজকালের বৌঠাকরুণদের সব ভাব বুঝেছেন কিনা, আজকাল ত আর কাকেও কিছু বলবার যো নেই, তবে যিনি অনুগ্রহ করে যা একটু আদর্ট্ করেন, তাই এঁর পরম ভাগ্য। এই সব গতিক বুঝেই ইনি প্রত্যহ সকালে নিজেই রান্না ঘরে ঢোকেন। চাকর দাসীরা সব বাসন মাজা, বাটনা বাটা, গরুর জাব দেওয়া, এই রকম যে যার নিজের নিজের কায কচ্চে। বৃদ্ধ গুরুদাস কিছুক্ষণ পরে বৈঠকখানা হতে বাড়ীর

ভিতর এলেন এবং আপনার ঘরে গে, জামার পকেটের ভিতর থেকে চসমা জোড়াটী নিয়ে চোকে দিয়ে সংসার খরচের খাতাখানি দেখতে লাগলেন। কিছুক্ষণ এইরূপ দেখছেন, এমন সময় গিন্নি সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং কর্ত্তাকে বল্লেন "ছোট বৌমাকে ত আজকে আনতে যাবার কথা আছে, তা কিছু খরচ বের করে রেখে গেও, বিন্দি আর জোতে খেয়ে দেয়ে বেলা দশটার সময়ই যাবে।" বৃদ্ধ গুরুদাস এই শুনে গিন্নির দিকে সেই চসমাযুক্ত চক্ষুর দ্বারা একবার কটাক্ষপাত কল্লেন এবং বল্লেন, "কত খরচ চাই, সিকে নয়েক হলে হবে না"। গিন্নি "সিকেনয়েক" এই কথাটী শুনে উত্তর কল্লেন, "আমি জানিনি"। বৃদ্ধ গুরুদাস গিন্নির এই রাগ রাগ ভাব বুঝতে পেরে বল্লেন, "শিগ্‌গির২ বলনা বেলা হয়ে গেল যে"। গিন্নি বল্লেন "জনাই যেতে আসতে কত ভাড়া তাকি জাননা? আরবারে কতো দিয়েছিলে তাতো মনে আছে? মনে না থাকে, তোমার ত সব লেখা আছে, খাতা দ্যাকোনা তাহলে জানতে পারবে অকোন।" বৃদ্ধ গুরুদাস এই শুনেই আল মারির মাথা থেকে সাবেক খাতার দপ্তরটি পাড়লেন এবং দপ্তরটি খুলে খরচের খাতাখানি দেখতে লাগলেন। অনেক উল্টেপাল্টে ৫।০ টাকা খরচ দেখতে পেলেন। তৎপরে খাতাখানি মুড়ে রেখে গিন্নিকে ও সব কথা কিছু না বলে রামা চাকরকে ডেকে দিতে বল্লেন; গিন্নিও রামাকে ডেকে দিয়ে পুনর্ব্বার রান্না ঘরে ঢুকলেন। রামা কর্ত্তার ডাক শুনেই বাড়ীর ভিতর এলো, বৃদ্ধ গুরুদাস রামার হাতে কলকেটা দিয়ে বল্লেন "এই কলকেটা বদলে নে আয়, আর তোর বড়

বাবুকে একবার বাড়ীর ভেতর পাটিয়ে দিগে।" রামা কলকে হাতে করে বাইরে এসেই বড়বাবুকে বল্লে "বড়বাবু গো, তোমাকে কর্ত্তা বাড়ীর ভেতর ডাকচেন", বলে গিয়ে তামাক সেজে দিয়ে এলো। বড়বাবু রামার কথা শুনেই বৈটকখানা থেকে নেবে এসে বাটীর ভিতর বাপের ঘরে গেলেন। বৃদ্ধ গুরুদাস তাঁকে দেখে বল্লেন "পূজোর কাপড়চোপড়ের সব একটা ফর্দ্দ কর। টাকা কড়ির ত বড় টানাটানি, তবিলেও বড় বেশী নেই, তা একটা ফর্দ্দ কর তা বুঝে ব্যাঙ্ক থেকে ড্রু করবো"। বড়বাবু বল্লেন, "ফর্দ্দটর্দ্দ কালকে হবে, আজকে ত আর অন্য কিছু কেনা টেনা হবেনা, কেবল ছেলেদের জামার সাটিনটে নিয়ে আসবো, তা আজকে মাইনে পাওয়া যাবে, তাই থেকেই হবে। তা আপনি টাকা পাঁচেক আন্দাজ ড্রু করবেন, তা হলে এক রকম হবে।" গুরুদাস বল্লেন, "আচ্ছা তাই ভাল। আজ বই ত, আর ব্যাঙ্ক খোলা থাকবে না, তা পাঁচশোই ড্রু করবো অকোন, পূজোর সময়টা কিছু বেশী করে নে আনাই ভাল। লোককে দোওয়া থোওয়া, বিদেয়, বার্ষিক, পাঁচ রকমে আরও অনেক খরচপত্তর আছে ত"। বড়বাবু এই কথার পরই গুরুদাসের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আপনার ঘরের ঘড়ীতে দেখলেন, আটটা বাজতে তিন মিনিট চায়, এই দেখেই তিনি স্নানের উদ্যোগ কত্তে লাগলেন। বৃদ্ধ গুরুদাসও তাঁর দপ্তর-তপ্তর গুটিয়ে তুলে রেখে আহারের উদ্যোগ কত্তে লাগলেন।

এদিকে আমাদের মেজবাবু এতক্ষণ বৈটকখানায় বসে কাগজ পড়ছেলেন। তিনিও বাড়ীর ভিতর গে স্নানের

উদ্যোগ দেখতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাবুদের স্নান হয়ে গেল, তাঁরা যে যার ঘরে গে ব্রস দে মাথা আঁচড়াতে লাগলেন। তাঁদের মাথা আঁচড়াতে আঁচড়াতেই বিন্দি দাসী বড়বাবুর আর মেজবাবুর ঘরে ঠাঁই করে গেল। তার পর বড় বৌ আর মেজ বৌ বাবুদের ঘরে ভাত দিয়ে এলেন। বাবুরাও যে যার ঘরে আহার কর্ত্তে বসলেন। বৌরা আবার রান্না ঘর থেকে দুধের বাটী বাঁহাতের চোটায় আঁচলের কাপড় দে তার উপর বসিয়ে আদ ঘোমটা দে ঘরের ভেতর ঢুকলেন এবং স্বামীদের পাতের কাছে বাটী রেখে তাঁদের কাছের গোড়ায় বসে পান যো কর্ত্তে কর্ত্তে নানান জিনিসের ফরমাজ কর্ত্তে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরেই বাবুরা সব খেয়ে উঠলেন, খেয়ে উঠে আঁচিয়ে যে যার ঘরে এসে পান খেতে লাগলেন. চাকররা তামাক দিয়ে গেল, বাবুরাও তামাক খেতে লাগলেন। বৌঠাকরুণরা এখনও বকছেন, তাঁদের বলা সব এখনও শেষ হয়নি; আর বাবুরা বেরিয়ে না গেলেও শেষ হবেনা। তামাক খাবার পর বাবুরা সব পেন্টুলেন, চাপকান পরে আরম্ভ কল্লেন। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ গুরুদাস (তাঁর আহারাদি অনেক পূর্ব্বেই হয়ে গেছে) রেলির ঊনপঞ্চাশ ধুতি পরে, চাপকান গায় দে, মাথায় শাদা মলমলের পাগড়ি বেঁধে এবং ফুল ইষ্টাকীন ও বার্ণিস সাইডস্প্রীং জুতো পায় দে বেরিয়ে এলেন। আজকাল ইংলণ্ডীয় সভ্যতার প্রাদুর্ভাব হওয়াতে কত লোক কত রকম বেশ ধারণ করেই আপিসে যান। পাগড়ি প্রায় উঠে গেল, দুএকজন সেকেলে কেরাণীরাই চিরপরিচিত পাগড়ীর মান রেখেছেন। তাঁরা পেন্সন নিলেই আর আমরা কোন

কেরাণী বাবুর মাথায় পাগড়ি দেখতে পাবনা। পাগড়ি মাথায় বাঁধলে আলবার্ট ফ্যাসনের বাঁকা সিঁতেটি ঢাকা পড়ে, এই যে এক প্রধান দোষ। ক্রমে সহিস কোচুয়ানদেরও পাগড়ি প্রায় থাকে না থাকে হয়েছে !!!

কর্ত্তা আসবামাত্রই কোচুয়ান আস্তাবল থেকে গাড়ী বার করে ও ঘোড়া জুতে সদর দরজার কাছে নিয়ে এলো। বড়বাবু ও মেজবাবু বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন। বৃদ্ধ গুরুদাস, বড়বাবু ও মেজবাবু গাড়ীতে উঠলেন। গাড়ী গড় গড় করে করে কলিকাতা অভিমুখে চলে গেল। বেলা এখন নটা। বাবুদের বেরিয়ে যাবার পরেই বাড়ীর সব ছেলেরা এবং সরোজিনী খেতে বসলো। ছেলেরা সব আজ ভারি তাড়াতাড়ি করে খাচ্ছে। কেউ হয়ত খেতে খেতে জতেকে বলচে "জতে! তুই ত ঠাকুর সাজানো দেখতে পেলিনি, হেমোদের বাড়ীতে ঠাকুর সাজাতে এসেছে, আমরা দেখিগে"। গিন্নি অমনি জতেকে ভোলাবার জন্য বলচেন, "জতে আজকে কামোন পোল দে গাড়ী চড়ে ছোট পেসীর বাড়ী যাবে এখোন। কত জাহাজ, নৌকো দেখতে পাবে এখোন, তোরা ত আর তা দেখতে পাবিনি"। এই রকমে ত কিছুক্ষণের পর ছেলেরা ও সরোজিনী খেয়ে উঠলো, উঠেই কেউ কাপড় পরতে পরতেই, পরতে আর দেরি সয়না, কেউ ন্যাংটো পোঁদেই ঠাকুর সাজানো দেখতে দৌড়ুল। জতে আর সরোজিনী কেবল বাড়ীতে রইলো, জতেকে আজ বিন্দির সঙ্গে জনাই যেতে হবে। আর সরোজিনী ক্রমে বড় হচ্ছে, সে বড় একটা আর বাড়ী থেকে বেরোয় না। ভাতে খেয়ে

উঠেই মার কাছে পোষাক পর্ত্তে গেল, এর মধ্যে থেকে বিন্দি দাসী চাটি ট্রি খেতে লাগলো। জোতের পোষাক টোষাক পরা না হতে হতেই বিন্দির খাওয়া হয়ে গেল, সে আঁচিয়ে পান খেতে খেতে মেজ বৌর ঘরের কাছে উপস্থিত হয়ে বল্লে, "মেজমা! হলো গা. আমি ততক্ষন কাপড় ছাড়িগে, তুমি একটু শিগ্গিরং করে নাও. বড় দেরি করোনা"। এই বলেই বিন্দি একখানা শাদা ধুতি পল্লে আর তার এক ছড়া হেলে হার ছেলো.তাই দোফেরতা দে গলায় দিলে, আর গোটাকতক দোক্তা দোওয়া পান সেজে আঁচোলে বেঁধে নে রান্নাঘরের দিকে গিন্নির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কল্লে "হাঁ ঠাকুমা! কত্তা চিটি পত্তোর কিছু দিকে রেকে গ্যাচেন কি?" গিন্নি বল্লেন, "না চিটি পত্তোর কিছু দিতে টিতে হবেনা সে সব বেইয়ের সঙ্গে আপিসে কথাবার্ত্তা ঠিক হয়ে গ্যাচে। তা তুই শিগ্গিরং আপিস যান বড় দেরি হয়না। এইব্যালা বেরিয়ে পড়্, আর দেরি করিসনি। সাড়েদশটার পর বারব্যালা পড়বে, এই ব্যালা বেরিয়ে পড়"। এই বলতে বলতে গিন্নি রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আঁচোল থেকে ৬টা টাকা খুলে, (টাকা কটি আমাদের বৃদ্ধ গুরুদাস আপিসে যাবার পূর্ব্বেই গিন্নির নিকট দিয়ে গেছলেন,) বিন্দির হাতে দিয়ে বল্লেন, "এই নে ছটা টাকা। আর দেরি করিসনে, দুগ্গা বলে বেরিয়ে পড়"। বিন্দি টাকা ছটা হাতে করে নে পেট-কোঁচোড়ে আচ্ছা করে বেঁধে, জোতেকে কোলে করে নিয়ে চলে গেল। বেলা এখন প্রায় দশটা। ছোটবাবু এতক্ষন আপনার ঘরে বসে "Chemistry" পড়ছেলেন—পড়ছেলেন নাম

মাত্র কেবল বই খুলেই বসে রয়েছেন, আর হৃদয়েশ্বরী এসে কতক্ষণে তাঁর আশা-তৃষ্ণা নিবারণ করবেন, পিপাসিত চাতকের ন্যায় এই ভাবনাই ভাবছেলেন আর মনে মনে ঠিক করছেলেন "যে বাবার সঙ্গে যখন কথাবার্ত্তা হয়ে গেছে তখন আমাকে নিশ্চয়ই পাঠাবে, কোন ওজর আপত্ত করবে না"। এইরূপ সিদ্ধান্ত করেই তিনি বইখানি মুড়ে রেখে সেলফ থেকে একটা চুরোট নে দেশলাই জেলে ধরিয়ে টানতে লাগলেন। আর টানে টানে বড়ই স্ফূর্ত্তি বোধ কর্ত্তে লাগলেন। ছোটবাবু আমাদের দিনের মধ্যে চার পাঁচ আনার চুরোটই খেয়ে থাকেন। দাদারা আছেন ভাবনাত নেই, যত কাণ্ড আছে এইবেলা দাদাদের ওপরদেই সব সেরে নিচ্চেন। নিজে রোজগার করে যত করবেন তা এই চুরোট খাওয়াতেই খোয়া গেচে। ছোটবাবু হচ্চেন আজকালের ইয়ং বেঙ্গল; তায় আবার ফাষ্টআর্টসের ষ্টুডেণ্ট কাযেই এঁদের চালচুল সব ইংরাজি ফ্যাসনের, তাই এঁরা তামাক খাওয়াটাকে নেটিভ ফ্যাসন বলে বড়ই ডিসলাইক করেন। আজকালের নাইনটিয় সেনচুরির ইয়ং বেঙ্গল বাবুরা শুদ্ধ এই চুরোট খাওয়াতেই ক্ষান্ত নন। এঁদের আরও অনেক রকম ঢঙ্‌ আছে, অনেকেই লম্বা দাড়ি রাখেন, আর চোকে চসমা দ্যান। লোকে চসমা ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা কল্লেই "short-sighted" বলে থাকেন, এ রকম বলবার আর কোন মানে নাই, কেবল লোককে দ্যাখান যে তাঁদের অনেক পড়তে হয়, তাইতেই তাঁদের চোক খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়, তাঁদের এই লম্বা দাড়ী রাখা, মাথায় তেল

না মাথা, চৈত্র বৈশাখের দারুণ গ্রীষ্মে কাশ্মীরী ও ফ্ল্যানেল প্রভৃতি গরম কাপড়ের কোট ব্যবহার করা আর ছাতি না নিয়ে কেবল খপরের কাগজ মাথায় দিয়ে যাওয়া, এইরূপ নানা কারণেই কেবল তাঁদের চক্ষুর দৃষ্টি হ্রাস হইয়া যায়, তা তাঁরা বোঝেন না। আমাদের দেশ যেমন অত্যন্ত গরম, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণও স্বাস্থ্য রক্ষার্থ তদনুরূপ ধুতি চাদর প্রভৃতি সামান্য পরিচ্ছদের নিয়ম করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আজকালের এই সব ইয়ং বেঙ্গল বাবুরা গ্রীষ্মকালে কাশ্মীরের কোট, ছাতির পরিবর্ত্তে খপরের কাগজ মাথায় দেওয়া ইত্যাদি সাহেবিয়ানা চালে চলতে গিয়েই, এই রকম চক্ষুর এবং মস্তিষ্কের অনেক হানি করছেন। কালে কালে আরও যে কত হবে, তা বলা যায় না।

অল্পক্ষণ মধ্যেই ছোটবাবুর চুরোট খাওয়া শেষ হয়ে গেল, তিনি ঘরের ভিতর থেকে বারাণ্ডায় বেরিয়ে এলেন এবং ক্ষেমিকে ডেকে তেল দিয়ে যেতে বল্লেন। ক্ষেমি ছোটবাবুর কথা শুনেই এক বাটী ফুলেল তেল তাঁর কাছে দিয়ে গেল, ছোটবাবুও তেল মাখতে লাগলেন। ছোটবাবু আমাদের নাইনটিন্থ সেনচুরির ইয়ং বেঙ্গল, তাঁর তেলমাখার কথা আর বলা বাহুল্য। তিনি কেবল মাথায় একটু তেল দিয়ে এক খানি তোয়ালে কাঁধে ফেলে ও একখানি কারবলিক সোপ হাতে করে বাগানের পুকুরে স্নান কত্তে গেলেন। ছোটবাবু আমাদের, পাছে মাথায় তেল থাকে কি গায়ে কোন চুলকোনা কি ফুস্কুড়ি হয় এবং তজ্জন্য পাছে বন্ধু বান্ধবেরা ভাটি বলে অসভ্য মনে করে, এই সব ভয়েই প্রত্যহই কারবলিক সোপ

ব্যবহার করে থাকেন। কিছুক্ষণের পর তিনি স্নান করে বাটীতে এলেন। বাড়ীতে এসে কাপড় ছেড়ে সিঁতেটি কেটে ভাত খেতে বসলেন। কিছুক্ষণ পরেই তাঁর খাওয়া হয়ে গেল। তিনি খেয়ে উঠে পান খেতে খেতে আপনার ঘরে গে শুয়ে পড়লেন। শুয়ে শুয়ে আবার একটা চুরোট খেতে লাগলেন এবং চুরোট খেতে খেতে একখানি পুরোণ "Illustrated London News"র ছবি দেখতে লাগলেন। এই রকম কিছুক্ষণ ছবি দেখতে দেখতেই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। বেলা এখন ১১॥০টা। এদিকে ছোটবাবুর খাওয়ার পরেই বাড়ীর মেয়েরা সব খেতে বসলেন। তাঁরা আজও বসলেন কালও বসলেন। তাঁদের খাওয়া আর হয়না, ঝিদের খাওয়া হলো, চাকরদের খাওয়া হলো তবু তাঁদের আর খাওয়া শেষ হয়না। শেষ হবে কোত্থেকে? তাঁরা খাবেন কি গল্প করবেন? মেয়েদের মত গল্প খাবার সময়। সেজবউ বলচেন, "আচ্ছা মেজদিদি! বাঁড়ুয্যেদের গোলাপী অতো রোগা হয়ে যাচ্চে ক্যানো বলদিকি?" বড়বউ অমনি মাঝে থেকে বলে উঠচেন "হ্যাঁ সেজবউ সে না পোয়াতি?" মেজবউ বলচেন, "না বড়দিদি! মিচে কতা, এর মধ্যে পোয়াতি হবে কোত্থেকে? সবে জষ্টি মাসে কল দেকেচে"। সেজবউ অমনি বলচেন "তা হলই বা, ঐ যে কায়েদের বৌ আষাঢ় মাসে কল দেকেছেলো, আবার শুনচি নাকি পেট"। গিন্নি সব শেষে বলচেন, "হ্যাঁ, তা হবেনা কেন, বাড়োন্তো গড়ন হলেই শিগ্‌গির২ হয়"। কেউ বলচেন, "বোসেদের ছোট বৌটা ভাই, ভাতারের কাচে শোয়না, ওমা একি গো! ম্যাতো

বড় মাগী হলো! তবু য্যামোনতরো ক্যান ভাই?" কেউ বলছেন "তেলিদের সেজবৌটো ভাই ভারি বদ, ভাতারকে কাচে শুতে দ্যায়না"। কেউ বলছেন, "কায়েদের কামিনীর ভাই পেট খসে গ্যাচে"। কেউ বলছেন, "নথুড়োমার বৌ-টোর যে রকম সুতিকে ব্যামো হয়েচে, তাতে কি হয় বলা যায় না। আহা! ছুঁড়ী দিনকের দিন ব্যানো দড়ি হয়ে যাচ্চে, বিইয়ে অবধি ছুঁড়ীকে য়্যাকদিনও ভাল দেখলুম না"। কেউ বলছেন, "ঘোষালদের বড় বৌটো ভাই কাণ-বদ্ধে"। কেউ বলছেন, "ছোট বৌ আমাদের য়্যাতোক্ষোণ বেরবার উয্যাগ কচ্চে"। এই রকম নানান মেয়েলি ব্যাপা-রের গল্প কচ্চে কচ্চে তাদের সব খাওয়া হচ্চে। ক্রমে খাওয়া শেষ হলো। ক্ষেমি দাসী বাঁচলো। তার পেটের ভাত প্রায় অর্দ্ধেক হজম হয়ে যায়, তবু বৌঠাকরুণদের খাওয়া শেষ হয়না; ক্ষেমির খাওয়া অনেক পূর্ব্বেই শেষ হয়েছিল; কিন্তু হলে কি হবে,বৌঠাকরুণদের সব এঁটো থালা কাঁসীগুলো না পেলে ত আর তার কাযা শেষ হচ্চে না। যত জোর হোক না কেন, ক্ষেমিকে বৌঠাকরুণদের জন্য প্রায়ই এই রকম ভুগতে হতো। বৌঠাকরুণেরা সব আঁচিয়ে নিজের নিজের ঘরে গে একবারে আড় হয়ে পড়লেন। নড়নচড়ন শক্তি রহিত। গিন্নিও তাঁর আপনার ঘরে গে শুলেন। আর ক্ষেমি দাসীও পুকুরে গে বাসন মাজতে আরম্ভ কল্লে। সরো-জিনী, (তার খাওয়া অনেক আগে হয়ে গেছে,) সেজ বৌর ঘরে ঘুমুচ্ছে। এদিকে চারু, নরু, সতীশ বাড়ীর ছেলেরা যত পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে জুটে সেই দশটার সময় বেরিয়েছে,

বেলা একটা বাজতে যায় এখনও তাদের দেখা নাই। পাড়ার ছোঁড়াদের মধ্যে কেউ কেউ কেবল ঠাকুর আর ঠাকুর সাজান দেখেই বেড়াচ্ছে। খানিক এ বাড়ী তার পরই আবার খানিক ওবাড়ী এই রকম টো২ করে তারা সমস্ত দিনই ঘুরে২ বেড়াচ্ছে। কেউ হয়ত দরজির দোকানে গে জামার থপর নিচ্ছে আর দরজিকে বলচে, "আমার জামায় দুটো পকেট রেকো"। কেউ কেউ পূজো বাড়ীর উঠানেই কপাটী খেলতে আরম্ভ করে দিয়েছে; আবার কেউ কেউ বলিদানের পাঁটার উপর চড়ে ছিপটি মাচ্ছে; কেউ বা মোষের কাছে গে তাকে ঢিল মাচ্ছে; ছোঁড়ারা সব ত আজ সমস্ত দিনই এই রকম ছুটোপাটি লাফালাফি করেই বেড়াচ্ছে। ক্রমে বেলা ২টা বাজলো। চারু, নরু, সতীশ তাদের সব খিদে পেয়েচে বলে বাড়ী এসে উপস্থিত। বাড়ী এসেই যে যার মার কাছে গিয়ে "মা খিদে পেয়েছে" "মা খিদে পেয়েছে" বলে ডাকতে লাগলো। ছেলেদের ডাকে মাদের ঘুম ভেঙে গেল। তাঁরা সব উঠলেন এবং ছেলেদের খাবার দিলেন। ছেলেরা সব খাবার খেতে খেতেই আবার ঠাকুর দেখতে দৌড়ুল। তাঁরাও ঘরে গিয়ে কেউ বিছানায় শুয়ে একটু বই পড়তে লাগলেন, কেউ বসে বসে কারপেট বুনতে লাগলেন। সরোজিনীর ঘুম ভেঙে গেছে, সে উঠে একখানি বাংলা খবরের কাগজ পড়ছে। ইংরাজী শিখিয়া বাঙ্গালী বাবুরা যেমন ইংরাজী চাল চলনের অনুকরণ কচ্চেন, বাঙ্গালী বৌঠাকরুণেরাও তেমনি শিখছেন, তাঁরা অনেকে এক্ষণে "লীলাবতী" "দুর্গেশনন্দিনী" "আশা-কানন" "প্রেমতরঙ্গিণী" এই রকম নাটক নবেল পড়তে

বড়ই আনন্দ বোধ করেন। এই জন্যই তাঁরা আর প্রায় ছেলে কোলে করেন না; পাছে কাপোড় ময়লা হয়। নিজের হাতে ভাত বাড়েন না; পাছে হাত অপরিষ্কার হয়। ভাত বাড়া দূরে থাকুক কেউ কেউ হাতে কালি লাগবার ভয়ে রান্না ঘরে পর্য্যন্ত পদার্পণ করেন না। নিজে পান সাজেন না; পাছে আঙুলের আগায় খয়েরের দাগ ধরে। চেয়ারে বসে মোজা, কম্ফর্ট বোনা, টুপির ফুল তোলা, খপরের কাগজ পড়া ও বিদেশস্থ স্বামীকে "প্রিয়তম" "প্রাণেশ্বর" বলিয়া পত্র লেখা তাঁহাদের কায। এই রকম ব্রিটনীয় উচ্চ সভ্যতা ভারতে আনীত ও অনুকৃত হয়ে বঙ্গ সমাজ দিন দিন যে কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ কচ্ছে তা আর বলে শেষ করা যায় না। ধন্য! ব্রিটন! ধন্য তোমার সভ্যতা!!!

ইতিমধ্যে কুসম ও বিরাজ পাড়ার দুটী মেয়ে ছোট বৌ আসবে শুনে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলো। তার পর তারা দুজন ও বড় বৌ, মেজ বৌ, এবং সেজ বৌ, ও সরোজিনী সকলে মিলে নানা রকমের কথাবার্ত্তা কইতে লাগলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা হচ্চে, এমন সময় "বাবুদের জয় হোক" বলে বায়লা আর ডুগী নিয়ে দুজোন রনাৎ বৈষ্ণব এসে উপস্থিত হলো এবং আগমনি গাইতে আরম্ভ করে দিলে।

"গিরিরাজ! বিলম্ব করোনা আর, আন গিয়ে উমারে।
মা আমার ভাবিছেন, কত তোমার আশা করে॥
সম্বৎসর গত হয় হে, মায়ের প্রাণে কত সহে,
বিচ্ছেদেতে প্রাণ দহে, উমাধনে না হেরে॥"

এই গানের শব্দ শুনতে পেয়েই তাঁরা সকলে উঠে ঘরের খড়খড়ী খুলে উঁকি মেরে শুনতে আরম্ভ করলেন। গিন্নির সবে অল্প অল্প তন্দ্রা আসছিল, এই ব্যায়লা ও ডুগীর শব্দে তাঁর সেটুকুও দূর হয়ে গেল। তিনি উঠে পড়লেন, উঠেই বাঁ হাত দে তাঁর সেই জটে বুড়ীর মত ছোট ছোট কোঁকড়া কোঁকড়া আদপাকা চুল কুরুতে কুরুতে দোতোলার ছাতে গে বসলেন এবং চুল কুরুতে কুরুতে গান শুনতে লাগলেন। এদিকে গানের শব্দ শুনতে পেয়ে পাড়ার আশপাশের বাড়ীর অনেক মেয়ে, ছেলে, মাগী, সেখানে আসতে আরম্ভ হলো। ক্রমে ক্রমে বাড়ীতে ছেলেতে মেয়েতে মাগীতে অনেক লোক জমে গেল। বৈষ্ণবরা দুটো তিনটে আগমনি গাওয়ার পর গান শেষ করে এবং বলে উঠলো "গিন্নিমা! সপ্তাক্কারের পর এয়েচি, একখানি পুরোনো কাপড় দেবেন, কত্তাদের জয়জয়কার হবে।" গিন্নি গান শেষ হবার পরেই ছাত থেকে নেমে এলেন এবং তাদের জলপান পয়সা দিলেন। মেজ বৌ খড়খড়ীর কাছ থেকে তাঁর একখানি পুরোনো ও দুএক জায়গায় মচকান শান্তিপুরে পাছাওয়ালা শাড়ী ফেলে দিলেন, তারা তাই নিয়ে বাবুদের আশীর্বাদ করতে করতে চলে গেল। বৈষ্ণবরা বেরিয়ে গেলে বাড়ীতে মেয়েদের কাছে গায়ক, গণৎকার, নারাণ ঠাকুরের ফকির, বৈদ্যনাথের মোহন্ত এই রকম অনেক বেটা জোচ্চোর এসে জোটে। গায়করা বরং কিছু ভাল কিন্তু আর যে গণৎকার, নারাণ ঠাকুরের ফকির এবং বৈদ্যনাথের মোহন্ত, এঁদের ষোল আনাই জুচ্চুরি। আমাদের সংসারের মেয়েরা, কেবল সংসার ভাবিতেই বেশ বুদ্ধির

পরিচয় দিয়ে থাকেন, কিন্তু আজন্মকাল যে তাঁরা এই রকমে কত ঠকে আসছেন, তা একবারও বুঝতে পারেন না। এদিকে বই পড়তে, খপরের কাগজ পড়তে, জুতোর ও টুপির ফুল বোনা প্রভৃতি কঠিন কার্য্যেতে তাঁদের বিদ্যাবুদ্ধির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু এই সামান্য বিষয়ে বুদ্ধির ত দৌড় কিছু দেখা যায়না। তাঁরা এ রকম না হলেই বা আজ বঙ্গে পিতাপুত্র কলহ, ভ্রাতৃ বিরোধ ও গৃহ বিচ্ছেদাদি শোকাবহ ভীষণ ব্যাপারের সংঘটন হইবে কেন? ধন্য! উনবিংশ শতাব্দি! ধন্য কলি!

এদিকে গায়কদের গমনের পরেই কুসুম আর বিরাজ বেলা গেল দেখে, আর দেরি না করে, তাঁদের আপনার২ বাড়ীতে চলে গেলেন। বেলা এখন ৩॥০টে বেজে গেছে। ছোটবাবু এতক্ষণ আপনার ঘরে শুয়ে, জানালা খুলে ঘুমুচ্ছেলেন; জানালা দিয়ে শেষ বেলার চকচকানি রদ্দুর তাঁর মুখে লাগাতে, তাঁর ঘুম ভেঙে গেল, তিনি ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়লেন। উঠে এদিক ওদিক চারিদিক দেখতে লাগলেন "ছোট বৌ এয়েছেন কি না?" বাড়ীর ভাব গতিক দেখে বুঝলেন এখন আসেনি। তিনি তারপর মনে মনে ভাবতে লাগলেন, "আসে আর কি"। এই ভাবতে ভাবতে একবার ঘড়ী খুলে দেখলেন, বেলা ৩॥০টে বেজে গেছে। তিনি তৎপরে দেসালাই জ্বেলে একটী চুরোট ধরিয়ে খেতে লাগলেন। চুরোটটি খানিক খাওয়ার পরই রেখে দিলেন এবং মুখ হাত পা ধুয়ে, চুল আঁচড়ে, সিঁতেটী কেটে কিছু জল খেলেন। তারপর একখানি ফরেসডাঙ্গার কোকিলপেড়ে

ধুতি পরে একটী সার্ট গায় দে, স্লিপার জুতো জোড়াটী পায় দিলেন এবং একখানি "ইংলিসম্যান" বগলে করে সেই আদখাওয়া চুরোটটি টানতে টানতে বাইরে গে রাস্তার ধারের পোলের ওপর বসে নিউস পড়তে লাগলেন। বাড়ীর মেয়েরা সব গৃহ কর্ম্ম দেখতে লাগলো।

আমাদের ছোটবাবু পোলের ওপর বসে বসে "ইংলিসম্যান" পড়ছেন, এমন সময় একজন কলেজ ফ্রেণ্ড তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হলেন। ছোটবাবু "Halo! My Dear Gopal" বলে তাঁকে নিয়ে গে উপরের বৈঠকখানায় বসালেন এবং চাকরকে তামাক দিতে বল্লেন। চাকর তামাক দিয়ে গেল, তাঁরা দুজনে নানা রকম কথাবার্ত্তা কইতে লাগলেন। ইতিমধ্যে একখানা গাড়ী থ্যাড়াং থ্যাড়াং কত্তে কত্তে সদর দরজার গোড়ায় লাগলো। গাড়ী লাগতিই দরোয়ান উঠে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালেন এবং লোকদের সব বলতে লাগলেন, "এই আদমি সব, জেরা খাড়া রও উধার"; ছোটবাবুর ফ্রেণ্ড এই সব গোলমালের শব্দ শুনতে পেয়ে ছোটবাবুকে বল্লেন "Who is there? What's the matter?" ছোটবাবু আগেই বেশ বুঝতে পেরেছেন, তবু লোক দ্যাখানে একবার খড়খড়ি দে উকি মেরে বল্লেন, "Oh! my wife is come"। ফ্রেণ্ড বল্লেন, "Then the day is a happy one to you" এবং তৎপরে পূর্ব্ববৎ অন্যান্য কথাবার্ত্তা কইতে লাগলেন। গাড়ী আসবার পর বিন্দি দাসী গাড়ীর দরজা একটু খুলে, গলা বাড়িয়ে একবার এদিক ওদিক উকি মারতে লাগলো এবং তার পরই গাড়ী থেকে নেবে জোতকে কোলে নে ছোট

বৌকে বল্লে,"নাম দিদিবাবু"। ছোট বৌ নাবলেনএবং বিশ্মিত, আগে আগে আস্তে আস্তে যেতে লাগলেন। ওদিকে বড় বৌ আর মেজ বৌ রাস্তার ধারের খিড়কির পুকুরে কাপড় কাচ্ছেলেন; তাঁরা, বাড়ীর দরজার কাছে গাড়ী থামলো, দেখেই ভিজে কাপড়ে পট পট শব্দ কত্তে কত্তে তাড়াতাড়ি উঠে এলেন। উঠে বাড়ীর ভিতর এসে দেখেন, ছোট বৌ বাড়ীর ভিতর আসছে। ছোট বৌ বাড়ীর ভিতর এলেন এবং গিন্নিকে ও তৎপরে অপরাপর সকলকে প্রণাম করে মেজ বৌর ঘরে গিয়ে বসলেন। বড় বৌ মেজ বৌ ভিজে কাপড় ছাড়তে গেলেন।

পাঠকগণ! আপনারা বোধ হয় আমাদের শুরুদাসের ছোট বৌকে কখন দেখেননি। তিনি এক্ষণে ত্রয়োদশ বর্ষীয়া; তাঁহার সৌন্দর্য্য পূর্ণ-বিকশিত নহে, কেবল মৃদু মৃদু জোয়ার আসিতেছে, এখনও পূর্ণ জোয়ারের অনেক বিলম্ব। ফল সম্পূর্ণ পরিপক হইলে নষ্ট হইয়া যায়, সম্পূর্ণ বিকশিত ফুল অল্প ক্ষণেই মলিন হয়। তিনি সম্পূর্ণ পরিপক নহেন, পূর্ণ বিকশিতও নহেন। তাঁর শরীরের বাঁধুনি অটল, অঙ্গে নানাবিধ বহুমূল্য ভূষণ, পরিধেয় বারাণসী শাটী ও গাত্রে কিংখাপের আংরাখা কি অপূর্ব্ব শোভাই বিস্তার করিতেছে! তাঁর সেই নবপল্লব-বিনিন্দিত সুকোমল কঙ্কলতিকা গ্রীবকাদি রত্নভূষণে বিভূষিত এবং ক্ষণে ক্ষণে সমীরণ সংযোগে তদীয় নিবিড় নিতম্বের সূক্ষ্ম বসন ইতস্ততঃ পরিচালিত হইতেছে, দেখিয়া বোধ হয় সুরসিক সমীরণ, এই সুন্দরী ললনা দর্শনে কামরসে প্রমত্ত হইয়া তাঁর বিশাল জঘনদেশ দেখিবার জন্য যেন মন্দ হিল্লোলে বসন উড়াইতেছেন। রূপের কথা কি

কলির যেন অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত গোলাপ। ভ্রূ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, অধর, গণ্ডদেশ, বাহু ও পদযুগল, নিতম্ব, বক্ষস্থল ও পৃষ্ঠদেশ সকলই অতীব মনোহর ও সুগঠিত। ইহার উপর তাম্বুল রাগে রঞ্জিত অধর, [illegible] পারিপাটী, কপালস্থিত রঞ্জিত টিপ, নাসিকার দোদুল্যমান নলক ও সীমন্তে সিন্দুর-বিন্দু আরও অধিকতর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে। তাঁর মন সদাই চঞ্চল, কখন হাসিতেছেন, কখন কাঁদিতেছেন, কখন লজ্জাবতী, কখন অভিমানিনী, দেখিলেই বোধ হয়, প্রণয় যেন নীরবে আস্তে আস্তে তাঁর যৌবনের সঙ্গী হইতেছেন।

ছোটবাবু এতক্ষণ বৈঠকখানায় বসে তাঁর সেই বন্ধুর সহিত কথাবার্ত্তা কহিলেন; এখন তাঁকে "বস ভাই! একবার বাড়ীর ভেতর থেকে আসি" বলে বৈঠকখানা থেকে নেবে বাড়ীর ভিতর এলেন, এবং মার কাছে গে বল্লেন, "বাহিরে একটী বাবু এসেছেন, তা ঝিকে দিয়ে কিছু জলখাবার আর এক গেলাস জল পাঠিয়ে দাও।" এই বলেই তিনি একবার আপনার ঘরে ঢুকলেন এবং আর্সির কাছে গে [illegible] সিঁতেটি [illegible] করে নিয়ে একখানি চাদর ও সিগার কেসটী নিয়ে বাহিরে বৈঠকখানায় গেলেন। ঝিও জলখাবার ও জল নিয়ে তথায় উপস্থিত হলো। ঝিকে দেখেই ছোটবাবু হাত বাড়িয়ে "দাও আমার হাতে দাও" বলে জলখাবার ও জল তার হাত থেকে আপনি হাতে করে নিয়ে বন্ধুর নিকট রাখলেন এবং তাঁকে বল্লেন, "ভাই কিছু জল খাও।" তিনি বল্লেন, "বেশ এইমাত্র বুঝি বাড়ীর ভেতর গেছলে? আমার ভাই আজকে খিদে কিছুই নেই। আজ সাতুদের বাড়ী নেমন্তন্ন ছেলো,

অম্বালায় খেয়ে এমনি পেট গরম হয়ে উঠেছে, যে খালি জল তেষ্টা পাচ্ছে, তাই খাচ্ছিনি কেবল অসুখ করবার ভয়ে, তা ভাই আমি ও সব কিছু খেতে পারবো না।” ছোটবাবু বল্লেন, “আচ্ছা ও সব খাও আর না খাও ঐ মনোহরা দুটো খেতে হচ্ছে, ও ভারি চমৎকার, জনাইয়ের মনোহরা আমার wife এনেছে। তিনি ঈষৎ হাস্য করে বল্লেন, “Her Majesty এনেছে তা আমাকে একটা দাও, কিছু না খেলে আর তুমি ত ছাড়বে না। এই বলে তিনি বৃদ্ধ অঙ্গুলি ও তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা একটা মনোহরা ধরে বোশিকি বাচ্চার ছাতু খাওয়ার মত একটু একটু করে খেতে লাগলেন। আজকালের এই রকম নব্য বাবুদের জন্য আমরা বড়ই জ্বালাতন হয়েছি, এঁদের খাইয়েও তৃপ্তি হয়না। বন্য হিংস্রক পশুদেরও খাবার দিলে অনেক সন্তোষ করা যায়, কিন্তু এঁদের কিছুতেই পাবনার যো নাই। এঁরা কিম্ভূত কিমাকার, এঁদের খাবার কথা বল্লেই, এঁরা “পেট গরম” “শরীর অসুস্থ” “ওসব খেলে আমার বড় Acedity হয়” এই উত্তরগুলি সাজা গদের মত বলে থাকেন। এঁদের মধ্যে অনেকে আবার দেশী মিষ্টি খাওয়া বড়ই ডিস্‌লাইক করেন। এমন কি ছানাবড়ার খোসা ছাড়িয়ে ভিতরের শাঁসটুকু রস নিংড়ে খেয়ে থাকেন। পাঠকগণ! আপনারা এঁদের আর খেতে দিতে হলে যে কেমন করে দেবেন এবং এঁরা যে কি রকমে খাবেন তাতো আমরা কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা। আকের ছিবড়ে ত অভক্ষ্য, ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি। যাহোক মিনিট পাঁচেকের মধ্যে গোপাল বাবুর খাওয়া শেষ হলো। ছোটবাবু উপর থেকে নেবে

এসে বাড়ীর ভিতর গেলেন এবং চাদরখানি গায় দে'ও গুটিচারেক পানের খিলি নিয়ে গোপাল বাবুকে সঙ্গে করে বেড়াতে চলে গেলেন। এখন বেলা ৫।০টা; ক্রমে দেখ্‌তে২ ৬টা বেজে গেল।

ক্রমে দিবাকরের কিরণ ধরাতল পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গে আরোহণ করিল। রবি অস্তাচল অবলম্বন করিলে, সন্ধ্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। সান্ধ্য-সমীরণ মৃদু মৃদু সঞ্চালিত হইতে লাগিল, বিহগগণ কলরব করিতে করিতে আপন আপন কুলায় প্রত্যাগমন করিতে লাগিল; পেচক আনন্দে হাসিতে লাগিল; দিবাকরের প্রচণ্ড প্রতাপ ভয়ে কোথায় লুকাইয়াছিল, এখন সময় পাইয়া, বাসস্থান হইতে বহির্গত হইয়া ক্রমে ক্রমে দেখা দিল। জ্যোৎস্না রূপ শুভ্র বসনে অবগুণ্ঠিত হইয়া যামিনী আগমন করিল। এত নক্ষত্রবৃন্দ ভাস্করের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে কোথায় লুকাইয়াছিল, এক্ষণে আসিয়া গগনমার্গে প্রকাশ পাইতে লাগিল। পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে শশধরের অংশু দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল, দেখিয়া বোধ হইল যেন প্রিয় সমাগমে পূর্ব্বদিক আনন্দভরে দশনবিকাশ পূর্ব্বক মন্দ মন্দ হাসিতেছে। শশধর প্রকাশিত হইয়াই নির্ম্মল কৌমুদীরাশি ছড়াইতে লাগিলেন। কুমুদিনী জলেশ্বরের মুখারবিন্দ দর্শনে আনন্দে হাসিতে হাসিতে বিকশিত হইলেন। নিশানাথ বিলাসিনীর মুক্ত গবাক্ষে এবং বিরহীর নিস্তব্ধ নীরব নিভৃত নিবাসে আপনার জ্যোৎস্নারাশি বিকীরণ করিয়া এই জগৎকে জ্যোৎস্না-হাস্যে ধবলময় করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে আমাদের বৃদ্ধ গুরুদাস বাড়ীতে এসে উপস্থিত

বলেন। আজ শনিবার একটু সকাল সকাল ছুটী পেয়েছেন, সেজন্য বাড়ীর গাড়ীতে না এসে চলতি গাড়ীতে অন্যান্য দিনের চেয়ে কিছু সকাল সকাল বাড়ী এসে উপস্থিত হয়েছেন। বাড়ীর গাড়ী বড় ও মেজবাবুর জন্যে রয়েছে; তাঁদের আজ একটু দেরি হবে, তাঁরা বাজারে সাটিন কিনতে গেছেন। কর্ত্তা বাড়ীর ভিতর গে আপনার ঘরে ঢুকলেন ও কাপড় ছাড়তে লাগলেন। কাপড় ছেড়ে মুখ হাত ধুয়ে সন্ধ্যা করে কিছু জল খেয়ে ছোট বৌর আগমনের খবর জিজ্ঞাসা কল্লেন, পরে বাইরে গে বসে তামাক খেতে লাগলেন। খানিক পরেই বড়বাবু আর মেজবাবু সাটিন নিয়ে বাড়ীতে এলেন; বাড়ীতে এসে তাঁরা যে যার ঘরে গে কাপড় ছেড়ে মুখ হাত পা ধুয়ে কিছু জল খেয়ে বসে বসে বিশ্রাম কত্তে লাগলেন। সাটিনের থানটি বড়বাবুর ঘরে আলমারির মাথার উপর রইলো। আদঘণ্টার পর বড়বাবু আর মেজবাবু খেতে বসলেন। তাঁদের খাওয়া শেষ হবার পরে আমাদের ছোট বাবু বাড়ী এলেন। মেজ বৌ ছোটবাবুর ঘরে খাবার নিয়ে এলেন। ছোটবাবু খেতে বসলেন। ছোটবাবু খাচ্চেন; বড় বৌ তাদের বাটী এনে তাঁর পাতের গোড়ায় দিলেন। ছোটবাবু তাঁকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "বড় বৌ! বড়দা আজকে আমাদের জুতোটুতো কিছু এনেছেন কি?" তিনি বল্লেন, "না আজকে জুতোটুতো কিছু আনেননি, কেবল ছোট বৌর জন্যে একটা গাংকাটা সাটিনের জামা এনেছেন।" আমাদের ছোটবাবু বড়বৌ ঠাকরুণের "ছোটঠাকুরপো" কিনা, তাইতে একটু তামাসা কচ্চেন। আজকাল বাড়ীর বড় বৌ দলেই

ছোট ঠাকুরপোদের সঙ্গে একটু আদটু বেশ তামাসা চলে থাকে; উভয় পক্ষের এইটুকুই উপরিলাভ। যাহোক ঐ কথা শুনে ছোটবাবুর ক্রোধের সীমা পরিসীমা নাই। রাগের কিছু ফল মিলিল হলে আজকালকার ডাক্তাররা একবারে আনন্দসাগরে ভাসতে থাকেন, আহ্লাদে চোখে দেখতে পাননা। এক রাগেতেই সকলেই পাগল হলো। মরি মরি! তোমায় বলিহারি যাই।

ছোটবাবু উৎসুক হয়ে বড়বো ঠাকরুণকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "বড়বৌ, সত্যি বলনা, আজকে কি এনেছেন?" বড় বৌ (নরম হলেই চোখে জল) বল্লেন, "সত্যি না ত কি মিথ্যে বলছি;" এই বলেই তিনি একটু হেসে ফেললেন, ছোটবাবুও বুঝতে পাল্লেন যে বড়বৌ তামাসা করছিলেন। ছোটবাবুরও চাঁদমুখে বিষাদ হলো, তিনি খেয়ে উঠলেন এবং আঁচিয়ে কি ভাবতে ভাবতে পানটি হাতে করে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। তৎপরে পান খেয়ে একটী চুরোট ধরিয়ে খেতে লাগলেন। বড় বৌ বাবুদের সব থালা বাটী রান্নাঘরে নিয়ে গেলেন এবং সেই থালে আপনাদের সব ভাত বাড়তে লাগলেন। মেজ বৌ কর্ত্তার ঘরে রুটী তরকারী, মোহনভোগ, ডাল, আর দুধের বাটীটী একটী বস্তু পেতলের ঢাকা, ঢাকা দে রেখে এলেন; আমাদের বৃদ্ধ গুরু-দাস রাত্তিরে রুটী খেয়ে থাকেন, [illegible] অবধি তাঁর এই রকম। এদিকে বৌরা সব যে যার ভাতারের থালে বসে গেলেন; কেবল মেজ বৌকে আর গিন্নিকে কারুর থালে বসতে হলোনা, কারণ মেজবাবু বাড়ী আসেননি আর কর্ত্তা

ঢাকা—ঢাকা রুটী খাবেন। সেজ বৌ আজ বেঁচে গেলেন, তাঁকে আজকে আর ভাতারের হাঁটকান, চটকান, মাকাচোকা খেতে হলোনা। আমাদের দেশের রমণীদিগের পতি ভক্তির এই এক জাজ্বল্যমান প্রমাণ। ভাতারের পাতে খেতেই হবে, তা নাক সিঁটকিই খান, ওয়াক তুলেই খান আর মুখ বাঁকিয়েই খান। তা এটিও আবার আজকালের অনেক নব্য দলের বৌরা ক্রমে ভুলে দিয়েছেন। কেউ কেউ আবার ভাতারের আগেই খেয়ে থাকেন। যাহোক ক্রমে দুচারজন কুলবধূরা যে খাবার বিষয়েও বিবিয়ানা চালে চলচেন দেখেও সন্তুষ্ট হওয়া গেল। কালে আরও যে কত দেখতে হবে তা বলা যায় না।

কিছুক্ষণ পরে বৌদের সব খাওয়া শেষ হলো। তাঁরা সব উঠলেন, গিন্নিও উঠলেন, সকলেই আঁচাতে গেলেন। কেনা আর রামা ভাত খাচ্ছিল, তারাও উঠে আঁচিয়ে বাইরে চলে গেল। আঁচানোর পর গিন্নি পান চিবুতে চিবুতে নিজের ঘরে গেলেন, কর্ত্তা অনেক পূর্ব্বেই বৈঠকখানা থেকে আহারাদি করে শুয়ে আছেন। বড় বৌ আর মেজ বৌ নিজেরং ঘরে শুতে গেলেন, ছেলেপুলেরা সমস্ত দিন টো টো করে রোদ্দুরেং ঘুরে বেড়িয়েছে, তারা সব খেয়ে দেয়ে এখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয়েছে। বড়বাবু আর মেজবাবু, বড় বৌ আর মেজ বৌ ঠাকরুণের ঘরে যাবার কিছু পূর্ব্বে যে যার ঘরে এসে শুয়েছেন, শুয়ে শুয়ে গুড়গুড়িতে তামাক খাচ্ছেন। চাকর দাসীরেও যে যার জায়গায় শুতে গেল। সেজ বৌ ছোট বৌকে সঙ্গে করে নিজের ঘরে গে শুয়ে পড়লেন। মস্ত পেট নে তিনি সদাই হাঁসফাঁস কচ্চেন, ছোট বউ তাঁর

বিছানায় বসে তাঁর সঙ্গে গল্প কত্তে লাগলেন। এদিকে আমাদের ছোটবাবু শুয়ে শুয়ে বিছানা চচ্চড়ি হচ্চেন, একবার চিত হচ্চেন, একবার কাত হচ্চেন, একবার বা উপুড় হচ্চেন, কিন্তু কিছুতেই সুখ বোধ হচ্চে না, সবই অতৃপ্তিকর বোধ হচ্চে। ছোটবাবু ত বলিদানের কাটা ছাগলের মত ছটফট কচ্চেন, ছোট বৌকে না দেখলে আর তাঁর মন সন্তুষ্ট হচ্চে না; ইতিমধ্যে ছোট বৌ ঠাকরুণ সেয় বৌর কথায় ঘর থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে নিজের ঘরের দিকে যেতে লাগলেন। আস্তে আস্তে গিয়ে তিনি দরজার সম্মুখে উপনীত হলেন, আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর ঢকে দরজাটী ভেজিয়ে দে প্রদীপটী উসকে দিতে গেলেন। ছুতো করে প্রদীপের কাছে বসে কাটি দে কেবল সলতেই ওস্কাচ্চেন, প্রদীপ খুব জলচে, তবু তিনি ওস্কাতে ছাড়চেন না। কোন রকমে একটু সময় কাটান বই ত নয়। নতুন এসেই কি হঠাৎ ভাতারের কাছে গে শুতে পারেন। ছোটবাবু আমাদের ছোট বৌ ঠাকরুণের ঘরে ঢোকবার আগেই মগের শব্দ শুনতে পেয়ে পেছন ফিরে-ছেন এবং কাত হয়ে বালিস জড়িয়ে মরার মত আড়ষ্ট হয়ে পড়ে রয়েছেন; তিনি এখন একটু ঘাপটি মেরে ভারি হয়ে রয়েছেন। দেখছেন মাগ কি করে? মাগের ভারি গরজ কিনা, তার কিছু করবার জন্যে দায় পড়েছে। ছোটবাবু মাগ ঘরে আসচে না বলে এই একটু আগে একেবারে অধৈর্য্য হয়ে পড়েছিলেন; কিন্তু এখন মাগ এসেচে দেখে তাঁর ঠিক বিপরীত ভাব ধারণ করেছেন। নূতন মাগের ভাতার হলেই এই রকমই প্রায় হয়ে থাকে। পাঠকগণের মধ্যে যিনি নববিবাহিত,

তিনিই এটি বেশ বুঝতে পারবেন। ছোট বৌ ঠাকরুণ ত দোরে খিল দে মশারি ফেলে বিছানায় উঠলেন এবং বিছানার অপর দিকে পাশ ফিরে শুয়ে রইলেন। দুজনে দুপাশ ফিরে শুয়ে রইলেন, কেউ নড়চেনও না চড়চেনও না, দেখলে বোধ হয় দুজনেই মরা। মিনিট পাঁচেক এই রকম থাকার পর ছোটবাবু একবার উঁ এঁ্যা কর্ত্তে কর্ত্তে পাশ মোড়া দিলেন। যেন কতই ঘুমুচ্চেন। নূতন মাগের ভাতার হয়েচেন কিনা কাযেই একটু ভারিত্ব দেখান হচ্চে। পাশ ফিরে ডান হাতটি ঘুমন্ত মানষের মত ছোট বৌর গায়ে ফেল্লেন। দেখচেন ছোট বউ কি করেন। ছোট বৌর কিন্তু বড়বার জন্য বড় দায় পড়ে গেচে; মেয়েমানুষ এমন চাঁটি ভাত নয়, তুমি কেঁদে মলেও তারা পোয়াতেও প্রথম রাত্তিরে কখনই আগে কথা কইবে না, হটি ভাবের কেন টিকা দোওয়া। ছোটবাবু ত হাতটি ফেলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। কোন সাড়াশব্দই নাই, দেখাচ্চেন যেন ঘুমে অচেতন। খানিক ক্ষণের পর ছোটবাবু ত আর সহ্য করতে পাল্লেন না, কি করবেন তাও কিছু ভেবে ঠিক কর্ত্তে পাচ্চেন না, হঠাৎ সজাগও হতে পাচ্চেন না, কারণ এই ঘুমে কাতর হয়ে রয়েছিলেন, আবার অমনি কেমন করে মিনিট খানেকের মধ্যে জাগ্রত হলেন? এটি ছদ্মবেশীর শাস্তি, ঘাপটি মেরে থাকলেই এই রকম কষ্ট পোয় ঘটে থাকে। অনেক ভেবেচিন্তে তিনি ত ছোট বৌর গায়ে হাত দে ঠেলতে লাগলেন। ঠেলচেন আর আস্তে আস্তে ডাকচেন, পাছে পাশের ঘরের কেউ শুনতে পায়। বাবুর তাবটুকুও দেখছি বিলক্ষণ আছে। তিনি বিশ পঁচিশ বারই

ডাকছেন, তবু ছোট বৌর কোন শাড়াশব্দ নেই, একেবারে নিস্তব্ধ। ছোট বৌর শাড়া দেবার জন্য ভারি গরজ কিনা? ছোটবাবু যত ডাকছেন, তিনিও তত চুপ করে পুতুলের মত পড়ে রয়েছেন। উঃ! নূতন মাগের ভাতারদের কি কষ্ট! পাঠকগণের মধ্যে যিনি এখনও এই শ্রেণীভুক্ত, তিনিই এটি বেশ বুঝতে পারবেন!

ছোটবাবু ত আর সহ্য কর্ত্তে পাচ্চেন না। তিনি বিছানায় উঠে বসলেন এবং ছোট বৌ ঠাকরুণের দাড়িতে হাত দে "কুমোদ" "কুমোদ" বলে ডাকতে লাগলেন। এখন আমাদের ছোটবাবুর আর সে ভারিত্ব নাই, তিনি একেবারে এক ছটাক হয়ে পড়েছেন। তাঁর কেবল ছদ্মবেশ বইত নয়। চার পাঁচ ডাকের পর ত ছোট বৌঠাকরুণ একবার "আ" করে ছোটবাবুর হাতটা একটু মাঝারি রকম আস্তে ছুড়ে ফেলে দিলেন। "আ" শব্দটি শুনে আমাদের ছোটবাবু যে কত খুসী হলেন তা বলতে পারা যায় না। তাঁর ধড়ে প্রাণ এলো, তিনি যেন স্বর্গ হাত বাড়িয়ে পেলেন। পাঠকগণের মধ্যে যাঁরা এ রকম ভুগেছেন, তাঁরাই কেবল এর মর্ম্ম ভাল রকম বুঝতে পারবেন। এই রকম অনেক সাধ্য সাধনার পরে ছোট বউ ঠাকরুণ বেশ কথাবার্ত্তা কইতে লাগলেন, ক্রমে তাঁদের নানারূপ প্রেমালাপ হতে লাগলো। এইরূপে আমোদ আহ্লাদে তাঁহাদের সুখ-নিশি অবসান হলো।

রজনীনাথ সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া প্রাতঃকালে নিভৃত প্রদেশে নিদ্রা যাইবার জন্যই যেন অস্তাচলের নির্জ্জন প্রদেশ অবলম্বন করিতে চলিলেন। তদীয় বিরহে তারকাগণও বিষাদে

মলিন হইতে লাগিলেন। প্রভাত সমীরণ মৃদু মৃদু বহিতে লাগিল, পত্রদের অগ্রভাগ হইতে নিশার শিশির মুক্তার ন্যায় ভূতলে পড়িতে লাগিল। মধুকর গুন্ গুন্ করিতে করিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। বিহঙ্গমগণ এতক্ষণ সুখে নিদ্রা যাইতেছিল, মার্ত্তণ্ডের ভীষণ কিরণ-ভয়ে চীৎকার করিতে করিতে আপন আপন বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া চারিদিকে গমন করিতে লাগিল। কুমুদিনী দিনকে মলিনা হইতে লাগিলেন, ইহা দেখিয়াই যেন কমলিনী হিংসায় হাসিতে হাসিতে প্রস্ফুটিতা হইতে লাগিলেন। ক্রমে দিবাকর স্বরণ রাগে রঞ্জিত হইয়া উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক পূর্ব্বগগনে দেখা দিলেন, তাঁহার এই লোহিতবর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়াই বোধ হইল যেন স্বয়ং বিশ্বপতি এই কলুষপূর্ণ জগৎকে দগ্ধ করিবার জন্যই ক্রোধভরে এইরূপ ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেখা দিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। বৃদ্ধ গুরুদাস উঠে বাইরে গে তামাক খেতে লাগলেন। চাকর দাসীরা যে যার কায কর্ম্ম কর্ত্তে লাগলো। বড়বাবু, মেজবাবু উঠে মুখ ধুতে লাগলেন। বাড়ীর গিন্নি, ছেলেগুলো ও বৌরাও সব উঠেছেন। কেবল আমাদের ছোটবাবু, তাঁর কাল রাত্তিরে ভাল ঘুম হয়নি বলে, এখনও উঠেন নাই বেলা অবধি ঘুমুচ্চেন। কর্ত্তা বাইরে বড়বাবুকে ডেকে বল্লেন, "তবে কাপড়চোপড় কি কি কিনতে হবে তার একটা ফর্দ্দ করে ফ্যালো"। বড়বাবু ফর্দ্দ কর্ত্তে লাগলেন। মেয়েদের কাপড় বাদ সব ফর্দ্দ হয়ে গেল। মেয়েদের কাপড়ের ফর্দ্দ মেয়েদের কাছে নইলে ত হবেনা; কার

কি মত হ'লো জানতে হবে। বড়বাবু ফর্দটি হাতে করে বাড়ীর ভিতর মার কাছে চল্লেন। গিন্নি, বড় বৌ, মেজ বৌ, সেজ বৌ, ছোট বৌ, সরোজিনী সকলেই রান্নাঘরে বসে আছেন, খাবার উদ্যোগ হচ্চে। বড়বাবু রান্নাঘরের কাছে গে মাকে ডেকে বল্লেন, "মা তোমাদের সব কাপড়গুলো বলত"। এই শুনেই ঝিরে সব কায কর্ত্তে কর্ত্তে সেখানে এসে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলো। গিন্নি সব বলতে লাগলেন; আর বড় বৌ ঠাকরুণ মাঝে মাঝে একটী একটী ফোড়ন দিতে লাগলেন। গিন্নি বলছেন, "ছোট বৌমার একখানা গুলবাহার ঢাকাই আনলেই হবে"। বড় বৌ অমনি আধ ঘোমটা দে আস্তে আস্তে বলছেন, "না না! এবার একটু ভাল দেখে দাও, একখানা বেনারসী সাড়ী হলেই ভাল হয়"। বড় বৌর কি বল, তার ত আর টাকা বেশী কম খরচের দিকে নজর নাই; তিনি জিনিষটে ভাল কোরে পেলেই বড় খুসী হন; কিন্তু মায়ের প্রাণ! কথায় বলে "মা চায় মুখ পানে, মাগ চায় ট্যাঁক পানে"; মা ভাবছেন 'কাপড় সাজে হয়, বেশী খরচ হলেই, সব ছেলেদেরি টাকা কমে যাবে। এই রকম অনেক কথা বার্ত্তা ও অনেক তর্কবিতর্কের পর, মেয়েদের কাপড়ের ফর্দ্দ ত হয়ে গেল। বড়বাবু ফর্দ হাতে করে নিয়ে কর্ত্তার নিকট উপস্থিত হলেন। কর্ত্তা বড়বাবুকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "মোট আন্দাজ কত টাকা হবে"? বড়বাবু বল্লেন, "এখন কি করে বলবো, বোধ হয় টাকাশ আড়াই লাগবে, তা এর দুচার টাকা বেশীও হতে পারে কমও হতে পারে"। কর্ত্তা স্বভা-বতই একটু কৃপণ, এই টাকা শুনেই একটু চমকে উঠলেন,

কিন্তু করেন কি, কালের গতিকে সমস্তই সহ্য করতে হয়। তার পর বাড়ীর ভিতর থেকে ২৬০ টাকার নোট নিয়ে এসে বড়বাবুর হাতে দে বল্লেন, "এইতে যা হয় এক রকম সেরে এসো"। এই বলে তিনি বৈঠকখানায় বসে বসে তামাক খেতে লাগলেন। ইতিমধ্যে জমিরুদ্দিন ওস্তাগার (তাকে আজকে সকালে আসবার কথা বলা ছিল) এসে উপস্থিত হলো। ওস্তাগার মহাশয়রা কায নোবার সময় বড় ব্যস্ত, কিন্তু দোবার সময় কাঁদিয়ে ছাড়েন; ভুলেও একটা সত্যি কথা কননা; যেটা দেবেন দশ দিনে, সেটা "দুদিনের মধ্যে দেবো" এ প্রায়ই বলে থাকেন। এই সব দুঃখেই আজকাল অনেকে তৈয়িরি জামা-ই ব্যবহার করে থাকেন। কালে দরজির দোকান আর চলবে না ভাবি। যোগাড় হয়ে আসচে। ওস্তাগর মহাশয় ছেলেপুলেদের জামার মাপ নিয়ে সাটিনের থানটি বগলে করে চলে গেলেন।

ওস্তাগর চলে যাবার পর বড়বাবু আর মেজবাবু স্নান কল্লেন। স্নান করে রামাকে একখানা গাড়ীর কথা বলে আসতে বল্লেন। রামাও বলে এলো। তাঁরা তার পর আহার কর্ত্তে বসলেন। আহারের পর যে যার ঘরে গে তামাক খেতে লাগলেন। ছেলেরা সব তাঁদের থালে বসে গেল। তারা সব আজ ভারি তাড়াতাড়ি করে খাচ্চে। তারা সব আজকে ভারি খুসী, কলিকাতায় জুতো কিনতে যাবে। ছেলেরা নূতন জুতোর নাম শুনলে একেবারে আহ্লাদে চোকে দেখতে পায় না। তারা ত সব আদখাওয়া করেই উঠে পড়লো। রামা চাকর ভাত খেতে বসলো। রামা আজকে ভারি ব্যস্ত।

তাকে বাবুদের সঙ্গে কলিকাতায় যেতে হবে। রাম ত এক ক্রুনকেটাক চালের ভাত নে খেতে বসেছে। ছোট লোকের খাওয়াই এই রকম। খানিক ক্ষণের পর রামা ভাত খেয়ে উঠলো। উঠে একটী পানের খিলি চিবুতে চিবুতে বাইরে গে তামাক খেতে লাগলো। গাড়ী এখনও আসচেনা। ছেলেরা সব অস্থির হয়ে উঠেছে; কেউ রাস্তার ধারে এসে গাড়ী আসচে কিনা দেখবার জন্যে ভ্যাবা-গঙ্গারামের মত হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েচে, কেউ বা খানিকটে এগিয়ে গিয়ে দেখচে, গাড়ী আসচে কিনা; আদঘণ্টাটাক দাঁড়িয়ে২ তারা সব ভাবতে ভাবতে বাড়ীতে ফিরে এলো। তারা মনে২ ভাবচে যে গাড়ী না এলে জুতো কাপড় কিছুই কেনা হবেনা, তাদের বিশ্বাস এই যে আজকে গাড়ী না এলে কলিকাতায় যাওয়াও হবেনা আর কিছু কেনাও হবেনা; কিন্তু টাকা থাকলে যে সব হয় তা তারা বোঝেনা। তাদের মধ্যে কেউ বড়বাবুর কাছে গে বলচে, "বাবা! গাড়ী আসবে ককোন? একনো আসচে না ক্যানো?" কেউ বড় বৌর কাছে গে জিজ্ঞাসা কচ্চে, "জ্যাটাই মা আজকে কি যাওয়া হবেনা গা? গাড়ী কৈ একনও এলোনা"। তারা সব এই রকম কচ্চে, এমন সময় গড় গড় কর্ত্তে কর্ত্তে গাড়ী সদর দরজার কাছে লাগলো। গাড়োয়ান গাড়ীর মোড় ফিরিয়ে রাখলে। ছেলেরা সব গাড়ীর শব্দ শুনতে পেয়েই একেবারে দৌড়ে গে গাড়ীর ভিতর বসে গেছে। বসে কেউ একবার দাঁড়াচ্চে. কেউ বসচে, কেউ দোরটা দিচ্চে আবার খুলচে, এই রকম কত কাণ্ডই কচ্চে। ছেলেরা গাড়ীর ভিতর চড়লে আর স্থির থাকতে পারেনা,

তাদের স্বভাবই এইরূপ। এদিকে বড়বাবু আর মেজবাবু কাপড় পরতে লাগলেন; মেজবাবু কাপড় পরে বেরিয়ে এলেন। বড়বাবু ঘরের ভিতর কাপড় পরছেন, এমন সময় বড় বৌঠাকরুণ একবার সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি কেবল ঘাঁত খুঁজে ব্যাড়াচ্চেন বইত না। এসে তিনি বড়বাবুকে বল্লেন, "দ্যাকো! আসবার সময় শিশি পাঁচের অডিকলন, গোটচার পাঁচ ল্যাভেণ্ডার, ভরিতিনেক আতোর, দশ বারো গজ মাথায় দোবার ফিতে আর সাত আট গজ চিকে বাঁদবার রিবিং নিয়ে এসো"। বড়বাবু বল্লেন, "আচ্ছা তা হবে। আর ত কিছু বলবার নেই, থাকে ত এইবেলা বল, এর পর আর হবে না"। বড় বৌ "আর কিছু না" বলে চলে গেলেন। বড়বাবু তার পর ফর্দটি ও নোটগুলি ভিতরের জামার বুকের পকেটে রাখলেন এবং নিজের ক্যাস বাক্স থেকে গোটাপঞ্চাশেক টাকা বার করে নিলেন। তৎপরেই তিনি বেরিয়ে এলেন। তাঁরা তৎপরে গাড়ীতে উঠলেন, রামা চাকরও কোমরে একখানা আদময়লা চাদর বেঁদে একটা ছাতি খুলে কোচবাক্সোয় গে বসলো। বৃদ্ধ গুরুদাস এতক্ষণ বৈঠকখানায় বসে তামাক খাচ্ছিলেন, এখন উঠে "দুর্গা দুর্গা" বলতে লাগলেন, বুড়োদের এটা বলতেই হবে। তাদের মনের সংস্কার এই যে "দুর্গা" নাম কল্লে তার আর কোন বিপদ হবেনা, যে কাবেই যাওনা সিদ্ধ হবেই হবে। গাড়ী তার পর গড় গড় কর্ত্তে২ কলিকাতার দিকে চলে গেল। কর্ত্তাও বৈঠকখানা থেকে বাড়ীতে এসে স্নানের উদ্যোগ কর্ত্তে লাগলেন। বেলা এখন ৯টা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পাঠকগণ! আমাদের সেজবাবু সেই যে শুক্রবার থেকে ডুব মেরেছেন, এখনও পর্য্যন্ত তাঁর দেখা নাই। তিনি শুক্রবার রাত্তির থেকেই সোনাগাছির কোন এক বেশ্যার বাড়ীতে জমেছিলেন এবং পূজোর কদিন কিরূপ আমোদে কাটাতে হবে, তাঁর দলের ইয়ারদের সঙ্গে তারির পরামর্শ স্থির কচ্চেলেন। এই জন্যই তিনি ক্দিন ভারি ব্যস্ত; বাড়ী যেতে অবসর পাননি, কলিকাতা থেকেই আগম কচ্চেলেন। শনিবার থেকেই তাঁদের বন্দবস্ত সব এক রকম ঠিক হয়ে গিয়েছেল। সেজবাবুর আপিসের হেডক্লার্ক চন্দ্রকান্ত বাবুর বাগানেই আমোদটা হবে, তারা আটজন ফ্রেণ্ড বাগানে যাবেন, টা মেয়েমানুষও কদিনের জন্য ঠিক হয়ে গেছে। মেয়েমানুষ না হলে আজকাল সব আমোদই নিরমিষ্যি বলে বোধ হয়। পাঁটা ১৫টা, ব্র্যাণ্ডি দু কেশ এই দুটো প্রধান জিনিষ তাইতে এই দুটী আগেই "শ্রীশ্রীদুর্গার" মত কেঁদে ফেলা গেল। এ ছাড়া অন্য অন্য আরও যে কত রকম খাদ্য দ্রব্য আছে, তা আর বলা বাড়ার ভাগ; কারণ প্রথম নম্বরে যা বন্দবস্ত বলা গেছে, তদুপযুক্ত যে অন্যান্য সমস্ত দ্রব্যই তা আর বলিবার বেশী আবশ্যক নাই, এই ভেবেই তা আর বলা গেল না।

আজ রবিবার। আজ প্রাতঃকালেই আমাদের সেজবাবু, কান্তিবাবু, চন্দ্রকান্ত বাবু, নীলকান্ত খুড়ো, হরিহর বাবু, হেম

আমা, পদ্মলোচন বাবু ও প্রমথ বাবু এবং সোনাগাছীর বিধু, হরিমতি, দুলোলকামিনীর বাড়ীর বিরাজ, গরানহাটার মোড়ের আতোর, ভব, নিস্তারিণী, ছোট পুঁটী ও বাঁশতলার গলির যামিনী সকলে একত্র হয়ে চন্দ্রকান্ত বাবুর পাকপাড়ার বাগানে গে উপস্থিত হলেন। কুঠীর উপরের ঘরে বসেই বাবুদের সব নাচ গাওনা চলতে লাগলো। বাবুদের মধ্যে কেউ কেউ বক্স হারমোনিয়ম ও বাঁয়া তবলা বাজাতে লাগলেন; কেউ কেউ ডিক্যাণ্টার থেকে মদ ঢেলে২ ডিষ্ট্রীবিউট করতে লাগলেন। কেউ কেউ আমোদে গালবাদ্য ও হাততালি দিতে লাগলেন। বিবিজানেদের মধ্যে কেউ কেউ নাচতে ও গাইতে লাগলেন এবং কেউ কেউ বাবুদের কাছে বসে ঢুলে ঢুলে গায় পড়তে লাগলো। বেলা ২।২॥০ পর্য্যন্ত বাবুদের সব এই রকম নাচ গাওনা বাজনা ও সুরাপান ইত্যাদি নানা রকম আমোদ আহ্লাদ চলতে লাগলো এবং কতিল্লোপুরের চাঁপদাড়িওয়ালা ভটচার্য্যি মহাশয় বড় বড় ডিসে করে কটলেট ও রূপোর রিকিবি করে দোফলা আঁব ছাড়ান এনে এনে অনবরতই যোগান দিতে লাগলেন। পাঠকগণ! আপনারা একবার চক্ষু মুদিত করে ঐকান্তিক চিত্তে বাগানের এই মনোহর দৃশ্যটি হৃদয় মধ্যে ধ্যান করিয়া দেখুন! কত অভিনব, কত সুন্দর, কত মনোমোহনকরী দৃশ্যাবলী নয়নগোচর হইতে থাকিবে; এরূপ সুন্দর দৃশ্য আপনাদের অনেকেরই বোধ হয় আর কখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই, কখনও হৃদয় দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় নাই। এই সময় সুবিধা পাইয়া নয়ন সার্থক করিয়া লউন, এমন সুবিধা হওয়া সুকঠিন।

বেলা ২॥টার পর বাবুরা ও বিবিজানেরা সব পুকুরে স্নান কর্ত্তে গেলেন, ঘণ্টাখানেক জলক্রীড়ার পর তাঁরা সব উঠলেন, উঠে কাপড় ছেড়ে কুঠীর ভেতর ঢুকলেন। উপরের বারাণ্ডায় পাত হয়ে গেল, পোলাও, ফাউলকরি, কটলেট, চপ, কোর্ম্মা, কোপ্তা, চাটনি প্রভৃতি সব দেওয়া হয়ে গেল, বাবুরা ও বিবিজানেরা সব খেতে বসলেন। মধ্যে মধ্যে সকলেরই একটু একটু মদ চলতে লাগলো ও বিবিজানেদের সঙ্গে পাতের খাবার ছোড়াছুড়ী, পাত থেকে উঠে বিবিজানেদের সঙ্গে এক পাতে খাওয়া ইত্যাদি নানান ব্যাপার চলতে লাগলো। পাঠকগণের মধ্যে যদ্যপি কাহারও জগন্নাথক্ষেত্রের মহাপ্রসাদ ভক্ষণের বাসনা থাকে, তাহা হইলে বহুল কষ্ট সহ্য করিয়া পুরীতে না গিয়া এই বিগ্রহদের অবশিষ্ট অন্ন কিছু কিছু উদরসাৎ করিবেন, তাহা হইলেই পুরুষোত্তম তীর্থের অক্ষয় স্বর্গ লাভের ফল প্রাপ্ত হইবেন। কিছুক্ষণের পর তাঁদের সব খাওয়া শেষ হয়ে গেল, তাঁরা সব ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম করতে লাগলেন। কেউ একজন মেয়েমানুষ সঙ্গে করে বাগানের কুঞ্জবন মধ্যস্থিত লৌহের চেয়ারে এসে বসে হাসিখুসি করতে লাগলেন। কেউ বাগানের প্রান্তভাগে একখানি কোচ বার করে নিয়ে গে একজন মেয়েমানুষের সঙ্গে বসে মধুর প্রেমালাপ করতে লাগলেন। কেউ একটা মেয়েমানুষ সঙ্গে করে নিয়ে এক ঘরে গে শোফায় শুয়ে ঘুমুতে লাগলেন। কেউ মেয়েমানুষের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে বাগানের শোভা দেখতে দেখতে ইতস্ততঃ বেড়াতে লাগলেন। কেউ বা ঘোর মাতাল হয়ে এক জায়গায় আড় হয়ে পড়ে বকতে লাগলেন।

বাগানের ভিতর এই রকম ব্যাপার হচ্চে, এমন সময় একখানা থার্ড ক্লাসের গাড়ী—তন্মধ্যে একটী প্রৌঢ় ভদ্র লোক ও একটী ভট্টাচার্য্য,—বাগানের গেটের কাছে এসে উপস্থিত হলো। গেট বন্ধ দেখে তাঁরা গাড়ী থেকে নেবে জমাদার সাহেবকে ডাকতে আরম্ভ কল্লেন। জমাদার গেট খুলতিই তাঁরা জিজ্ঞাসা কল্লেন, "এখানে প্রমথ বাবু এয়েছেন কি বলতে পার?" জমাদার সাহেব, "আয়া হায় বাবু।" বলে উত্তর দিলেন। তাঁরা এই শুনে জমাদার সাহেবকে বাবুকে ডেকে দিতে বল্লেন। জমাদার সাহেব বাবুকে ডাকতে গেলেন। খানিক পরে ফিরে এসে জমাদার বল্লেন, "বাবু ত আবি বহুত মাতোয়ারা হুয়া, শুতল রহে, আবি ত আওনে নেই সেকেগা"। এই শুনেই তাঁরা বাগানের ভিতর ঢুকতে উদ্যত হলেন, জমাদার বলে উঠলেন, "বাবু! বাহারকা আদমি ভিতর জানেকা হুকুম নাহি হায়"। তাঁরা শুনে বল্লেন, "আচ্ছা তবে একজন বাবুকে লোক এখানে একবার পাঠিয়ে দাওদিকি"। জমাদার সাহেব অত্যন্ত সৎ লোক, তিনি তাঁদের কথা শুনেই আবার কুঠীর দিকে চললেন। সম্মুখে আমাদের নীলকান্ত খুড়োকে দেখতে পেয়ে তাঁকেই ডেকে নিয়ে এলেন। নীলকান্ত খুড়ো অল্প টলতে টলতে চক্ষু রক্তবর্ণ করে ও লাঠি দোলাতে দোলাতে এসে উপস্থিত হলেন এবং তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন "কি মশায়! আপনারা কারে খোঁজেন?" এই শুনেই ভটচাযি্য মহাশয় বলে উঠলেন, "মহাশয়! প্রমথ বাবুর পিতা স্বর্গগত হইয়াছেন, আগামী কল্য তাঁর শ্রাদ্ধ, আজ খেউরি। আমরা প্রাতঃকাল থেকেই প্রমথ বাবুকে খুঁজে

পাচ্চিনি, কোথায় গেছেন তাও জানতে পারিনি। দুই প্রহরের পর লোক-পরম্পরায় অবগত হলুম, যে তিনি এই বাগানে এসেছেন, এই শুনে আমি আর ইনি তাঁর মাতুল দুজনে তাড়াতাড়ি গাড়ী ভাড়া করে, এখান পর্য্যন্ত এসেছি। তা মহাশয় তাঁকে এখনি পাটিয়ে দিতে হচ্চে।" এই শুনেই নীলকান্ত খুড়ো "আসচি মশাই" বলে তাঁর দলে গে সমস্ত ব্যাপার বল্লেন। তৎপরে তাঁরা সকলে প্রমথ বাবুকে ধরাধরি করে টেনে তুলতে লাগলেন। খানিকক্ষণ টানাটানির পর তাঁরা তাঁকে ঘরে বসালেন এবং সমস্ত ব্যাপার তাঁকে অবগত করালেন। প্রমথ বাবু তিনি নেশায় চুরচুরে হয়ে রয়েছেন, সব শুনে বল্লেন, "আমি যা—ব—না বাবা"। তাঁরা সকলে বল্লেন, "তোমার বাপের শ্রাদ্ধ কাল তুমি যাবেনা সে কি রকম? কালকে যে শ্রাদ্ধ তা জানলে তোমায় এখানে কখনই আসতে দিতুম না। তা এখন চল, বাড়ী যাবে চল।" প্রমথ বাবু উত্তর কল্লেন, "য্যাতো তাড়াতাড়ি ক্যানো, বা—বা, পূজোর—পরে—নয়—শ্রা—দ্ধ করা যা—বে, মামাকে আর ভটচায্যি মহাশয়কে যেতে বল। আর যদি শ্রাদ্ধ করাই মত হয়, তাহলে আবার [illegible] মনে ভাল করে শ্রা—দ্ধ করা যাবে, এবার ওঁদের সেটে নিতে বলগে"। এই রকম নানা মাতলামির পর তাঁরা সকলে প্রমথ বাবুকে ধরাধরি করে গাড়ীতে তুলে দিলেন। প্রমথ বাবুর মামা ও ভটচায্যি মহাশয় দুজনেই গাড়ীতে উঠলে [illegible] টালিগঞ্জের দিকে চললো। এদিকে আমাদের অন্যান্য [illegible] বাগানে রাত্রিরের আমোদ আহ্লাদের চেষ্টা দেখ[illegible]গলেন।

আহা! এই জগৎ মুগ্ধকারিণী সুরার কি অপূর্ব্ব মোহিনী শক্তি! কি ভয়ঙ্করী ক্ষমতা! কি ভীষণ প্রতাপ! ইহার মোহিনী শক্তি প্রভাবে কতশত যুবক অসমর্থ পিতামাতাকে অনায়াসেই ভুলিয়া গিয়া আপন বৃথা সুখান্বেষণে সতত বিচরণ করিতেছেন; কতশত যুবক আপন বনিতা ও শৈশবাবস্থ পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া কাল্পনিক সুখে উন্মত্ত হইয়া রহিয়াছেন; কতশত যুবক অসময়ে অমূল্য জীবন রত্ন বিসর্জ্জন দিয়া স্বীয় দুর্ভাগা অনাথা সহধর্ম্মিণীকে একেবারে অপার দুঃখার্ণবে ভাসাইয়া দিতেছেন; কতশত তরুণ বয়স্ক ব্যক্তিবর্গ অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া তদীয় অল্পবয়স্কা স্বামীমর্ম্মানভিজ্ঞা পত্নীদিগকে দুর্ব্বিষহ ভীষণ বৈধব্যানলে নিক্ষিপ্ত করিয়া আজীবন দগ্ধ করিতেছেন এবং এইরূপ আরও কতশত ব্যক্তি যে কত ভীষণ ভীষণ বিসদৃশ ঘটনা সমূহের অবতারণা করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আজকালের অনেক নব্য সম্প্রদায় ভুক্ত অজ্ঞ ব্যক্তি মনে ভাবিয়া থাকেন, যে সুরা পান ব্যতিরেকে সমাজে সভ্য মাননীয় ও গণ্য হইবার উপায় নাই। অধুনা এই উনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটনীয় সভ্যতা প্রভাবে এ কথা কতক পরিমাণে সত্য হইয়া দাঁড়াইতেছে বটে, এই জন্যই আজকাল প্রায় সকল যুবক দলেই সুরাপান প্রচলন বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, আর যেখানে ইহা অদ্যাপি হয় নাই, তথায় পরে হইবে—ছোট লাট টমসনের কৃপায় খোলা ভাঁটীর প্রথা দ্বারা নিশ্চয়ই হইবে। এই কারণেই আজকাল সমাজ দিন দিন প্রগাঢ় পঙ্কে নিমগ্ন হইতেছে। এক দিকে যেমন আশু সুখ-প্রয়াসী সুরাপানাসক্ত ব্যক্তিবর্গ আপন

বনিতা ও সন্তানগণকে বিস্মৃত হইয়া, তাহাদিগকে একেবারে দুঃসহ যন্ত্রণা-সাগরে নিক্ষিপ্ত করিয়া কেবল বেশ্যা লইয়াই মত্ত হইয়া থাকেন, কেবল বেশ্যার পদসেবা করিয়াই জীবন ধারণ করেন; অন্যদিকে উক্ত ব্যক্তিদিগের বনিতাগণও অকাশং দুরন্ত দৈন্য দশায় পতিত হইয়া ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য করিতে করিতে জীবন অতিবাহিত করেন, অনেকে আবার এই দুরন্ত দৈন্য দশা ও পতি-বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া কত নিন্দনীয়, কত গর্হিত, কত অসৎ কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিয়া সমাজ-তরুর কত বিষময় ফলই উৎপাদন করেন, তাহা বলা যায়না। এখনও দেখা গিয়া থাকে যে, কোন কোন যুবতী রমণী এই দারুণ স্বামী-বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া পরপুরুষানুরাগিণী হইয়া ব্যভিচার দোষ-স্রোতে দেশ প্লাবিত করেন, কোন কোন সাধ্বী পতিব্রতা কামিনী এই অসহনীয় ভীষণ বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে অক্ষম হইয়া দুণায় উদ্বন্ধনাদি দ্বারা আত্মঘাতিনী হইয়া জীবনের অসহ্য যন্ত্রণার অবসান করিয়া থাকেন। কিন্তু হায়! ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয়, কি ভয়ানক আক্ষেপের বিষয় যে, যে সমস্ত ব্যক্তি এইরূপ সুরাপানাসক্ত ও বেশ্যাভক্ত হইয়া কত বিসদৃশ ঘটনার অবতারণা করিতেছেন, সংসারের কত অনিষ্ট সম্পাদন করিতেছেন, কত ভীষণ ভীষণ গুরুতর পাপানুষ্ঠানে বঙ্গীয় সমাজকে কলঙ্কিত করিতেছেন, আপন বনিতাদিগকে নিরলঙ্কারা ও নিরাভরণা এবং নিতান্ত দৈন্য দশায় নিক্ষিপ্তা করিয়া, কেবলমাত্র বেশ্যাদিগকে সুসজ্জিত করিয়াই পরম সুখে কাল যাপন করিতেছেন; যাঁহাদিগের সহধর্ম্মিণীরা কাঙ্গালিনীর

ন্যায় অন্নের নিমিত্ত পরের দ্বারে ভিক্ষা করিতেছে, পরগৃহে অতি নিন্দনীয় পাচিকা কার্য্যে নিযুক্তা হইতেছে; যাঁহাদিগের তনয়গণ অর্থাভাবে বিদ্যালাভে বঞ্চিত হইয়া চিরকাল মূর্খ হইয়া রহিয়াছে, পরিধেয় বসনাভাবে অনাথের ন্যায় জীর্ণ মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়াই কাল কাটাইতেছে, অন্নাভাবে গভীর আর্ত্তনাদ করিতেছে; যাঁহাদিগের অবলা ভার্য্যারা পতি-বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া নানাবিধ পাপাচরণ করতঃ সমাজ কলুষিত করিতেছে; যাঁহাদিগের পতিরতা সতী বনিতারা স্বামী-বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া উদ্বন্ধনাদি দ্বারা হৃদয়ের জ্বালা নিবারণ পুরঃসর পতিব্রতার প্রমাণ দিতেছে, তাঁহারাই আবার দেশ বিদেশে সভ্য, জ্ঞানী ও ভদ্র লোক বলিয়া পরিচিত হইতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন, তাঁহারাই আবার সদাশয় ও সকরুণ লোক বলিয়া সমাজে খ্যাত হয়েন! ধন্য কলি! ধন্য কালমাহাত্ম্য! ধন্য ব্রিটনীয় সভ্যতা! কিন্তু ধর্ম্মতঃ তাহারা কি ভদ্র ও জ্ঞানী পদবাচ্য হইতে পারে? সমাজের লোকের চক্ষে ধূলি প্রক্ষেপ করিতে পারে বলিয়া কি তাহারা ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইবে না? নিশ্চয়ই সাধু জগতে তাহাদের আত্মা কলুষিত, কার্য্য ঘৃণিত, জীবন পশু অপেক্ষাও হীন। যাহারা মানব জন্ম ধারণ করিয়া সামান্য পশু অপেক্ষাও অধম হইল, সামান্য পশু অপেক্ষাও নিন্দনীয় হইল, তাহাদের আর এরূপ বৃথা সভ্য, ভদ্র, জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত হওয়া কেন? এরূপ নামমাত্র সদাশয় বলিয়াই বা অসার জীবন ভার বহন করা কিজন্য? তাহাদের মৃত্যুই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর, নতুবা তাহাদিগের আর দ্বিতীয়

ঔষধি দেখা যায় না। জগদীশ! আপনি কতদিনে যে কৃপা-কটাক্ষ করিয়া এ অধম সন্তানগণকে এ সমস্ত হইতে নিষ্কৃতি দিবেন, তাহা ত কিছুই বলিতে পারি না।

এদিকে বেলা দশটা না বাজতে বাজতেই আমাদের মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্নান করে এসেছেন, এবং সকাল সকাল আহারাদি করে বেলা ১১টার মধ্যেই আপনার ঘরে শুয়ে ঘুমুচ্ছেন। ক্রমে বেলা ১১টা বেজে গেল। ছোটবাবু আমাদের এখনও ঘুমুচ্ছেন, আজকে তাঁর আর ঘুম ভাংচে না। এদিকে সকলের খাওয়া দাওয়া হলো। মেয়েরা খেতে পাচ্চে না বলে গিন্নি নিজেই ছোট বাবুর ঘরে গে, "বাবা! সুরেন! বাবু সুরেন! ওটো ব্যালা ঢের হয়েচে," বলে ছোটবাবুকে ডাকতে লাগলেন। মার ছোট ছেলে কিছু বেশী আদরের হয়, তজ্জন্যই আমাদের ছোটবাবু গিন্নির কিছু বেশী আদরের ছেলে ছিলেন, গিন্নি তাঁকেই কিছু বেশী ভাল বাসতেন। ছোটবাবু মার ডাকেতে উঠলেন, উঠিই মুখ হাত ধুয়ে একটু ফুলোল তেল মেখে নাইতে গেলেন। অল্পক্ষণ পরেই ছোটবাবু নেয়ে এলেন। নেয়ে এসে কাপড় ছেড়ে সিঁতেটি কেটে কিছু জলযোগ কল্লেন। তার পর ভাত খেতে বসলেন, বড় বৌ ঠাকরুণ ব্যঞ্জন দিয়ে যেতে লাগলেন।' বড় বৌ ঠাকরুণ আজকে সুবিধা পেয়ে আমাদের ছোটবাবুকে অনেক বেলা অবধি ঘুমোবার দরুণ দুচারটে ঠাট্টা তামাসা কর্ত্তে ছাড়লেন না। কিছুক্ষণের পর ছোটবাবু খেয়ে উঠলেন; খেয়ে উঠে আপনার ঘরে গে ডিপেটি খুলে পান খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। ছোটবাবুর খাওয়াব পর বাড়ীর মেয়েদের

ও চাকর দাসীদের খাওয়া হলো। মেয়েরা যে যার ঘরে গে শুয়ে পড়লো। চাকর দাসীরাও যে যার নিজের নিজের কাযকর্ম্ম দেখতে লাগলো।

ওদিকে আমাদের বড়বাবু ও মেজবাবুর গাড়ী বেলা ১০।টার পরেই কলিকাতায় ঢাকাইপটীতে গে উপস্থিত হলো। তাঁরা গাড়ীর ভিতর থেকে নাবলেন, মামা গাড়ীর কোচবাক্স থেকে নাবলো, ছেলেরাও সব নাবলো। তারপর তাঁরা সব এক দোকানে গে কাপড় পছন্দ করে করে কিনতে লাগলেন। ঢাকাইওয়ালা মহাশয়রা ভাটপাড়ায় গুরুঠাকুরদের মত তেলক কেটে ও কুঁড়োজালি হাতে করে ভড়ং করে বসে আছেন। ভক্তরা গেলেই "ওরে ঝি তামাক সাজ" বলে তামাক খাওয়ান। কেউ কেউ এক আদটা পানের খিলিও দিয়ে থাকেন। বাবুদের মেজাজ আগে ঠাণ্ডা করে তারপর এক কোপে কাটেন আর কি। আমাদের বাবুরা সব ফর্দ্দ মত ঢাকাই কাপড়গুলি পছন্দ কল্লেন এবং তৎপরে বিদ্যাদিগ্‌গজ দোকানদার মহাশয়কে দামের কথা জিজ্ঞাসা কল্লেন, দোকানদার মহাশয় দাগ দেখে দেখে দাম ফেলতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, "মহাশয়! আমার দাগের শএগারো করে বাদ"। আমরা এত বড় হয়েছি তবু এই ঢাকাইওয়ালা মহাশয়দের দাগের ভাবটা কিছুই বুঝতে পারলাম না; যিনি বলেন "আমার দাগের শএগারো বাদ" তাঁকে কাপড় বুঝে ১৫, ১৬, ২০ পর্য্যন্তও বাদ দিতে দেখা গিয়াছে। এঁদের দাগের মর্ম্মের বলিহারি যাই! দোকানদার মহাশয়ের সঙ্গে অনেক তর্কবিতর্ক ও বাক্‌বিতণ্ডার পর ১৪ করে বাদ দে সব

কাপড় কেনা হলো! রামা কাপড়ের মোটটি গাড়ীর ভেতর রাখলে এবং তাঁরা সকলে পুনরায় গাড়ীতে উঠে পগেয়াপটীর দিকে চল্লেন। ক্ষণেক পরে তাঁরা তথায় এসে উপস্থিত হলেন এবং গাড়ী থেকে নেবে এক মাড়োয়ারীর দোকান থেকে দরকার মত সব বিলিতি কাপড়, চাদর, থান, নয়নসুক, মাটাবালান, সাদা ধুতি ইত্যাদি কিনলেন এবং তৎপরে মুরগিহাটা হতে নানাবিধ সুগন্ধি ও ফিতা, সাবান কিনে বেণ্টিং ষ্ট্রীটে জুতো কিনতে গেলেন।

পাঠকগণ! আপনাদের বোধ হয় স্মরণ আছে যে ছোট লোকেরা সব আজকে কাপড় কিনতে আসবে। আজকে পগেয়াপটীর ধারে, চকের ধারে ভারি ভিড়। যত সব ইতর লোকেরা পালে পালে কাপড় কিনতে আসচে। এদিকে বর্গাতুল্লা, তেনকে, জমিরউদ্দিন, রোমজানের বাপ প্রভৃতি অনেক চাচারা সুবিধা পেয়ে নানা রকম তৈয়িরি জামা, টুপি, ছেলেদেব খেলো সাটিনের ঘাগরা, রঙ্গিন ছোট বড় ইষ্টাকীন, রুমাল এই সব নিয়ে ইতর লোকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তাদের একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দিচ্চে। ছোট লোক-দের মধ্যে অনেকে প্রায় কলিকাতায় আসে না, আর এ সব জিনিষের দরও জানেনা, কাযেই তারা ভয়ে গায়ের চেয়ে ছোটই হউক আর বড়ই হউক, জামা ঘাগরা বেশী দাম দিয়েই নিচ্চে। কেউ কেউ তসরের দোকানে গে পাড়ওয়ালা তসর কিনচে, কেউ চকের ভেতর গে• আর্সি, মাথার ফিতে, মালা, ঘুনসি ও বিলিতি মুক্তোর নোলোক কিনচে; কেউ কেউ বিলিতি কাপড়, চাদর, থান, মাটাবালাম কিনচে, কেউ

কেউ কোরমাথান লাল কস্তাপেড়ে সাড়ী, বাগ্দীডুরে, নিলাম্বরী সাড়ী, কিরণশশী ক্রেপ এই রকম কাপড় কিনচে; কেউ কেউ বা ফিরিওয়ালার কাছে মাথাঘসা ও তেলের মসলা কিনচে, আর কেউ কেউ বা এই সময়েই নূতন তালা, চাটু, খুন্তি, এই সব জিনিষ কিনচে, ইতুরে কাণ্ডই আলাদা। ইতর লোকেরা সব ত কাপড় ও অন্যান্য দ্রব্যাদি কিনে কেউ কেউ চকের ভেতর ও কেউ লালবাজারে নেড়েদের দোকানে জুতো কিনতে গেল। দুচারজন চকের ভিতর এক দোকানের কাছে উপস্থিত হবামাত্রই "আমার দোহানে আইসেন, আমার দোহানে আইসেন" বলে যত চাচারা দোকান থেকে গলা বাড়িয়ে খেঁকি কুকুরের মত তাদের তেড়ে এলো। একজন চাচা উঠে এসে "আইসেন কর্‌তা" বলে তাদের জন-দুত্তিনকে টেনে নে গিয়ে একখানা আঁব কাটের বেঞ্চির ওপর বসতে দিলে। চাচা তারপর জিজ্ঞাসা কল্লেন, "কি জুতা লইবেন"? তারা "ডবল ইস্প্রিং বারনিস জুতো দাও" বলবামাত্রই চাচা অমনি তাকের ওপর থেকে একজোড়া বার করে বল্লেন, "এই ফরমাজে হুট চামড়ার জুতোটা দ্যাহেনদিকি"। তারা জুতো দেখে পায় হবে কি না বলাবলি কচ্চে, এমন সময় চাচা বল্লেন, "পিনে ল্যান্‌না কর্‌তা!" তারা জুতো পায় দে দেখলে পায় ঠিক হলো এবং চাচাকে দর জিজ্ঞাসা কল্লে। চাচা বল্লেন, "দর কর্ব্ব্যান কি ঠিক কইবো?" তারা বল্লে "ঠিক বল, দর আর করবো কি?", চাচা বল্লেন, "দর কর্‌ল্যান ত চার টাহা, তা নইলে তিন টাহা বার্‌ আনা লইবো।" তারা ত এই দর শুনে একেবারে চম্‌কে উঠলো। কেউ বলতে

লাগলো, “চলো আর এক দোকানে দেখিগে।” এই শুনেই চাচা তাদের টেনে ধরে বলতে লাগলেন, “কর্‌তা যান কোতা? দরটা বলে যান কর্‌তা।” তারা বল্লে, “পাঁস্‌সিকে দিতে পারি,” এই কথা বলতেই “দ্যান কর্‌তা টাহা দ্যান” বলে চাচা টাকা চাইলেন। তারা টাকা বার করে দিলে, চাচা টাকা নিয়ে একখানা জুতো তাদের হাতে দিলেন, তারা একখানা জুতো দেখেই একেবারে অবাক্ হয়ে পড়লো, চাচাকে বল্লে, “চাচা য়্যাকখানা জুতো যে”? চাচা বল্লেন, “য়্যাকখানা জুতার দাম দিছেন কর্‌তা, দুইখানা কিস্যা পাইবেন? আর য়্যাকখানার দাম দ্যান, জুতা দিচ্চি।” তারা এই শুনে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। অবশেষে অনেক ঝগড়া টগড়ার পর আর একটী টাকা দে জুতো জোড়াটি নে চলে গেল। এই রকম কত দোকানে কত ছোট লোক যে জুতো কিনচে, তা আর বলা বাহুল্য। এই রকমে তারা সব ত জুতো কাপড়চোপড় কিনে যে যার বাড়ীতে ও বাসায় প্রত্যাগমন করতে লাগলো।

এদিকে আমাদের বাবুদের গাড়ী সোয়ালো লেনের ভিতর দে বেরিয়ে ওরিয়েণ্টেল ব্যাঙ্কের কাছ দে, রাইটার্স বিল্ডিংয়ের ধার দে, স্মিথ ষ্ট্যানষ্ট্রীট, হ্যারল্ড, ও নিউম্যান কোম্পানির বাড়ীর পাশ দে, করেন্সি ও টেলিগ্রাফ আপিসের নিকট দে ম্যাঙ্গো লেনে ঢুকলো, তৎপরে বেণ্টিং ষ্ট্রীটে উপস্থিত হলো। যখন গাড়ী রাস্তা দে আসছিল, তখন ছেলেরা সব কেউ গাড়ীর ভেতর থেকে গলা বাড়িয়ে, ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রাইটার্স বিল্ডিং দেখে জিজ্ঞাসা কচ্ছে, “বাবা! একটা মস্তো বাড়ী দ্যাকো।”

"কাকা! এই বাড়ী কার?" টেলিগ্রাফের তার দেখে জিজ্ঞাসা কচ্ছেল, "বাবা! এগুলো কি? এর মাতায় য়্যাতো তার ক্যানো?" কেউ লালদিঘি দেখে জিজ্ঞাসা কচ্ছেল, "কাকা! য়্যাকটা কত বড় পুকুর দ্যাকো, এ কার পুকুর কাকা?" বাবুরাও প্রত্যেকের উত্তর দিচ্ছেলেন। এই রকম ছেলেদের সব বুঝিয়ে দিতে দিতে গাড়ী ত বেণ্টিং ষ্ট্রীটে এসে উপস্থিত হলো। তাঁরা গাড়ী থেকে নেবে এক চীনের দোকান থেকে জুতো কিনে বাড়ী আসবার উদ্যোগ কত্তে লাগলেন। সন্ধ্যার সময়েই তাঁরা বাড়ী ফিরে এলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও গিন্নি সব কাপড় ও জুতো দেখতে লাগলেন এবং কোন্‌খানি কার, কোন্ জোড়াটি কার, এই সব জিজ্ঞাসা কর্ত্তে লাগলেন। বড়বাবু তাঁদের কথায় উত্তর দিতে লাগলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে গেল, মুখোপাধ্যায় মহাশয় আপনার ঘরে সন্ধ্যা কর্ত্তে গেলেন, গিন্নিও রান্নাঘরে রান্নার উদ্যুগ দেখতে লাগলেন। ছেলেরা সব এসেই,—তাদের সমস্ত দিন বাহ্যে প্রস্রাব বন্দ ছিল,—কেউ দৌড়ে বাহ্যে কর্ত্তে গেল, কেউ আঁস্তাকুড়ের কাছে বসে কল কল করে মুত্তো লাগলো, কেউ বা ক্যাঁত ক্যাঁত করে ঘটিখানেক জলই খেতে লাগলো। তৎপরে সকলে শুয়ে পড়লো। ক্রমে রাত্রি হয়ে এলো। বড়বাবু, মেজবাবু ও ছোটবাবু খেতে বসলেন।

বাবুদের সব খাওয়া হয়ে গেল, তাঁরা আঁচিয়ে যে যার ঘরে গেলেন। বড়বাবু ও মেজবাবু আপনার আপনার ঘরে গে শুয়ে শুয়ে গুড়গুড়ীতে তামাক খেতে লাগলেন। ছোট বাবুও তাঁর নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে একটা চুরোট ধরিয়ে

টানতে লাগলেন। কর্ত্তাও খেয়েদেয়ে ঘরে শুয়ে তামাক খেতে লাগলেন। বড়বাবু, মেজবাবু, ছোটবাবু এবং কর্ত্তার খাওয়ার পর বাড়ীর মেয়েদের ও চাকর দাসীদের খাওয়া হয়ে গেল। বড় বৌ, মেজ বৌ, ছোট বৌ যে যার আপনার২ ঘরে গে শুলেন, গিন্নিও সরোজিনীকে সঙ্গে করে নিয়ে নিজের ঘরে শুতে গেলেন। সেজ বৌ ঠাকরুণ আপনার ঘরে গে শুয়ে পড়লেন, চাকর দাসীরাও যে যার জায়গায় গে শুয়ে পড়লো। রাত্রি এখন প্রায় ১০।১১টা। ক্রমে রাত্রি অধিক হয়ে এল। ক্রমে দেখতে দেখতে রজনী অত্যন্ত গভীর হল।

ক্রমে রাত্রি অবসান হয়ে এলো। শশধর স্বকীয় কার্য্য সমাপন করিয়া স্বীয় অস্তাচলাশ্রমে গমন করিলেন। তাঁহার গমনে তদীয় সহচর গ্রহনক্ষত্রগণও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্তর্হিত হইতে লাগিলেন। প্রণয়াস্পদা কুমুদিনী সমস্ত রাত্রি আনন্দে যাপন করিয়া এক্ষণে প্রাণনাথের বিচ্ছেদে মলিনা হইলেন। প্রভাতকালীন সমীরণ নানাবিধ কুসুমের সুগন্ধ লইয়া চারিদিক আমোদিত করিতে লাগিল। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি যাবতীয় জীবজন্তুগণ এতক্ষণ সুষুপ্তির ক্রোড় আশ্রয় করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছিল, এক্ষণে সকলে জাগ্রত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। ক্রমে দিবাকর পূর্ব্বদিগ্‌ভাগ আলোকিত করিয়া অপূর্ব্ব কিরণ বিস্তার করতঃ প্রকাশ পাইলেন।

আজ ষষ্ঠী। আজ সমস্ত বঙ্গদেশই আনন্দসাগরে ভাসমান হইতেছে। কি ধনী, কি দরিদ্র, কি মধ্যবিৎ, কি বৃদ্ধ, কি

যুবা কি বালক, কি শিশু সকলেই আজ আহ্লাদে মত্ত হইয়াছে, কেবল পুত্র-শোক-কাতরা জনকজননী, পতিহীনা দুর্ভাগা বিধবা আর যাঁহারা প্রতি বৎসর পূজা করিয়া থাকেন কিন্তু দৈন্যদশা বা অন্য কোন কারণ বশতঃ এ বৎসর মাকে আনয়নে অসমর্থ হইয়া তদীয় শ্রীচরণ দর্শনে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাঁহারাই ও এবম্বিধ লোকেরাই কেবল আজ হতাশান্তঃকরণে আক্ষেপ ও বিলাপ করতঃ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন, তাঁহারাই কেবল আজ এই সুখময়ী ষষ্ঠীকে দুঃখপূর্ণা দেখিতেছেন; নতুবা আজ বঙ্গে কি সুখের দিন উপস্থিত! আজ কতশত লোক, গুরু, পুরোহিত, দীন, দরিদ্র, নিঃসহায়, অন্ধ, আতুর প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গকে যথাসাধ্য অর্থ ও বস্ত্রাদি বিতরণ করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তিলাভ করিতেছেন। আজ কতশত লোক বহুদিন প্রবাসের পর স্বদেশে আসিয়া স্ত্রীপুত্রাদি পরিজন বর্গ ও বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনের সহিত মিলিত হইয়া কতই আমোদ আহ্লাদ করিতেছেন। কি ধনী কি দরিদ্র আজ সকলেই স্ব স্ব কার্য্য হইতে নিরস্ত, সকলেই উৎসবে মত্ত হইয়াছে। এমন সুখময় সময় আর নাই।

আমাদের ভবানীপুরের পূজো বাড়ীতে সব আজ ভারি ধুম। পূজো বাড়ীর কর্ত্তাদের সব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে এর মধ্যে গলা ভেঙে গেছে। যত বিষ্ণুপুরের ঠাকুররা দুতিন দিন আগেই ভর্ত্তি হয়ে গেছেন। তাঁদের মেঠাইয়ের ব্যাপার সব আজ প্রায় শেষ হয়ে এলো, কাল থেকে তাঁদের কেবল লুচি ভাজা আর কানেয়ে ঠেলতে হবে আর কি। আজ কুটুম্ব ও আত্মীয়দের ছেলে মেয়েতে পূজো বাড়ী ভেড়ার খটীর মত

গিস গিস কচ্চে। বাড়ী রীতিমত করে সাজান হচ্চে; দালানের সুমুখে ও সদর দরজার কাছে কলা গাছ ও পূর্ণ ঘট এবং আঁব পাতার মালা টাঙানো হয়েছে। পূজো বাড়ীর সকল লোকই ভারি ব্যস্ত। কেউ সাবেক ফর্দ্দ দেখে নেমোন্তন্নোর ফর্দ্দ করে দিচ্চে; কেউ ঘড়াঞ্চির ওপর দাঁড়িয়ে ঝাড় লণ্ঠন, ও দ্যালগিরি টাঙাচ্চে; কেউ খাঁড়াখানা বার করে চোকাচ্চে, কেউ হাড়িকাট পোতা নিয়ে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হয়ে বেড়াচ্চে; কেউ বাড়ীর চারিদিকে আস্তো শশা, আস্তো কলা, আস্তো বাতাবি লেবু, আস্তো আক প্রভৃতি রচনা টাঙাতে আরম্ভ করেচে। মাগীরা সব বরণডালা, মুংলি ভাঁড়, পঞ্চ বর্ণের গুঁড়ি, পিটুলির শ্রী, এই সব মেয়েলি কাযে ব্যস্ত হয়ে রয়েচে, কেউ কেউ এইবেলা ভাঁড়ার থেকে কিছু২ জিনিষ পত্তোর সব বার করে সংগ্রহ করে লুকিয়ে রাখচে। কোথাও খান আষ্টেক দশ বড় বড় বঁটি পড়ে গেছে, নতুন গিন্নি, পদ্মোর মাসী, হাবার মা, বোকার পিসি, গোবরার দিদি, গুমি, কাদো তারা, সামা প্রভৃতি পাড়ার মাগীরে তরকারি কুটচে; কোথাও পাড়ার নাপতে বৌ, ময়রা ঝি, দনার মা, তাঁতি মেয়ে প্রভৃতি মাগীরে সব আঁস বঁটি নে মাছ কুটতে বসে গেছে; কোথাও পাড়ার গয়লা বৌ, ক্ষ্যান্তোর মা, রেবতী, তেলি বৌ, প্যাইরি বোষ্টুমি, হরের মা, গোবিন্দোর দিদি প্রভৃতি আদ বুড়ো মাগীরে কত্তাদের আমোলের বড় বড় জকদল পাথরের সিল নে বাটনা বাটতে লেগে গেচে; কোথাও দিদিবাবু, কুসোম, নতুন বৌ, পদ্মাবতী, বিরাজ, আত্তোর, আন্নাকালী, ছোট পুঁটী, খিরি প্রভৃতি পাড়ার ও আত্মীয়

কুটুম্বের বৌ ঝিরা সব কেউ ঘোমটা খুলে, কেউ আধ ঘোমটা দে (কারুর বা ঘোমটার ভেতর থেকে নোলোকটী দেখা যাচ্ছে) পান সাজতে, সুপুরি কাটতে ও এলাচ ছাড়াতে বসে গেচে; কোথাও গ্রাম সম্পর্কের ছোট দিদি মা, সেজ জ্যাঠাই, নথুড়ীমা, তারা মাসী, ব্যান ঠাকরুণ প্রভৃতি বিধবা স্ত্রীলোকরা হেঁসেলের ব্যাপার নে ব্যতিব্যস্ত হয়ে বেড়াচ্চেন; কোথাও বা বাড়ীর গিন্নি তাঁর মেজ বৌকে ডেকে বলচেন, "মেজ বৌ মা! তুমি ম্যাকশ বারি অতো আগুণ তাতের কাচে থেকোনা, কাঁচা পোয়াতি অতো আগুণ তাত লাগলে অসুখ হবে"; কোথাও বা তারার মা কাল পুঁটীকে কোলে করে কার কার বাড়ী মেয়ে নেমোন্তোন্নো কর্ত্তে যেতে হবে. তারির কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্য গিন্নিকে খুঁজে বেড়াচ্চে। কোথাও বৌ ঠাকরুণ শাশুড়ীকে ডেকে জিজ্ঞাসা কচ্চেন, "হাঁ মা! টোপা বড়ির হাঁড়িটে কোতায়?" কোথাও কোন বউ বাড়ীর কোন ছেলে কি অন্য পুরুষ বিশেষ কার্য্য বশতঃ তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর আসচে দেখেই ঘোমটা দিয়ে এক কোণে সরে গিয়ে দ্যাল ঠেসা হচ্চে; কোথাও কোন কামিনী রাগ ভরে তাঁর ছোট ছেলের পিটে শখানেক চাপড় বসিয়ে দিচ্চেন, আর ছেলে বেটা জটায়ুর মত হাঁ করে কেঁদে বাড়ী মাথায় করে তুলচে। কোথাও জানার পো, মোষের পো, ঘোড়ার পো, মাইতির পো, ভুঁয়ের পো, ঘোষের পো ইত্যাদি জোন পাঁচ সাত লোক একটা মস্তো পুরোনো ছেঁড়া পাল নে টানাটানি ও চ্যাচাচেঁচি কচ্চে, আর দুএকজন মাঝে২ বলে উঠছে, "ও মাইতির পো! ইখান দিয়ে হুকরে অর

ভিতর দে উইখানে হুকরনা, তবে ত হি হবে”। কোথাও পাড়ুইয়ের পো কলসি কলসি পুকুর জল আর ঝোড়াখানেক গোবর নে একগাছা মুড়ো খ্যাংরা দে সব ঝেঁটুতে আরম্ভ করচে; কোথাও পাড়ার সরকারি “মাষ্টার” সরকারি “খুড়ো” সরকারি “ঠাকুদ্দা” সরকারি “দাদা” ও সরকারি “রাজা” প্রভৃতিরা হৈ হৈ করে বাড়ী সরগরম করে তুলচে। এঁদের এই দেখচ এ বাড়ী, আবার আর এক বাড়ী গে দেখ সেখানেও এই রকম কচ্চেন, এঁরা কলির সর্ব্বব্যাপী জগদীশ্বর। কোথাও বা পাড়ার ইয়ং ছোকরা বাবুরা, কাল রাত্তিরে বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের বাড়ী গাওনা আছে বলে বসে বসে কেউ হারমোনিয়ামে সুর দিচ্চেন, কেউ তানপুরার জুড়ি মিলিয়ে ঠিক কচ্চেন, কেউ বা বেয়ালার তাঁত চড়াচ্চেন। কোথাও বা হেবো, ভোঁদা, গুয়ে, মতে, নন্দে প্রভৃতি ছোট২ ২।৪জন ছেলেদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের দলের অপর দুএকজন ছেলের মুখে দড়ির লাগাম করে, বাঁ হাত দে টেনে ধরে ডান হাত দে তাকে ছিপটি মাচ্চে২ তার পেছোনে২ দৌড়ুচ্চে। কেউ নতুন জুতো হারিয়ে কাঁদতে২ বাড়ীর দিকে চলেচে, কেউ কেউ ভেন ঘরের কাছে গে ঠাকুরদের জিলিপি তোয়ের করা দেখচে, কোথাও বা [illegible] পাকাচুলো বুড়োরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নল পাকিয়ে [illegible] খেতে খেতে কর্ম্ম কর্ত্তাদের সঙ্গে দলাদলির ঘোঁট কচ্চে। এই রকম নানান গোলমালে ও নানা লোকের গতায়াতে [illegible] পুজো বাড়ী ও সর্ব্বত্রই রৈ রৈ কচ্চে। সকল স্থানেই [illegible] গোলমাল আর কোলাহলের শব্দ শোনা যাচ্চে।

ক্রমে ক্রমে বেলা হয়ে গেল। আমাদের বৃদ্ধ গুরুদাসের বাড়ীর সকলে উঠেছেন, উঠে সকলেই বেলা হলো দেখে স্নান কল্লেন,—দ্বিপ্রহর বেলার সময় সকলের আহারাদি হয়ে গেল। বৈকালে বাবুরো সব, কেউ বেড়াতে গেলেন, কেউ কেউ বৈঠকখানায় বহুপ্রবাসের পর গৃহাগত বন্ধুবান্ধবগণের সহিত নানা রকম কথাবার্ত্তা কইতে লাগলেন। ক্রমে রাত্রি উপস্থিত হইল।

ওদিকে সন্ধ্যা হবার পূর্ব্বেই ঢুলিরে সব এসে পূজো বাড়ীতে বাজাতে আরম্ভ করে দিয়েচে, এই শব্দ শুনেই পাড়ার যত ছেলেরা, মাগীমিনষেরা পর্য্যন্ত আনন্দিত হয়ে পূজো বাড়ীতে গে উপস্থিত হচ্চে। ক্রমে সন্ধ্যার পর পূজো বাড়ীতে অধিবাসের উদ্যাগ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে অধিবাস সমাপন হয়ে গেল, পূজো বাড়ীর ভিড়ও কমতে আরম্ভ হলো। দুএক ঘণ্টার পর পূজো বাড়ীর লোকেরা সব খেয়ে দেয়ে কেউ কেউ বসে বসে গল্প কত্তে লাগলো; কেউ কেউ শুয়ে তামাক খেতে লাগলো; কেউ কেউ কালকের দুমোন সোনামাচের ও আদমোন দইয়ের বিষয় ভাবতে লাগলো; কেউ কেউ ঘুমুলো। ক্রমে সকলেই নিদ্রাভিভূত হলো।

এখন সমস্ত নীরব—সমস্তই নিস্তব্ধ। রজনী অত্যন্ত গভীর, চতুর্দ্দিকেই যেন এক মূর্ত্তিমান বিশ্রামই বিরাজ করিতেছেন। হায়! অদ্য ষষ্ঠীর এই নিশীথ সময় কি ভয়ঙ্কর! কি ভীষণ! এই সময় সুবিধা পাইয়া কতশত দুর্ব্বৃত্ত নৃশংস তস্করগণ মাংসাশী রাক্ষসের ন্যায় লোকের সর্ব্বনাশের চেষ্টায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। কত পাপাত্মা পর-স্ত্রী-অনুরাগী

লম্পট পুরুষ স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির আশয়ে চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে। কতশত আশুসুখপ্রয়াসী মদমত্ত সুরাপায়ী ব্যক্তিবর্গ আনন্দ চীৎকার করিয়া পরমাহ্লাদে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। কোন গৃহে বহুদিন প্রবাসের পর গৃহাগত হৃদয়বল্লভের সহিত একত্রে শায়িতা নবীনা যুবতী পরম সুখে মধুর প্রেমালাপ করিতেছে। কোন গৃহে সুরা-পানাসক্ত নবীন যুবক বিকট চীৎকার করতঃ তদীয় নির্দ্দোষী ভার্য্যার প্রতি নানাপ্রকার তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছেন। কোন গৃহে কোন হতভাগিনী কামিনী তৃষিতা চাতকিনীর মত প্রাণ-নাথের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। কোন গৃহে দীর্ঘ বিরহের পর অপূর্ব্ব মিলন, কোন গৃহে বিরহ। কোন গৃহে দুর্ভাগা অনাথা বিধবা হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ ও বিলাপধ্বনি করিতেছে। কোন গৃহে পুত্রশোককাতরা বৃদ্ধা জননী স্বীয় অদৃষ্টে দোষারোপ করতঃ পরিতাপ করিতেছে। কোন গৃহে নবীন যুবক মৃত্যু শয্যায় শায়িত হইয়া রহিয়াছে ও তাহার পরিবার বর্গ কেহ বিষন্ন বদনে, কেহ সজল নয়নে, কেহ শোকাকুলমনে তাহার চারিদিকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কোন গৃহে একমাত্র প্রেমানুরাগিণী সহ-ধর্ম্মিণী জীবলীলা সংবরণ করিয়াছে ও তদীয় স্বামী জায়া-শোকে একেবারে উন্মত্তের ন্যায় হাহাকার ধ্বনি করতঃ জগতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। কোন গৃহ একেবারে নিস্তব্ধ ও নীরব। কোন গৃহে নিদ্রা ভিন্ন আর কিছুই নাই। কোন গৃহে কোন কামিনী তদীয় রোরুদ্যমানা তনয়াকে ক্রোড়ে লইয়া সান্ত্বনা করিতেছেন। কোন গৃহে, গৃহের একমাত্র

কর্ত্তা সংশয়াপন্ন ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া প্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া রহিয়াছেন ও তদীয় স্ত্রী পুত্র-বধূ প্রভৃতি যাবতীয় পরিবারবর্গ বিষণ্ণ মনে তাঁহার চতুঃপার্শে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। উঃ! এই গভীর নিশীথ সময় যেমনি ভয়ানক, যেমনি ভীষণ ও যেমনি শোকাবহ, আবার তেমনি দুঃখদায়ক, তেমনি সন্তোষজনক ও তেমনি আনন্দপূর্ণ। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হলো।

আজ সপ্তমী। পূজো বাড়ীতে সব আজ সকাল থেকেই মহা ধুম লেগে গেচে। পুরোহিত মহাশয়রা এসেই প্রথমে কলা-বউকে স্নান করাতে নিয়ে গেলেন, ঢুলিরে তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে বাজাতে বাজাতে চল্লো, পাড়ার ছোঁড়ারা, কেউ কাঁস্যোর বাজাতে বাজাতে, কেউ ঘড়ি পিট্‌তে পিট্‌তে কেউ কেউ অমনিই সঙ্গে সঙ্গে চল্লো। কলাবৌয়ের স্নানের পর পুরো-হিত মহাশয়রা কলাবউকে কাপড় পরালেন এবং তৎপরে ঘট, কুণ্ডহাঁড়ি, সহস্র ঝারা ও অন্যান্য যাবতীয় দ্রব্যাদি যথা স্থানে সন্নিবেশিত করে পূজো কর্ত্তে বসলেন। পূজো আরম্ভ হলো। ক্রমে বেলা হলো। উজ্জ্বলা, মোহিনী, ভৈরবী, সত্ত্ব প্রভৃতি যত ইতর জাতীয় উড়ো, বেগো ও কড়ে স্ত্রীলোকেরা,— কারুর গলায় হেলে হার, হাতে অনন্ত, পরনে বিলিতি সাদা ধুতি, কারুর গলায় কেটো মালা তাতে জয়ঢাকের মত গোটা দুই সোনার মাদুলি, পরনে তসর, কারুর হাতে বেলোয়ারি চুড়ি ও রূপোর তাবিজ, পায়ে কাঁসার মল, পরনে কটকি চেলি, কারুর হাতে সোনার রাজু, গলায় পাঁচনলি, পায়ে রূপোর মল, পরনে ডুরে সাড়ী,—দলে দলে রাস্তা দে পূজো বাড়ী ঠাকুর দেখতে যাচ্চে! হরে, গোবরা, উদয়, কেষ্টা প্রভৃতি ইতর

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ছোঁড়ারা কোরমাকান ধুতি পরে ছিটের জামা গায় দে, এক একখান রঙ্গিন রুমাল কোমোরে বেঁধে, নতুন জুতো পায় দে রাস্তা দে চলেচে, তাদের কারুরং অনভ্যাস বশতঃ এর মধ্যেই পায়ের গোড়ালিতে মস্ত মস্ত কোস্কা হয়েচে, আর গোড়ালি উঁচু করে, সুবুচুনির খোঁড়া হাঁসের মত নেংচে নেংচে চলচে। কালাচাঁদ, ধর্ম্মদাস, মহেশ, গোবর্দ্ধন, কৈলেস, নিতাই, হারাণ প্রভৃতি যত কলের বাইসম্যান, তাঁতি ও ছুতোর মিস্ত্রিরা— কারুর পরনে কোরমাকান কোঁচান ধুতি, গায়ে ধোপার বাড়ীর ইস্ত্রি করা ডবোলব্রেষ্ট জামা, কাঁধে কোরা দিসি চাদোর ও পায়ে সেকেলে ডি মাকার বগলোস নাগাম মস্ত গোবদা কাঁচা চামড়ার জুতো, কারুর পরনে লাল পেড়ে চোল, গায়ে ছিটের জামা, গলায় নতুন কেটো মালা, কোমোরে গোট, পায়ে লালবাজারের বার্ণিস করা জুতো, কারুর পরনে কোরা লালপেড়ে বিলিতি ধুতি, গায়ে হাতকাটা পিরান, কাঁধে ধোয়া চাদর, পায়ে ঠনঠনের চটি, কারুর পরনে দিসি ধুতি, গায়ে চকের নেড়েদের কাছে কেনা তোয়িরি কামিজ, কাঁধে বিলিতি ঢাকা প্যাটেণ্ট চাদোর, পকেটে রুমাল, দাঁতে মিসি, মাথায় কালীয়দমনের ছোকরার মত হাতখানেক করে লম্বাং চুল, তা থেকে মসলা-ফ্যালা নারকেল তেল গড়িয়ে পড়চে, তারির ওপর আবার আলবার্ট ফ্যাসনের সিঁতে কাটা, পায়ে ডোরাকাটা ইষ্টাকীন ও হুট বার্ণিসের জুতো, কারুর পরনে লালপেড়ে ধুতি, কাঁধে ডুরে চাদ্দর, সুদু পা, কোলে একটা ছেলে, তার গায়ে ও পায়ে চিনেবাজারের কি চকের ধারের তোয়িরি খেলো সাটিনের ঘাগরা ও ইজের, পায়ে দশ পয়সানে

রঙিন ইষ্টাকীঙের ওপর লাল মেরুনোর ঘুণ্টি দেওয়া জুতো, মাথায় পালক দেওয়া তাজ—পালে পালে পূজো বাড়ীতে ঠাকুর দেখতে যাচ্চে। পূজো বাড়ীতে গিয়েই প্রথমে সকলে মাকে প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে নমস্কার কর্চ্চে। আবার যাদের যাদের সঙ্গে ছোট্ ২ ছেলেপুলে আছে, তারা সেই নিরীহ অবোধ অপোগণ্ড শিশুদের ঘাড়টা হুইয়ে ধরে "বাবা নমো করো, ঠাকুরোমো করো" বলে নমস্কার করাচ্চে। এইরূপে নানা লোকের আগমনে এর মধ্যেই পূজো বাড়ীতে লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌লো। শত শত হাড়ী, মুচি, মুগি, জেলে, ডোম, মোঁচাকলা, ডুলে, বাগ্দী, বাউরি, কৈবর্ত্ত প্রভৃতি নীচ জাতীয় গরীবের বৌরা, মেয়েরা, ছোঁড়ারা ও মিনসেরা চিঁড়ে মুড়কি ও নারকেল নাড়ুর আশয়ে সদর দরজার গোড়ায় বসে চেঁ চেঁ লাগিয়েচে। কত বেকার রোজগারহীন, গুলিখোর ভদ্র সন্তানেরা সিধা পাবার আশায় এর মধ্যেই এসে দল বেঁধে দালানের এক পাশে বসে গেচে। মেলাই ত্রিশূলধারী ভৈরবী, কত জটাজুট ও রুদ্রাক্ষধারী নানা ফকির, কত বেকার দরিদ্র ব্রাহ্মণ ও অষ্টদাস এবং রেয়োভাট এসে কিছু পাবার আশায় কর্ম্মকর্ত্তাগণকে নানা রকম আশীর্ব্বাদ করতঃ সদাই আলাপন কচ্চে। এই রকম ক্রমে দশটা বেজে গেল, পূজো বাড়ীতে সব বলিদানের উদ্যোগ হতে লাগলো। মেলাই লোক বলিদান দেখতে দৌড়ে আসতে লাগলো। ক্রমে ঢাক ঝেনে ঝেনে ঝেনাক ঝেনাক ঝাঝেনা ঝেন তাকিতা বলে বলিদানের বাজনা বাজতে আরম্ভ হলো; ক্রমে বলিদান হয়ে গেল। ঘণ্টাখানেক পরে দুএকজন নিমন্ত্রিত ভদ্র লোক কেউ ছেলে

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সঙ্গে করে, কেউ মেয়ে কোলে করে ভক্তি ও মুখে চুরোট লাগলো। ব্রাহ্মণের বাড়ীতে দুএকজন সত আশীবচুরে পাকা খিচুড়ি ভোগ সরবার পরেই খেতে বসে গেছে করে সাদা ধুতি ইংলণ্ডীয় সভ্যতার প্রাদুর্ভাবে অনেকেই দিনের আস্তে আস্তে খাওয়া একেবারে তুলে দিয়েছেন। প্রায় ছো এবং মিনষেরা পূজো পাঠিয়েই কায সারিয়া থাকেন। কেউ জো বাড়ীতে চক্ষু লজ্জার ভয়ে "বেলায় খেলে অসুখ করে" বা। পূজো দেন এইজন্যই আজকাল দিনের বেলায়, কি খিচুড়ি তা কেতা কি সাদা ভোগে তাদের কাহাকেই প্রায় দেখতে পাও হলো। না: পাড়ার দুচারজন পূজুরি ব্রাহ্মণ, ভদ্র গুলিখোর "বাঁড়ুয্যে মশায়" "চাড়ুয্যে মশায়" প্রভৃতিরাই কেবল দিবাভাগের ভোজনের মান রাখিয়া থাকেন, এইজন্যই আজকাল আমরা পূজো বাড়ীর দিবাভাগের ভোজনে প্রায় ভদ্র লোক দেখতে পাই না। আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে আরও কত দেখতে হবে।

ক্রমে দেখতে দেখতে বেলা দুই প্রহর অতীত হয়ে গেল, বেলা একটা বাজে। ব্রাহ্মণের বাড়ীতে যত সব কুমোর, কামার, নাপতে, তাঁতি, বারুই, গন্ধোপ প্রভৃতি নবশাখেরা, ডুলে, বাগ্দী, বৈষ্ণব, গয়লা, চাড়াল প্রভৃতি ইতর জাতেরা ও অনেক ভিক্ষুক, অনাহুত, দরিদ্র লোকেরা মহামায়ীর প্রসাদ খাবার জন্যে দলে দলে আসতে আরম্ভ হলো। বেলা ২।০পর সাদা ভোগ সরলো। জনকতক ব্রাহ্মণ ভোজনের পর, শূদ্রেরা সব গরুপালের মত খেতে বসে গেল। কিছুক্ষণের প শূদ্রেরা সব খেয়ে উঠলো। পূজো বাড়ীরও কতক গোল থামলো।

[illegible] ওপর দাঁড়াইবার আমরা একবার আমাদের বৃদ্ধ [illegible] মাথায় পালক দেওয়া [illegible] কাৎ করিগে। তিনি বেলা নটাদশটা [illegible] ঠাকুর দেখতে যাচ্চে [illegible] দাঁড়াতে (তাঁর বাড়ী পূজা) কত্তাত্ব করে [illegible] থাকে প্রগাঢ় ভক্তি [illegible] উপস্থিত হলেন। তৎপরে স্নান ও সন্ধ্যাহ্নিক [illegible] দের সঙ্গে ছো[illegible] টু শুলেন। বড়বাবু, মেজবাবু এবং ছোটবাবুও [illegible] অবোধ অপো[illegible] টা অবধি এদিক ওদিক বেড়িয়ে বাড়ীতে এসে [illegible] করো, ঠাকুরে [illegible] শুলেন। চারু, নরু, জ্যোতীষ ও সোতীস সকলেই [illegible] নানা লোকে [illegible] ল থেকে টো টো করে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে, মাঝে [illegible] লোকারণ্য [illegible] একবার এসে খেয়ে গেছে মাত্র। বাড়ীর মেয়েদের [illegible] জোন, [illegible] কর দাসীদের সব খাওয়াদাওয়া হয়ে গেচে। বেলা ২।২॥০ সময় বৃদ্ধ গুরুদাস উঠে দরোয়ানকে দে ছোট ছোট ছেলেপুলেদের সব ডাকিয়ে আনালেন। ছেলেরা বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলো, কর্ত্তা তাদের পূজোর কাপড়, সাটিনের জামা ও নতুন জুতো এবং ইষ্টাকীন পরতে বল্লেন। ছেলেরাও কিছুক্ষণ পরেই সাজগোজ করে এলো। তিনি দরোয়ানকে সঙ্গে দিয়ে বাড়ীর গাড়ি করে তাদের দুচার বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে পাঠিয়ে দিলেন।

ক্রমে দেখতে দেখতে দিবাবসান হয়ে এল। পূজো বাড়ীতে সব আরুতির যোগাড় হতে লাগলো। এদিকে পাড়ার ও পাড়া-অন্তরের যত সব ভদ্র বৌরা সম্বৎসরের পর মহামায়ীর মুখ দেখবার জন্যে বড়ই ব্যস্ত হয়ে নিজ নিজ শ্বাশুড়ি দ্বারা কি বিধবা পিসশ্বাশুড়ি দ্বারা কর্ত্তাদের ওপিনিয়ন পাশ করাবার যোগাড় দেখচেন। যত ইয়ং বেঙ্গল ছোকরা বাবুরা ভাল কাপড়, কামিজ ও ডবলব্রেষ্ট জামা পরে ও গায় দে, রঙ্গিন

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ফুল ইষ্টকীন পায় দে হাতে এক এক ছড়ি ও মুখে চুরোট দিয়ে দলে দলে বেড়াতে বেরুচ্চেন। সত্ত আশীবছুরে পাকা চুলো বুড়োরা এক এক মস্ত কোঁতকা হাতে করে সাদা ধুতি পরে চাদোর কাঁধে ফেলে, চটি জুতো পায় দে আস্তে আস্তে রাস্তা দে চলেচে, বেশ্যারা ও ইতর মাগীরা এবং মিনষেরা পূর্ব্বোক্তরূপে সাজগোজ করে পালে পালে পূজো বাড়ীতে আরতি দেখতে যাচ্চে। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হলো। পূজো বাড়ীতে ঘিনতা, ঘিনতা, ঘিনতা গিঘিনাঘিন তাকিতা কেতাগ্‌ গিন তাকিতা বোলে আরতির বাজনা বাজতে আরম্ভ হলো। ক্রমে পূজো বাড়ীতে ছেলে, বুড়ো, মাগী, মিনষেতে থৈ থৈ করতে লাগলো। মেলাই পাড়ার ও পাড়া-অন্তরের ভদ্র লোকের বাড়ীর বৌঝিরা শাশুড়ি, ননদ, বিধবা পিসি, জ্যাঠাই মা প্রভৃতির সহিত আদা ঘোমটা দে আস্তে আস্তে দল বাঁধিয়ে ও পাশ কাটিয়ে খিড়কির দরজা দে পূজো বাড়ীতে আরতি দেখবার জন্য উপস্থিত হচ্চে। মেলাই সুসভ্য ইয়ং নোচ্চা বাবুরা সাজগোজ করে শোণিত-লোলুপ ব্যাঘ্রের ন্যায় শীকারের চেষ্টায় রাস্তায়২ ঘুরে বেড়াচ্চে এবং সুবিধা পেলে পূর্ব্বোক্ত ভদ্র লোকের বউঝিদেরও চুচাট্টে ঠাট্টা তামাসার কথা বলতে ছাড়চে না। মেলাই ছোঁড়ারা মাথায় চাদোর বেঁধে শিস্ দিতে দিতে চলেচে। আমরা এইরূপ স্ত্রী স্বাধীনতা দেখিয়া সে বিষয়ে এখানেই কিছু না বলিয়া আর থাকিতে পারিলাম না, পরে বলিবার ইচ্ছা থাকিলেও তাহার অপেক্ষা আর করিতে পারিলাম না, মনের দুচারিটি কথা এই সঙ্গেই বলিয়া শেষ করি।

আজকাল অনেক সভ্যতাপ্রিয় বঙ্গীয় যুবক স্ত্রীস্বাধীনতার বড়ই পক্ষপাতী। তাঁহারা সকলেই ললনাগণকে পুরুষের ন্যায় স্বাধীনতা প্রদানে বড়ই ইচ্ছুক। কেহই রমণীদিগকে আর পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহেন না। রমণীগণ পুরুষের ন্যায় স্বাধীনভাবে কার্য্য করে, সর্ব্বত্র গতায়াত করে, ইহা সকলেরই একান্ত ইচ্ছা। আমরা স্ত্রী-স্বাধীনতার সম্পূর্ণ বিপক্ষ নহি, তবে এই বলি যে স্ত্রী-স্বাধীনতায় নানা অনর্থ ঘটিয়া থাকে, নানারূপ কলঙ্কপূর্ণ কার্য্যের অবতারণা হইবার সম্ভব। ইদানীন্তন কালের রমণীগণ অতীব অবিশ্বাসী, নিতান্ত অশিক্ষিতা ও অল্প বুদ্ধিমতী, এবং অবলা, তাহারা এইরূপ অস্বাভাবিক স্বাধীনতা পাইলে যে নানারূপ কুকার্য্যে রত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আরও স্ত্রীজাতিকে পুরুষের ন্যায় স্বাধীনতা দিলে অধিক ক্ষতির আশঙ্কা। পুরুষ আপনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করিয়া সমাজের যে ক্ষতি করিতে না পারিয়াছেন, স্ত্রীলোকেরা স্বাধীনতা পাইলে তাহার সহস্র গুণ অধিক ক্ষতি করিবেন সন্দেহ নাই। বুঝিয়া দেখিলে জগতস্থ সমস্ত পুরুষ সংখ্যার মধ্যে তৃতীয়াংশেরও অধিক দুষ্কর্ম্মান্বিত, তৃতীয়াংশেরও অধিক অসৎ, নির্ম্মল চরিত্রের লোক অতি অল্পই দেখা যায়, পুরুষের ব্যভিচার দোষ সমাজে তত অপকারক নয়, তত ক্ষতিজনক নয়; কিন্তু স্ত্রীলোকের পরপতি-সম্ভোগ দোষ চিরকালই ক্ষতির কারণ হইয়া চলিতে থাকে। একবার নীচ ব্যক্তির ঔরসে সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে বংশ পরম্পরায় সে দোষের ফল চলিয়া আসিতে থাকে। যেমন ঔরসে জন্ম হইবে, সন্তানের দেহ ও চিত্তগতি ঠিক তদ্রূপ হইয়া পড়িবে, সৎ কুলের

নারী যদি এইরূপ নীচগামিনী হয়েন, তবে ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? ইহা অপেক্ষা কলঙ্কের কার্য্য আর কি আছে? স্বাধীনতা পাইলে মন্মথ তাড়নায় কোন কামিনী যে এরূপ হইবেন না তাহাতেই বা বিশ্বাস কি? স্বাধীনতা প্রদান করিলেই যে সকল রমণীই এইরূপ হইবেন, ইহাও বলিনা। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, যে অনেক স্থলেই উহা বিষময় ফল উৎপাদন করিবে; অনেক স্থলেই উহা ভীষণ হইয়া দাঁড়াইবে। আমরা পুরুষ, রমণী জাতির মনের সহিত আমাদিগের মন সমান নহে, তজ্জন্য আমরা ইহার ভাল উত্তর দিতে পারিতেছি না; তবে এই পর্য্যন্ত বুঝি যে, কন্দর্প পীড়ন স্বাভাবিক। মদন তাড়িতা যুবতী রমণীগণ অবসর, সুবিধা ও অস্বাভাবিক স্বাধীনতা পাইলে নীচগামিনী হইতে পারেন, ইহা আমাদের বেশ বোধ হয়। সুস্বাদু জলবতী তরঙ্গিনীও লবণাক্ত সাগরে পতিতা হইয়া বিস্বাদ হইয়া থাকে, তবে পূর্ব্ব হইতেই তাহার বাঁধ বাঁধিয়া রাখা কি ভাল নয়? স্ত্রীস্বাধীনতায় শুদ্ধ যে ব্যভিচার দোষই জন্মায় এরূপ নহে, এতদ্ভিন্ন আরও নানা অনর্থ ঘটিয়া থাকে। এইরূপ অস্বাভাবিক স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলে রমণীদিগের মনে এক প্রকার ভ্রম উপস্থিত হয়, তাহা কিছুতেই নিবৃত্তি হয়না। এই ভ্রম-প্রভাবেই তাঁহারা যৎপরোনাস্তি উদ্ধত স্বভাবা হইয়া উঠেন। অখণ্ড ভূমণ্ডলকে সামান্য মৃত্তিকাপাত্রবৎ জ্ঞান ও বাটীর সমস্ত পরিবারদিগকেই তুচ্ছ তাচ্ছল্য করিয়া থাকেন। এই কারণেই তাঁহারা সংসারে নানা বিসদৃশ ঘটনার অবতারণা করিয়া থাকেন। স্বাধীনতার মর্য্যাদা না বুঝিতে পারিয়া

সমাজকে দিন দিন কলঙ্ক সাগরে মগ্ন করিয়া থাকেন। যখন স্ত্রীস্বাধীনতার অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ দোষ লক্ষিত হইল, তবে এক্ষণে ইহার প্রয়োজন কেন? ইহার এত আবশ্যকতাই বা কিজন্য? কেবল দুই চারিজন ভাল হইবে, ইহা ভাবিয়া অপর সমস্তকে নষ্ট করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। অন্ততঃ যতদিন পর্য্যন্ত আপামর সাধারণ নরনারীগণের মধ্যে রীতিমত নীতি-শিক্ষা ও বিদ্যা শিক্ষা প্রচলিত না হয়; ততদিন ইহার বিষময় ফল অনিবার্য্য।

ক্রমে পূজো বাড়ীতে সব আরতি আরম্ভ হলো। মেলাই সভ্য নাস্তিক বাবুরা ও লম্বা দাড়িওয়ালা ব্রাহ্ম ভায়ারা পৌত্তলিক হয়ে আরতি দেখবার ছলে লোকের বৌঝিদের দেখবার জন্যই কেবল সেখানে এসে উপস্থিত হতে লাগলেন। ভটচার্য্যি মহাশয়রা বৃষকাঠের মত দাঁড়িয়ে বাঁহাতে ঘণ্টা ও ডানহাতে পঞ্চ প্রদীপ নিয়ে আরতি কত্তে লাগলেন। ধুনুচির ধোঁয়ে ও তার ওপর আবার ডবোল চামরের বাতাসে চারিদিক ধোঁয়ে ঢেকে গেল। দুএকজন এই ধোঁ সহ্য কর্ত্তে না পেরে চোক রগড়াতে২ দালান থেকে বেরিয়ে এলো। আদঘণ্টার পর আরতি সমাপ্ত হয়ে গেল, ভদ্র লোকের বাড়ীর বৌ, ঝি ও যাবতীয় সমাগত নরনারীগণ নিজ নিজ ভবনে প্রত্যাগমন করতঃ আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সহিত আমোদ আহ্লাদ করিতে লাগিল।

ক্রমে রাত্রি ৮৷৹ বাজলো। ক্রমে২ দুএকজন করে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা পূজো বাড়ীতে আসতে আরম্ভ কল্লেন। পূজো বাড়ীর দালান ব্যাঙ্কের ক্যাশ ডিপার্টমেণ্টের মত টাকা,

আদুলি ও সিকির ঝন ঝন শব্দে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। কর্ম্মকর্ত্তারা পাড়ার দুচারজন সমবয়স্ক লোকদের সহিত দালানে বসে কথাবার্ত্তা কইচেন এবং লোক বুঝে ও প্রণামির স্কেল বুঝে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের সংবর্দ্ধনা কচ্চেন। আজকালের অনেক পুজো বাড়ীরই কর্ম্ম কর্ত্তাদের যেরূপ ব্যবহার, তা সব লিখতে গেলে পুস্তক বেড়ে যায়, তজ্জন্য সংক্ষেপে দুই চারিটী কথা বলিয়াই নিরস্ত হইলাম। আজকাল নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যাঁহারা সিকি ও আদুলি প্রণামি দেন, অনেক বাড়ীর কর্ম্মকর্ত্তাগণই তাঁহাদের সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্তও করেন না, এবং খাওয়া হলো কিনা? কি অমনিই চলে গেল? কিছুরই খোঁজখবর রাখেন না। কেবল প্রণামি লেখবার সময় কর্ত্তাদের সরকার মহাশয়রা অগত্যা একবার মাত্র তাঁদের নামটি জিজ্ঞাসা করে থাকেন। এই অবধিই তাঁহাদের সহিত বাক্যালাপ শেষ হয়ে যায়। যাঁরা এক টাকা দেন, তাঁদের অদৃষ্টে একটু যৎসামান্য খাতির ও দুএকখানা পুরোণ লুচি, দুচিচাটুটি শুকনো বঁদে, হলো বা একটা রসকরা আর খানদুই শক্ত বাসি গজা, এই রকমই ঘটে থাকে। যাঁরা দুটাকা দেন, তাঁদের বিশেষ খাতির করে দোতোলায় লয়ে যাওয়া হয়; ও সেখানে নে গিয়ে খিরেলা, বরপি, ভাল সন্দেশ, দুএকখান কচুরি লুচি ও এক আদটা বেগুণ ভাজা ইত্যাদি উত্তম উত্তম দ্রব্যাদি খাওয়ান হয়। আর খোদ বাবুর পার্টির লোক হলে তার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত;—তাঁদের স্বতন্ত্র বৈঠকখানায় নে গিয়ে পোলাও, কটলেট, চপ, আইস-ওয়াটার ইত্যাদি খাদ্য দ্রব্যাদি খাওয়ান হয়। এই সমস্ত কারণেই আজকাল

অনেকেই বিশেষ আত্মীয়তা না থাকলে কোন পূজো বাড়ীতে নেমোন্তন্নো যান না। কাযেই, যাবেনই বা কি করে, আজ-কালের অনেক কর্ম্মকর্ত্তাদেরই যেরূপ ব্যবহার, যেরূপ আচরণ ও যেরূপ সৌজন্যতা, তাতে আর কেহ কি নিমন্ত্রণ যাইতে পারেন? না যাইতে ইচ্ছা করেন? এই সকল কর্ম্ম কর্ত্তাদের যে এই রকম প্রণামির স্কেল দেখে খাতির করা অর্থাৎ যাঁরা সিকি দেন, তাঁদের কোন খোঁজখবরই নাই, যাঁরা এক টাকা দেন, তাঁদের অমনি একটু খাতির করে দালানের এক পাশেই বাসি লুচি ও দুএকখান শক্ত গজা ইত্যাদি খাইয়ে কায সারেন, আর যাঁরা দুটাকা দেন, তাঁদের ওপরের বৈঠকখানায় নে গে অত্যন্ত যত্নে ও অতি সমাদরে খিরেল্য়া, ভাল সন্দেশ, এই রকম উত্তম উত্তম খাদ্য দ্রব্যাদি খাইয়ে পরিতোষ করেন, তাতে আমাদের স্পষ্টই বোধ হয় যে তাঁরা ছ টাকা আট টাকা প্রণামি পেলে অন্দরমহলে নেগেও মহা সমাদর করে খাওয়াতে পারেন। ধন্য অর্থ। ধন্য তোমার মোহিনী শক্তি!

ক্রমে রাত্রি অধিক হয়ে এল, অনেক পূজো বাড়ীতে আর তত গোল নাই, তত লোকজনের সমাগম নাই। দুএক বাড়ীতে যাত্রা হবার উদ্যোগে মেলাই গোলমাল ও হৈ চৈ হতে আরম্ভ হয়েচে। কোন বাড়ীর বৈঠকখানায় নাচ গাওনা চলেচে, কোন বাড়ীর দালানে দুএকজন লোক বসে গোল-মাল কচ্চে, কোন বাড়ী একেবারে নিস্তব্ধ। ক্রমে দেখতেং রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়া গেল। ক্রমে প্রভাত হইবার উপক্রম হইল। চন্দ্র অস্তগত হইতে লাগিলেন। তারকাগণ ক্রমে নিষ্প্রভ হইয়া বিলীন হইতে লাগিলেন। দুএকটী

বিহঙ্গম আপন কুলায় হইতে বহির্গত হইয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। কুমুদিনী বিরহ-ব্যথায় অতীব সন্তাপিতা হইয়া বিষণ্ণবদনা হইতে লাগিলেন, পূর্ব্বদিকভাগ আরক্তিম হইতে লাগিল; ক্রমে দিনমণি ভূমণ্ডল আলোকিত করিয়া উজ্জ্বল প্রভায় দেখা দিলেন। এইরূপেত অষ্টমী নবমী দুই দিন গত হইল।

অদ্য বিজয়াদশমী। প্রাতঃকালীন পূজাদি সমাপ্ত হইলে ক্রমে অপরাহ্ন হইল। আজ পূজো বাড়ীর লোক সমূহের আর সেরূপ আনন্দ নাই, সেরূপ হর্ষ নাই, সেরূপ উৎসাহ নাই, সেরূপ উল্লাসও নাই; আজ সকলেই নিরানন্দ, সকলেই ম্লান, সকলেই বিষণ্ণ। জনকজননী স্বীয় স্নেহাস্পদা প্রিয়তমা তনয়াকে তদীয় শ্বশুরালয় প্রেরণকালীন যাদৃশ শোক-ভাবাপন্ন হয়েন, যাদৃশ বিষণ্ণ-বদন হয়েন, যাদৃশ উল্লাস-বিহীন হয়েন, আজ পূজো বাড়ীর যাবতীয় পরিবারই তাদৃশ শোক ভাবাপন্ন, তাদৃশ ম্লান ও তাদৃশ বিষণ্ণ হইয়েন। আজ তাঁহাদিগের সকলের মনোমধ্যেই এক অনির্ব্বচনীয় শোক ভাবের উদয় হইতে লাগিল। এদিকে দেখতে দেখতে বেলা ৪৷৷০টে বেজে গেল। পূজো বাড়ীতে সব বরণের উদ্যুগ হতে লাগলো, কিছুক্ষণ পরেই গি, গি, গি, তেগি ঝাঁ, তোগে জাখিনিতা বোলে বরণের বাজনা বাজতে আরম্ভ হলো। পাড়ার ও অন্যান্য নানান জায়গার যত ছুঁড়ী, মাগী, বুড়ী, আদ বুড়ী কেউ কেউ ঘোমটা দে, কেউ আদ ঘোমটা দে, কেউ খোলা মাথায়, সকলেই পূজো বাড়ীতে বরণ দেখতে উপস্থিত হলো। অনেক সুসভ্য ইয়ং ছোকরা বাবুরা সুবিধা পেয়ে এই সময়

আত্মীয়তা করবার ছলে লোকের বৌঝিদের দেখবার জন্যই সেখানে এসে উপস্থিত হতে লাগলো। ক্রমে বরণ হয়ে গেল, কণক-অঞ্জলিও হয়ে গেল। পূজো বাড়ীর গিন্নিরা সব মার কানে কানে আর বৎসরের আসবার কথাটি বলে দিলেন ও তাঁর এবং কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সিংহ, সর্প, ময়ূর প্রভৃতির পদধূলি আঁচোলে করে নে বাড়ীর ছেলেপুলে ও বৌঝিদের মাথায় ঠেকিয়ে দিতে লাগলেন। দুএকজন সমাগত আদ বুড়ী ও বুড়ীরা মার পদধূলি আপন আপন ছেলেপুলে ও বৌঝিদের মাথায় দোবার জন্যে আঁচোলে বেঁধে নে বাড়ীতে চলে গেল। বরণ সমাপ্তির পর ঠাকুরকে বাঁশের আড়ার ওপর চড়িয়ে জনদশবারো মুস্কোহ জুয়ান বাগ্দী ও দুলের কাঁদে ফেলে মহা সমারোহে নিরঞ্জন কত্তে নে যাওয়া হলো। ঢুলিরে সব দিগিন পো, ধিন পো, দিগিন পো, ধিন পো বোলে বাজাতে বাজাতে চল্লো। যত ছোড়া, মাগী, মিনসে, দুবো, বুড়ো, আদ বুড়ো, বালক শিশু সকলেই ঠাকুরের সঙ্গে চল্লো। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে গেল, ঠাকুরকে নৌকায় চড়ান হলো, যত ছোঁড়ারা সব তাড়াতাড়ি হুড়োমুড়ি করে সেই নৌকায় উঠতে লাগলো, ঠাকুরকে চামরের বাতাস দেওয়া হতে লাগলো, এবং মহা সমারোহে নৌকা আস্তেহ যেতে লাগলো।

আহা! বঙ্গে অদ্য কি সুখের দিন উপস্থিত! অদ্য কি আনন্দদায়ক, অদ্য কি মনোহর, অদ্য কি সুখময় দৃশ্য! চতুর্দ্দিকেই যাবতীয় ব্যক্তিবর্গ আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সহিত মিলিত হইয়া কতই আমোদ আহ্লাদ করিতেছেন। সকলে একত্রিত হইয়া পুলকিত মনে কতই বাক্যালাপ

করিতেছেন। অদ্য কি ধনী, কি নিঃস্ব, কি মধ্যবিৎ, কি দীনদুঃখী. কি অনাথ, কি নিঃসহায়, কি বালক, কি যুবা, কি প্রৌঢ়, কি বৃদ্ধ সকলেই আপন আপন সাংসারিক ও পার্থিব চিন্তারাশি বিস্মৃত হইয়া আনন্দসলিলে ভাসমান হইতেছেন। সকলেই আহ্লাদে আপন আপন মিত্রবর্গ ও আত্মীয় স্বজনের বাটীতে গিয়া সকলে একত্রে মিলিত হইয়া পরম সুখে আমোদ আহ্লাদ করিতেছেন। আহা! মায়ের এমনি কৃপা! বিজয়ার এমনি মহিমা! যে উহার প্রভাবে অদ্য লোকে, অন্য কথা দূরে থাকুক, অতি ভীষণ শত্রুগণকেও স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া তদীয় মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছে; চিরপরিত্যক্ত বিষম অনিষ্টকারী ব্যক্তিবর্গকেও সাহ্লাদে প্রণাম করতঃ তদীয় পদধূলি গ্রহণ করিতেছে; আজীবন বৈরি-ভাবাপন্ন লোক নিচয়কেও প্রগাঢ় ভক্তিপূর্ব্বক সাদরে আলিঙ্গন করিতেছে। আজ সকলেই আনন্দিত, সকলেই উল্লাসিত, কাহারও মনে কোন চিন্তার কি ভাবনার চিহ্ন বিন্দুমাত্র নাই। সকলেই পার্থিব চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া, সমস্ত ভাবনা বিস্মৃত হইয়া উৎসবে মত্ত হইয়াছে, কিন্তু কালের কি বিচিত্র গতি, এই সুখময়ী বিজয়া আবার কতশত ব্যক্তিবর্গের নিকট ভয়ঙ্করী বিষময়ী বলিয়া বোধ হইতেছে। তাঁহারা যে আজ কতই বিলাপ করিতেছেন, কতই পরিতাপ করিতেছেন, স্বীয় অদৃষ্টে দোষারোপ করতঃ কতই রোদন করিতেছেন, তাহা বলা যায়না।

যাহোক ঠাকুরকে খানিকক্ষণ নৌকায় চড়িয়ে বেড়ানোর পর নিরঞ্জন করা হলো, নৌকা তীরে এসে লাগলো। কর্ম্ম কর্ত্তারা স্নান করে ভিজে কাপড়ে বামান নামেত দুত ভয়ের

মত পূর্ণ ঘটগুলি মাথায় করে বিষণ্ণ বদনে আস্তে আস্তে বাড়ীর দিকে যেতে লাগলেন, ঢুলিরে খি একতা ঘিঘিনতা, ঘিনঘিনাঘি, নাকি ঘিঘিঁতা ঢোলে বাজাতে বাজাতে চল্লো। মশালধারী ইতর লোকেরা আদপোড়া প্রজ্জ্বলিত মশালগুলো হাতে করে আনন্দে তালে তালে নানা রকম ইতুরে নাচ নাচতে নাচতে তাদের সঙ্গে সঙ্গে চল্লো।

ক্রমে সকলে বাড়ী এসে উপস্থিত হলো; কর্ম্ম কর্ত্তারা সেই মাতৃবিহীন আলপানা দেওয়া চৌকিগুলিতে পূর্ণ ঘটগুলি রাখলেন। আজ পূজো বাড়ীর দালান একেবারে ঘোর তমসাচ্ছন্ন, নির্জ্জন ও নিস্পন্দ। আজ আর সেরূপ সেজের আলোকের জাঁকজমক নাই, কেবল মৃণ্ময় নির্ম্মিত দেরকো স্থিত একটিমাত্র প্রদীপ টিপ২ করিয়া অস্পষ্টরূপে জ্বলিতেছে। তাতেই দালানের আরও অধিক ভয়ঙ্করতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। দেখিলেই বোধ হয় যেন, আজি দালান স্নেহময়ী জননীর শোকে এইরূপ অন্ধকারময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। হায়! এক জননী বিহনে আজ সমস্তই আঁধার, সমস্তই নীরব, সমস্তই বিষণ্ণ। ক্রমে পূজো বাড়ীর সব শান্তি দেওয়া হয়ে গেল; সকলেই একটু২ সিদ্ধি খেয়ে ও মিষ্টি মুখ করে আমোদ আহ্লাদ কত্তে লাগলেন। সকলেই সকলের সঙ্গে কোলাকুলি ও মান্যমানীয় লোকদিগকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। এই-রূপ আমোদ আহ্লাদ সর্ব্বত্রই হইতে লাগিল। সর্ব্বত্রই আনন্দ ধ্বনি—সর্ব্বত্রই আনন্দ কোলাহল—সর্ব্বত্রই আনন্দ চীৎকার কর্ণগোচর হইতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি গভীর হইয়া আসিল; জগৎও কতক পরিমাণে নিস্তব্ধ হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এইরূপে মহা আমোদ আহ্লাদে পূজো শেষ হয়ে গেল। সেজবাবু কদিন বাগানে মহা আমোদে কাটিয়ে, বিজয়ার পরদিন বাড়ী ফিরে এসেছেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংসার পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। ক্রমে দেখতে দেখতে আপিসের ছুটী ফুরিয়ে এলো, বাবুরাও সব পূর্ব্ববৎ আপিসে বেরতে লাগলেন। সময় কাহারও হাত ধরা নয়, সময়ের গতি প্রতি-রোধে কেহই সমর্থ নয়; ইহার প্রবাহ সততই অস্থির ভাবে গমন করিয়া থাকে। ক্রমে আশ্বিন মাস গত হইল, কার্ত্তিক মাস আসিয়া দেখা দিল। একটু একটু উত্তুরে হাওয়া বইতে লাগলো। গাও একটু একটু সিড় সিড় কর্ত্তে লাগলো। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা সব স্বর্গের অক্ষয় বাতীর আশায় আকাশ প্রদীপ দিতে লাগলো। সব ছোট ছোট ছুঁড়ীরা মাটীর ভুরুকুটি প্রদীপ গড়ে গঙ্গাতীরে ও তুলসীতলায় দিতে লাগলো এবং যমপুকুর, সেঁজুতি, তুঁষতুষলি ইত্যাদি নানা রকম ব্রত কর্ত্তে লাগলো, ক্রমে ক্রমে কালী পূজা ও ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া মহাধুমে দেখা দিল। ক্রমে কার্ত্তিক মাসও দেখ্‌তে২ শেষ হয়ে গেল, অগ্রহায়ণ মাস এসে উপস্থিত হলো।

শীতকাল ক্রমে দেখা দিলেন। ঘন ঘন উত্তুরে হাওয়া বইতে লাগলো। দুএক ঝাঁকা টকো কমলা লেবুও দেখতে পাওয়া যেতে লাগলো। নতুন চাল, কপি, কড়াইশুঁটি বড়ং

গলদা চিংড়ি, ভেটকি মাছ প্রভৃতি নানা রকম দ্রব্যাদি দেখা যেতে লাগলো। মেলাই হাবাতে ছোঁড়ারা ও হিন্দুস্থানি মুটোরা ঝুড়ি নে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলো। ছুটো একটা সেকেলে বুড়ো মড়াও ঘাট আলো করতে লাগলো। কাবলে-ওয়ালারা র‍্যাপার ও মেওয়া জিনিষ নিয়ে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। পৃথিবীর পোকা মাকড় সব কমে এলো, সর্প বৃশ্চিকের ভয় নিবৃত্তি হতে লাগলো। ষ্টুডেণ্টরা সব একজামিনের পড়া পড়তে আরম্ভ করে।

ক্রমে অগ্রহায়ণ মাসের সপ্তাহ অতীত হয়ে গেল। আজ ১০ই। আজ থেকে এণ্ট্রান্স ও এল, এ একজামিন বসবে। ইউনিভার্সিটি হলে আজ ভারি ভিড়, লোকে লোকারণ্য; কত রকমেরি ছোকরা পেণ্টুলেন পরে, আলপাকার চাপকান গায় দে, এক তাড়া কলম হাতে করে ঘুরে বেড়াচ্চে; কত ছোকরা ভাল পাড়ওয়ালা দিসি ধুতি পরে, কামিজ ও ডবলব্রেষ্ট জামা গায় দে, আর এক এক জোড়া আলোয়ান জড়িয়ে দুএকখানা বই ও গোটাচ্চার ইষ্টিল পেন হাতে করে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে; কত ছোকরা বিলিতি ধুতি পরে, র‍্যাপার গায় দে গোটাকতক পেন কলম হাতে করে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে। এদিকে এক-জামিনারর‍া ও গার্ডরা সব শশব্যস্ত হয়ে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্চেন। আজকালের ঊনবিংশ শতাব্দির সভ্যতা প্রভাবে অনেক ষ্টুডেণ্ট মহোদয়ই জাঁকাল রকমের পোষাক পরিধান করে ইউনিভার্সিটি হলে দেখা দিয়া থাকেন। এঁদের অনে-কেরই কেবল পোষাকই সার, বিদ্যা বড় থাকুক আর নাই থাকুক। যাদের একজামিনের সময়েও পোষাকের দিকে

এত যত্ন ও এত কায়দা, তাঁদের লেখা পড়ার যে কতদূর দৌড় তাতো আমরা কিছু বুঝতে পাল্লুম না; তবে এই পর্য্যন্ত বলতে পারি যে বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।

আমাদের ছোটবাবুর এবার পরীক্ষার সময়। তিনিও মহা আড়ম্বরে বাড়ীর গাড়ী করে "পাশ" দিতে এসেছেন। ছোটবাবুর বিদ্যা ত আমাদেরি মত, কেঁদে কঁকিয়ে এণ্ট্রান্সটি পাশ করেছেলেন, তাও আবার থার্ড গ্রেডে। কিন্তু এবার তাঁর পাশ হওয়া বড়ই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে, একে ত তিনি বিদ্যাতে, আমাদেরি মত পণ্ডিত, তাতে নতুন নাগের আগমনে এক্জামিনের পড়া ভাল করে পড়তে পাননি, ভাল করে কি মূলেই পড়েননি বল্লেও হয়, তাতে যে তিনি এবার পাশ হতে পার্বেন, এতো আমাদের বোধ হয়না। তবে দেখা যাক কতদূর দাঁড়ায়।

ক্রমে এক্জামিনেশন শেষ হয়ে গেল; আমাদের ছোটবাবুর পরীক্ষার ফকল ফলিল। তিনি পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইলেন। কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, পাড়াশুদ্ধ সকল লোকেই তাঁকে কত ঠাট্টা করতে লাগলো। বাড়ীতে পিতা ও ভ্রাতারাও সকলে তিরস্কার কর্ত্তে লাগলেন। ছোটবাবুর মনে একটু দুঃখের উদয় হইল, ভাবনা আসিল, চিন্তার স্থান বিদারিত হইতে আরম্ভ হইল। তিনি দিবানিশি হতাশান্তঃকরণে ভাবিতে লাগিলেন, কতই ভাবিতে লাগিলেন, জীবনের ভাবি ভাবনাতেই তাঁর দিবারাত্রি অতীত হইতে লাগিল। বাল্যকাল হাসিতে খেলিতে ও কতই আমোদ আহ্লাদে চলিয়া যায়; কোন ভাবনা নাই, সাংসারিক ও পার্থিব চিন্তা

কিছুই নাই; জীবনের ভাবি পরিণাম বিষয়ক ভাবনা ক্ষণ-কালের জন্যও মনোমধ্যে স্থান পায়না, সদাই সুখ, সদাই আনন্দ, সদাই আহ্লাদ, সদাই হাসি !!! দৈব ঘটনায় কোন দুঃখের ঘটনা উপস্থিত হইলে মন ক্ষণিক তমসাচ্ছন্ন হয় বটে, কিন্তু তাহা কতক্ষণ থাকে? অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী, একদিন, দুইদিন কি তিনদিন, তৎপরে পুনরায় সে তমোরাশী বিলীন হইয়া যায়, তৎপরে আবার সেই আনন্দ, সেই হাসি, সেই ক্রীড়া; বস্তুতঃ বালক জীবনের মত সুখী জীবন আর নাই।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে অগ্রহায়ণ মাস শেষ হয়ে গেল, পৌষ মাস ক্রমে উপস্থিত। বৃদ্ধ গুরুদাস, সেকেলে পাকা লোক, আমাদের ছোটবাবুর আর কিছু লেখাপড়া হবেনা, এটী বেশ বুঝতে পেরে তাঁকে আপনার আপিসে য়্যাপ্রেণ্টিস বার কল্লেন। আজকাল আপিসের চাকরির ব্যাপার যে কিরূপ ভয়ানক হয়ে উঠেছে, তা বলা যায় না! আজকাল মুড়ি মিছরির এক দর হয়ে দাঁড়িয়েছে। যত সব তাঁতি, কামার, কুমোর, সদ্গোপ, তেলি, তাম্বলি, শাঁখারি, কাঁসারি, শুঁড়ি, সোণারবেনে, ময়রা, ছুতোর, স্যাকরা, গয়লা, কৈবর্ত্ত, ধোপা, নাপতে পর্য্যন্তও আপন আপন জাতীয় ব্যবসা ছেড়ে ইদানীন্তন "লিবারেল এডুকেশন" প্রভাবে লেখাপড়া শিখে চাকরি করতে আরম্ভ করেছে। কায়স্থ ব্রাহ্মণ মহাশয়দের মানসম্ভ্রম রাখা ও চাকরি পাওয়া দায়। লেখাপড়া শিখ, ক্ষতি নাই; কিন্তু লেখাপড়া শিখিয়া যে যার জাতীয় ব্যবসার উন্নতি করিলেই ত ভাল হয়;—আপন দেশের উন্নতি সাধন করিলেই ত সকলাংশে সুবিধা হয়। লেখাপড়া শিখিয়া সুশিক্ষিত ও

সুসভ্য হইয়াছি বলিয়া কেবল দাসত্ব করিয়া জীবন কাটাইলে সুশিক্ষার ও সভ্যতার পরিচয় দেওয়া হয়না। তুমি "তন্তুবায়" যাহাতে তোমার বস্ত্রবয়ন ব্যবসার উন্নতি সাধন হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা কি ভাল নয়? আমি "সূত্রধার" আমার জাতীয় ব্যবসার বিষয়ে যত্নবান হওয়া কি কর্ত্তব্য নয়? তিনি "কর্ম্মকার" তাঁহার আপন জাতীয় ব্যবসার উন্নতি চেষ্টায় নিরন্ত নিযুক্ত থাকা কি উচিত নয়? লেখাপড়া শিখিয়াছ বলিয়া কি জাতীয় ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া বসিয়া থাকিবে? কেবল চাকরি চাকরি করিয়াই কি উন্মত্ত হইয়া বেড়াইবে? এরূপ কোনমতে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়না। ভাবিয়া দেখ! তোমরা যে ইংলণ্ডবাসীগণ হইতে এই সমস্ত সুশিক্ষা পাইতেছ, তাহারা কি করিতেছে? তাহারা কি কেহই সূত্রধার, তন্তুবায়, মদক ও স্বর্ণকারের কার্য্য করিতেছে না? তাহারা কি সুশিক্ষা ও সভ্যতা গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া তোমাদের ন্যায় কেবল পর-পদ সেবা করিতেছে? তাহা কখনই নহে। তাঁহাদের মধ্যে যিনি যত সভ্য ও সুশিক্ষিত হইতেছেন, তিনি ততই এই সমস্ত কার্য্যের উন্নতি চেষ্টায় সতত নিযুক্ত রহিয়াছেন। "লেখাপড়া শিখিয়াছি, কেন অধনা জাতীয় ব্যবসা করিব?" এই অহঙ্কারেই সকলেই গেলেন; এই গর্ব্বেই গর্ব্বিত হইয়া আর কেহই লক্ষেও জাতীয় ব্যবসার প্রতি লক্ষ্য করেন না। লেখাপড়া শিখিলেই যদি শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া গণ্য হওয়া যাইত, জাতীয় ব্যবসা পরিত্যাগ করিলেই যদি শ্রেষ্ঠজাতি বলিয়া পরিগণিত হওয়া যাইত, তাহা হইলে এতদিনে পৃথিবী লয়প্রাপ্ত হইত। অধিকাংশ নীচ জাতীয় ও নীচ বংশোদ্ভব শূদ্রেরা শিক্ষা প্রাপ্ত

হইয়া আজকাল যেরূপ গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছেন, যেরূপ ভীষণ অহঙ্কৃত হইয়াছেন, ভাবিলে হৃৎকম্প হয়। হায়! কালের কি বিচিত্র গতি! কালে কালে যে কতই হবে, তাহা বলা যায়না। যাঁহাদের উৎপত্তি ও জন্ম বিবরণ শুনিলে মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়, অস্পর্শীয় বোধে মনে কতই লজ্জার উদয় হয়, তাঁহারাই আবার উচ্চ বংশীয়দিগের সহিত সমতুল্য হইতে চাহেন! তাঁহারাই আবার ইদানীন্তন "এডুকেশন" প্রভাবে আপনাদিগকে কতই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন! তাঁহারাই আবার শিক্ষা গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া শ্রেষ্ঠ জাতিদিগের সহিত সমকক্ষতা প্রাপ্ত হইতে সচেষ্ট হয়েন! কিন্তু আপনং জাতীয় ব্যবসায় মনোনিবেশ করিলে যে কত উন্নতি ও কত হিত সাধন হয়, তাহা কেহ একবারও ভাবেন না, আপনং জাতীয় ব্যবসার উন্নতির প্রতি কেহ ভুলিয়াও দৃষ্টিপাত করেননা। "নীচ বংশে জন্ম" কিসে এই দুরপনেয় কলঙ্ক দূরীভূত হয় কেবল ইহারই চেষ্টায় বৃথা সময় অতিবাহিত করেন, কিন্তু "অঙ্গারঃ শত ধৌতেন মলিনত্ব ন জায়তে" ইহা কেহ ভ্রমেও মনে স্থান দেন না। আরও এখন যিনি যতই বিদ্বান হউন না কেন, যিনি যতই কার্য্যক্ষম হউন না কেন, আর যিনি এণ্ট্রান্স এল, এ, বি, এ, এম এ, প্রভৃতি যতই বড় বড় উপাধিধারী হউন না কেন, মুরুব্বির জোর না থাকিলে চাকরি, চাকরির কথা দূরে থাকুক, কোন আপিসে য়্যাপ্রেন্টিস ভর্ত্তি হওয়া পর্য্যন্তও সুকঠিন। যাহাদিগের ভাল মুরুব্বি থাকে, তাঁহারা অনায়াসেই এই মহৎ বিপদ সাগর পার হইয়া যাইতে পারেন, আর তাহা না থাকিলে বড়ই ক্লেশ। হায়! দিন দিন চাকরির

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ব্যাপার এতই ভয়ানক হয়ে উঠছে, এ দেখেও যাবতীয় লোকে যে কেন কেবল চাকরির করে লালায়িত হয়ে বেড়ায়, তা বেই কিছুই বুঝতে পারিনা।

ছোটবাবু বাপের আপিসে য়্যাপ্রেন্টিস যেতে লাগলেন। পৌষ মাসের অর্দ্ধেক যেতে না যেতেই তাঁর ২০ টাকা মাইনের একটী চাকরি হলো। বৃদ্ধ গুরুদাস নিশ্চিন্ত হলেন, ছোট-বাবুও বেঁচে গেলেন, দুচার পয়সা খরচের ভাবনা হতে নিষ্কৃতি পেলেন। ক্রমে দেখতে দেখতে মাসের ২০শে হয়ে গেল। ২১শে রাত্রি ১০টার সময় সেজ বৌঠাকরুণ একটী পুত্র সন্তান প্রসব কল্লেন ছেলের ষেটেরা পূজো এবং আটকৌড়ে শেষ হয়ে গেল। ক্রমে পৌষ মাসও ফুরিয়ে গেল। মাঘ মাস উপস্থিত। বড়বাবুর কন্যা সরোজিনীর বিবাহের সম্বন্ধ হতে লাগলো। কত জায়গা থেকে কত কথাই আসতে লাগলো, কত ঘটক ঘটকী প্রত্যহই নূতন নূতন পাত্রের কথা এনে উপস্থিত কর্ত্তে লাগলো, কিন্তু সুবিধা মত ও মনের মত কোনটিই হলোনা। অবশেষে বাদুড়-বাগানের বেচারাম চট্টো-পাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ছেলের সঙ্গে এক সম্বন্ধ এসে উপস্থিত হলো। বেচারাম চট্টোপাধ্যায় দু পুরুষে কুলীন, দালালি কাযে বিল-ক্ষণ দশ টাকা উপায় করেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সংসার, রাবণের সংসার বল্লেও হয়; পাঁচটিই রোজগারে বেটা, তিনটি সুন্দরী মেয়ে, সকলেই বড়মানুষ ও আদোত কুলীনের ঘরে পড়েছে, গণ্ডে গুটি ত্রিশেক পৌত্তুর পৌত্তুরি, এ ছাড়া ভাগনে, মামা, জামাই, পিসি, শালি, শালাজ কুটুম্ব সাক্ষাৎ বাড়ীতে গিস্ গিস্ কচ্চে; সুতরাং সর্ব্বগুণাকর বেচারাম বাবুর পুত্রের

বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হবার উদ্যোগ হতে লাগলো। ৮ই বার পাত্র দেখতে যাবার দিন স্থির হলো। বৃদ্ধ গুরুদাস বাবু, মেজবাবু ও বোসজা প্রভৃতি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পাড়ার দুচারজন আত্মীয় বন্ধুবান্ধব এবং ঘটক ও পুরোহিত মহাশয় ৮ই বেলা ১॥০টার পর পাত্র দেখতে গেলেন। বেলা ২॥০ পর তাঁরা সকলে বেচারাম বাবুর বাড়ীতে গে উপস্থিত হলেন। বেচারাম বাবু তাঁদের সম্ভাষণ করে বসালেন। তৎপরে এদিক ওদিক নানা কথাবার্ত্তার পর মুখোপাধ্যায় মহাশয় পাত্রকে আনবার কথা বল্লেন। বেচারাম বাবু স্বয়ং বাড়ীর ভেতর থেকে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। পাত্র এসে সকলকে প্রণাম করে বসলেন। বড়বাবু পাত্রকে, কতদূর লেখাপড়া হয়েছিল, নাম কি, এখন কোন আপিসে কি কর্ম্ম করা হয়, ইত্যাদি জিজ্ঞাসা কল্লেন। তৎপরে পাত্রের হাতে একটী মোহর দিলেন, পাত্রও মোহরটি হাতে করে নিয়ে পুনরায় সকলকে প্রণাম করে বাড়ীর ভিতর চলে গেলেন। ওদিকে বেচারাম বাবুর বাটীর অন্তঃপুরে পাড়ার মেয়েতে ও ম্যাগীতে পুরে গেচে, যত স্ত্রীলোকেরা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ও খড়খড়ি খুলে আস্তে আস্তে দেখতে আরম্ভ করে দিয়েচে; এবং মাঝে মাঝে "ঐ কনের বাপ" "ঐ কনের ঠাকুদ্দা" এই রকম বোলচাল ছাড়ছে। আমাদের বাঙ্গালির মেয়েদের স্বভাবই এইরূপ। এদিকে ক্রমে বেলা গেল, দেখে বেচারাম বাবু কন্যা কর্ত্তাদের বাড়ীর ভিতর দালানে জল খাওয়াতে ডেকে নিয়ে এলেন, তাঁরাও সকলে এসে খেতে বসলেন। সকলেই কিছু কিছু খেয়ে ও লজ্জার খাতিরে অগত্যা কিছু কিছু পাতে রেখে

উঠলেন। তৎপরে সকলে বাইরে গে পান তামাক খেতে লাগলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাইরে এসে বল্লেন "বেহাই মশায়! আমরা আগামী রবিবারে কন্যা দেখতে যাব এই স্থির রইলো।" কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পরেই তাঁরা সকলে উঠে রাস্তায় এসে গাড়ীর দিকে চল্লেন, বেচারাম বাবু গাড়ির কাছ পর্য্যন্ত কথা কইতে কইতে চল্লেন। পরে সকলে গাড়িতে উঠলেন। বেচারাম বাবুও তাঁহাদিগকে সাদরে বিদায় দিয়ে বাড়ীতে এলেন। গাড়িও গড় গড় করতে করতে চলে গেল।

ক্রমে দিন যায় দিন আসে, দেখতে দেখতে সে সপ্তাহ ফুরিয়ে গেল। আজ রবিবার! আজ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে সকাল থেকেই মহা ধুম লেগে গেছে। বাবুরা সব উপরের বৈঠকখানা ঢটী ভাল করে সাজাচ্ছেন; যেখানে একটু খারাপ কি ময়লা হয়েছিল, তাহা তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার করাচ্ছেন। এই রকমে বেলা দুই প্রহর হয়ে গেল, সকলের আহারাদি শেষ হলো। উপরের বৈঠকখানায় ভাল ভাল লম্বা গালচে পাতা হলো, ৫।৭টা বাঁদানো হুঁকো মায় বৈঠক এসে পড়লো, গোটাকতক আঁব পাতার নলও তৈরিরি করে রাখা হলো। ওদিকে বাড়ীর মেয়েরা সব সরোজিনীর বেশভূষা, চুল বাঁধা ও আলতা পরানো নিয়েই মহা ব্যতিব্যস্ত হয়ে রয়েচেন। পাড়ার মেলাই ছুঁড়ী, ও মাগীরে এসে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হতে লাগলো। ক্রমে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অন্তঃপুর লোকে থৈ থৈ করতে লাগলো। বেলা ২॥০টার পর বেচারাম বাবু, তাঁর জ্যেষ্ঠ ও

মধ্যম পুত্রদ্বয়, এবং তাঁর পাড়ার দুচারজন আত্মীয় স্বজন এসে উপস্থিত হলেন। বৃদ্ধ গুরুদাস মহা সমাদর করে তাঁদের উপরের বৈঠকখানায় নিয়ে গে বসালেন। রামা আর কেনা ডবোলং কল্কের তামাক দিতে লাগলো। কিছুক্ষণ এ কথা সে কথার পর বেচারাম বাবু পাত্রীটীকে আনতে বল্লেন। বৃদ্ধ গুরুদাস বৈটকখানা থেকে নেবে বাড়ীর ভিতর গেলেন এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই সরোজিনীকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন।

পাঠকগণ! আপনারা বোধ হয় সরোজিনীকে ভাল করে দেখেন নাই; সরোজিনী দশম উত্তীর্ণা হইয়া একাদশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন, তিনি বালিকা। তাঁহার গঠন অতীব মনোহর, কলেবর অতি কৃশও নহে, অতি স্থূলাকারও নহে, দীর্ঘ কেশজাল, সুদীর্ঘ কপাল, শরীর কোমল, বদনমণ্ডল সতেজ, নলিন-নেত্র নীলোজ্জ্বল, বিশাল জঘন, ও নিবিড় নিতম্বদেশ। কণক বরণী বালিকা নানাবিধ বহুমূল্য পরিচ্ছদে ও হীরকাদি খচিত অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া কি অসীম লাবণ্যরাশিই প্রকাশ করিতেছে; কি অধিকতর সৌন্দর্য্যরাশিই বিস্তার করিতেছে। সরোজিনী সকলকে প্রণাম করিলে, বেচারাম বাবু তাহাকে বসিতে অনুমতি কল্লেন; তৎপরে তিনি পাত্রীকে নাম, বয়স, ও বাঙ্গলা লেখাপড়া জানা আছে কি না ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করে ও তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি মায় বিউনি খুলে চুলের পরিমাণ পর্য্যন্ত দেখে, তার হাতে দুটী মোহর দিলেন। সরোজিনীও মোহর দুটী নিয়ে সকলকে প্রণাম করে বাড়ীর ভিতর চলে গেল। তৎপরে বরকর্ত্তাদের জল খাওয়ার ব্যাপার চুকে গেল। এখন বিবাহের দেনাপাওনার

কথাবার্ত্তা হতে লাগলো। বেচারাম অত্যন্ত অর্থপিশাচ, তায় আবার স্বভাবে কুলীন, তায় আবার ছেলে চাকরে, সুতরাং তাঁর দর এখন বড় কম নয়। তিনি বলতে লাগলেন, "দেখুন বেই মশায়! আমাদের বংশপরম্পরায় যা কুলমর্য্যাদা আছে তাতো দিতেই হবে, তা ছাড়া ছেলের ঘড়ি, ঘড়ির চেন, ভাল সিল আংটি, হার, সমস্ত রূপোর দান সামগ্রী, উত্তম সজ্জা, মেয়ের সমস্ত রূপার ও সোণার গহনা, বরযাত্রের রাহা খরচ, ফুলসজ্জা, ও কুলীন বিদায় এই সমস্ত দিতে হবে। তদ্ব্যতীত নগদ এক হাজার টাকা দিতে হবে, এর কমে আর হতে পারে না; তবুও আমি অনেক কমিয়ে বলিছি।" বৃদ্ধ গুরুদাস উত্তর করলেন, "বেই মশায়! আমাকে একটী বিষয়ে মাপ কর্ত্তে হবে, আমি নগদ ছশোর বেশী দিতে পারবো না"। চট্টোপাধ্যায় ঈষৎ হাস্য করে বল্লেন, "তাও কি কখন হয়—ছশো টাকা নগদ হলে এতদিন অনেক জায়গায় বিবাহের স্থির হয়ে যেতো। ছশো টাকায় হতে পারে না।" অবশেষে অনেক কথাবার্ত্তা ও অনুনয় বিনয়ের পর ৯০০ টাকায় মীমাংসা শেষ হয়ে গেল। ২০শে মাঘ পত্রের, ২৫শে মাঘ গায়ে হরিদ্রা দানের ও ২৭শে মাঘ বিবাহের দিন স্থির হলো। বরকর্ত্তাগণ এই সব দিন স্থির করে চলে গেলেন।

হায়! কন্যাদায় কি ভয়ানক দায়। অধুনা এই ভাগ্যহীন বঙ্গদেশে কন্যাদায়ের ব্যাপার দিন দিন যে ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। যিনি কখন একবার এই দায়ে ডুবিয়াছেন, তিনিই ইহার মর্ম্ম বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন, তিনিই জানিতে পারিয়াছেন, কন্যাদায়

কি ভীষণ ব্যাপার! যাঁহার দুই তিনটি অবিবাহিতা কন্যা, তাঁহার ভাবনার আর অবধি নাই, তাঁহার মনের অসুখের আর সীমা নাই; তিনি যেন কত অপরাধে অপরাধী। পরের খোসামোদ ও পরপদ সেবা করিতে করিতে তাঁহার প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হইতেছে, তত্রাপি কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। শুদ্ধ ইহাই নহে, ইহার সঙ্গে সঙ্গে আবার অর্থের ভাবনাও বিলক্ষণ আছে। এই সমস্ত ব্যাপারে তাঁহার হৃদয় একেবারে জর্জ্জরীভূত হইতেছে। আজকালের ছেলের আবার যেরূপ দর বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে সামান্য গৃহস্থের পক্ষে তিন চারিটার কথা দূরে থাকুক, একটীকে পাত্রস্থ করিতে হইলেই সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়, তাহাতে সব গুলির বিবাহ দিতে হইলে বাড়ী ঘর সমস্ত বিক্রয় করিলেও হওয়া সুকঠিন, অবশেষে ভিক্ষাবৃত্তি না করিলে চলে না। আবার ছেলে যদ্যপি পাশ করা হইল, তাহা হইলে তাহার পিতা অমনি লাফাইয়া উঠিলেন, মেকেঞ্জি লায়ালের অকশনের মেলের মত পুত্রকে হাইয়েষ্ট বিডারে ছাড়বার উপায় দেখিতে লাগিলেন। আহা! অর্থের কি অপূর্ব্ব মহিমা! ইহার প্রভাবে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নামমাত্র উপাধিধারী পুত্রগণের জনকেরা বহু অর্থলালসায় কত জঘন্য, কুৎসিৎ ও কুরূপা কুমারীদিগকেও পুত্রবধূ করিতেছেন, কত অন্ধ, খঞ্জ, এক-চক্ষু-হীন কুমারীগণের সহিতও পুত্রের বিবাহ দিতেছেন; কিন্তু দরিদ্রের অতি রূপ-লাবণ্য-সম্পন্না ও অতীব সুলক্ষণ-যুক্তা কন্যার প্রতি কেহ একবার ভ্রমেও দৃষ্টিপাত করেন না। আজ কাল ইংলণ্ডীয় উচ্চ সভ্যতা প্রভাবে সুপাত্র পাওয়া অতি দুষ্কর

হইয়া উঠিয়াছে; যদ্যপি বহু কষ্টে একটী পাওয়া গেল, তাহার উপর অনেকেরই লক্ষ্য ও তাহার অনেক দর। যিনি ভূরিং অর্থ প্রদানে সক্ষম হইলেন, তিনিই তাহা লাভ করিতে পারিলেন, আর যাহার ততদূর সঙ্গতি হইল না তিনি আর কি করিবেন, অগত্যা সে বাসনা পরিত্যাগ করিয়া সস্তাগোছ পাত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, অবশেষে তাঁহার কন্যার অদৃষ্টে হয় মূর্খ, না হয় সর্ব্ব দোষে দূষিত পাত্র জুটিল। এরূপ অসৎ পাত্র হস্তগত করিতে হইলেও অনেককে নানারূপ শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিয়া ও স্বীয় প্রিয়তমা ভার্য্যাকে নিরলঙ্কারা করিয়া রাখিতে হয়, কাহাকেও বা স্বীয় পৈতৃক ভদ্রাসনের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া বিক্রয় করিতে হয়, এবং কাহাকেও বা সমস্ত ভদ্রাসন ও অন্যান্য সম্পত্তি হইতেই বঞ্চিত হইতে হয়।

আজকালের পুত্রের বিবাহ দেওয়া বরকর্ত্তাগণের পক্ষে এক ভয়ানক উপার্জ্জনের পথ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাঁহার দুই চারিটী পুত্র সন্তান আছে, তিনি নিশ্চিন্ত মনে গৃহে বসিয়া আছেন, কেবল লোকের সর্ব্বনাশের ফাঁদ পাতিয়াই গৃহে গট হইয়া বসিয়া আছেন, কোন ভাবনা নাই, কোন চিন্তা নাই, কেবল কিসে লোকের সর্ব্বনাশ করিবেন, এই তক্কেই ফিরিতেছেন। বরকর্ত্তাগণের মধ্যে যিনি যত সৎ কি অসৎ লোক হউন না কেন, পুত্রের বিবাহের সময় প্রায় সকলেই জটায়ুর মত মুখ ব্যাদান করিয়া থাকেন। উঃ! ভয়ানক নিষ্ঠুর! কি ভীষণ অর্থ পিশাচ! নিতান্ত অপারগ কন্যাভারগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের অস্বাভাবিক আর্ত্তনাদে তাঁহাদের হৃদয়ে কিছুমাত্র

স্নেহের সঞ্চার হয় না ? কিঞ্চিন্মাত্র কারুণ্য-রসের আবির্ভাব হয় না ? উঃ ! তাঁহাদের হৃদয় কি আয়সনির্ম্মিত ! তাঁহাদের অন্তঃকরণ কি এতই কঠিন যে এ সমস্ত আর্ত্তনাদের আঘাত কিছুই লাগেনা ! বোধ হয় তাঁহাদের হৃদয়ে দয়া, স্নেহ, মমতা ও বিবেক শক্তি কিছুই নাই। বরকর্ত্তাগণের মধ্যে কেহ কেহ আবার এমন অর্থ পিশাচ যে দৈব ঘটনায় যদি পুত্রবধূ কাল গ্রাসে পতিত হয়, অমনি তাঁহারা আনন্দসাগরে ভাসমান হইয়া ভাবিতে থাকেন, "ঈশ্বরেচ্ছায় উপার্জ্জনের এক উত্তম উপায় হইয়াছে"। উঃ ! কি ভয়ানক অর্থ পিশাচ ! কি নির্দ্দয় নিষ্ঠুর পাষণ্ড ! কি নিষ্করুণ নরাধম ! ইহাঁরাই না সমাজের ভদ্র লোক ? ইহাঁরাই না সমাজের মাননীয় ব্যক্তি ? কি ভীষণ ! কি ভীষণ ! পূর্ব্বে লোকে ভাল ঘর অর্থাৎ সদ্বংশজাত দেখিয়াই পুত্রের বিবাহ দিতেন ; এক্ষণে কিন্তু তাহার কিছুই নাই, এক্ষণে কেবল অর্থেই সৎ, ধনবান হইলেই সদ্বংশ হইল, ধন থাকিলেই হাড় শুদ্ধ হইল। জাতি নীচ ও অধম ব্যক্তিও অর্থ বলে অনায়াসেই ভার্য্যা পাইতেছেন ; আর জাতি সদ্বংশ সম্ভূত হইয়াও কেবল অর্থাভাবে অনেকে কন্যাদায় হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছেন না। ধন্য ! রে অর্থ ! তোর কি ভয়ঙ্করী ক্ষমতা ! কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা ! আবার ব্রাহ্মণের মধ্যে যাঁহারা বল্লালি কৌলীন্য আশ্রয়ে নামমাত্র আরোপিত আছেন, তাঁহাদের অহঙ্কার দেখে কে ? উঃ ! কালের কি বিচিত্র গতি ! কলির কি অদ্ভুত মাহাত্ম্য ! যাঁহারা ব্রাহ্মণ হইয়া কখনও সন্ধ্যাহ্নিকাদি ঈশ্বরোপাসনা কিছুই করিলেন না, কেবল নানাবিধ অখাদ্য ভক্ষণে ও অত্যাচারে জীবন কাটাইয়া

থাকেন, তাঁহারাই আবার আপন আপন পুত্র ও পৌত্রের বিবাহের সময় উৎকৃষ্ট কুলীন ও সুব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহারাই আবার শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। ধন্য কলি! ধন্য তোমার মাহাত্ম্য! ধন্য বল্লাল! ধন্য দেবীবর! তোমাদের বলিহারি যাই!!

আজকাল সর্ব্বত্রই বরকর্ত্তাদিগের আনন্দ চীৎকার ও কন্যাকর্ত্তাগণের গভীর আর্ত্তনাদ শ্রুত হইয়া থাকে। এই জন্যই এক্ষণে অনেকে কন্যাসন্তানদিগকে অত্যন্ত অস্নেহ করিয়া থাকেন, কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই একেবারে বিষাদিত হইয়া পড়েন, অধিক কি দুহিতাদিগকে তাঁহারা সকল যন্ত্রণার কারণ ও কণ্টক স্বরূপ জ্ঞান করিয়া থাকেন। উঃ! কালের কি অনির্ব্বচনীয় মোহিনী শক্তি। এই কালমাহাত্ম্যে বাৎসল্য স্নেহও হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইতেছে; ইহা অপেক্ষা আশ্চ-র্য্যের বিষয় আর কি আছে! এরূপ নিষ্ঠুর অর্থ-পিশাচ বরকর্ত্তা ও এরূপ দুর্ভাগা পিতা ও কন্যা যে কত আছে তাহা বলা যায় না। হায়! এ ভয়ঙ্কর বিবাহ প্রথা কি কখনও দূরীভূত হইবে না? এ জঘন্য কুৎসিৎ কাণ্ড কি কখনই বঙ্গদেশ হইতে উঠিবে না? যদ্যপি সজ্জন মহোদয়গণ ও দেশীয় কৃতবিদ্যগণ এ বিষয়ে মনোযোগ করেন, তাহা হইলে অচিরাৎ এ যন্ত্রণা অন্তর্হিত হয়, তাহা হইলে শীঘ্রই এ সমস্ত দূরীভূত হয়। শুদ্ধ "উঠ! ভারতবাসি!" "আর ঘুমাও না" বলিয়া চীৎকার করিলে দেশের হিত সাধন হইবে না; বৃথা আন্দো-লনে দেশ উন্মত্ত করিয়া বেড়াইলে কোন ফলোদয় হইবে না, সকলে এক বাক্য হইয়া এই সকল কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতে হইবে।

ক্রমে ২০শে মাঘ শুভ লগ্নে মহা আড়ম্বরে লগ্ন পত্র স্থির হয়ে গেল। দিন যাচ্চে, দিন আসচে, দেখতে দেখতেই ক্রমে গাত্র হরিদ্রা হয়ে গিয়ে বিবাহের দিন ঘুনিয়ে এলো। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে নবোত বসে গেল, নানান জায়গা থেকে কুটুম্ব সাক্ষাতের মেয়েছেলে ও বৌঝিরে সব আসতে আরম্ভ কল্লে, বাড়ী সব পরিষ্কার হতে আরম্ভ হলো, চারিদিকেই হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ হতে লাগলো। ২৭শে মাঘ বিবাহের দিন স্থির হয়েছিল, আজ ২৭শে মাঘ, আজ বিবাহ। বাড়ীর উঠানে মস্তো পাল টাঙ্গান হয়েচে; চারি দিকেই ভাল ভাল ছবি ও উত্তম দেয়ালগিরি, মধ্যস্থলে ভাল২ বেললাণ্ঠান। সকল স্থানই অপূর্ব্ব সজ্জায় সজ্জিত করা হয়েচে, দালানে অপূর্ব্ব চন্দ্রাতপের নীচে বিবাহ সভা সংস্থাপিত হয়েচে। চারিদিকেই উত্তম উত্তম ছবি ও ভাল ভাল দেয়ালগিরি, মধ্যস্থানে বর বসিবার মছলন্দের বিছানা, দুদিকে দুই উৎকৃষ্ট সেজ। বাড়ীর মেয়েরা সব আনন্দসাগরে ভাসমান হয়ে নানান মেয়েলি কাযে ব্যস্ত হয়ে রয়েছে। ছেলেরা ও কর্ত্তা নানা কার্য্যের গোলযোগে ব্যস্ত। ক্রমে বেলা ৪।০টে বেজে গেল। পাড়ার মেলাই লোক মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হয়ে আনুগত্য কর্ত্তে লাগলেন। ক্রমে দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে এলো, বে বাড়ীতে আলো জ্বেলে দেওয়া হলো। মেলাই পাড়ার ইয়ার ছোঁড়ারা এসে জমতে আরম্ভ হলো, দুচারজন পাকাচুলো বুড়োরাও এসে দেখা দিলেন, ক্রমে কন্যাযাত্রীতেই বাড়ী সরগরম হয়ে উঠলো।

ওদিকে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই বর মহা সমারোহ করে

বেরিয়েছে। প্রথমে চারটা ঢোল, সাত আট্টা জগঝম্প, সানাই, ভেঁপু আর রোশনচৌকি, তার কিছু অন্তরে জনকতক তুরুক্ সওয়ার ও দুদল ইংরাজি বাজনা—তার পরে দুধারে শাম গেলাস ও ফুলের ছড়ি ধরা রাঙ্গা পোষাক পরা ছোট ছোট লিলিপুটেন ছোঁড়ারা, তারপরে জুড়ি ঘোড়ার ফেটিংয়ের উপর একদিকে বর ও নিতবর এবং অন্যদিকে পুরোহিত মহাশয় ও একজন বরের ফ্রেণ্ড। তার পেছোনে বরযাত্রির গাড়ীর সার, সব গাড়ীর ওপর ডবোল বাতি লাগান এক এক লণ্ঠন হাতে এক একজন চাকর, সব শেষে বরকর্ত্তার গাড়ী, তার পেছোনে মেলাই চাকর, নফর ইত্যাদি। ব্যাণ্ড, ঢাক, ঢোল ও রশুনচৌকির শব্দে ও বরযাত্রদের বল্লায় সহর কাঁপতে লাগলো। রাস্তার দুধারি, বারাণ্ডায়, ছাদের উপর, জানালায় সদর দরজায় মাগী মিনষে মেলাই লোকে পুরে গেল, সকলেই বর দেখতে দেখতে কত কি বলাবলি করতে লাগলো। ক্রমে বর কিছুক্ষণের পর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীর কাছে এসে উপস্থিত হলো। বাড়ীর অন্তঃপুরের মেয়েরা ও সমাগত পাড়া ও পাড়া-অন্তরের মাগীরে ও বৌরা তাড়াতাড়ি ও হুড়ো-হুড়ি করে ছাদে উঠে বর দেখতে লাগলো। শাঁক বাজানোর শব্দে বাড়ী কম্পিত হতে লাগলো। বর আসবা মাত্রই বৃদ্ধ গুরুদাস ও চার বাবু বরকে আস্তে আস্তে নাবিয়ে নিয়ে গে বিছানায় বসালেন এবং বরযাত্রদিগকেও সাদরে সম্ভাষণ করে বসাতে লাগলেন। থেলো হুঁকোর ও কল্কের হুড়োমুড়ি পড়ে গেল, "রামা তামাক দে" "কেনা কল্কে বদলে দে" এই শব্দই শোনা যেতে লাগলো। ইতিমধ্যে পরামাণিক মহাশয় এসে

বরের কাছ থেকে গালের সুপারি কাটিয়ে নে-গেলেন। পাড়ার যত সব ছোঁড়া, যুবো, বুড়ো, আদবুড়ো সকলেই সেখানে এসে ক্রমে জমেয়াত হতে লাগলো। মেয়েরা সব বর দেখবার জন্যে বাটীর ভিতরের জানালা থেকে উঁকি মারতে লাগলো। ঘটকেরা সেনজার রেকর্ড থেকে কুলুচি আওড়াতে আরম্ভ কল্লে। কন্যাযাত্রীয় ছোঁড়ারা সব বরযাত্রদের সঙ্গে "কোশ্চেন" জিজ্ঞাসা নিয়ে গোলোযোগ করতে আরম্ভ কল্লে। পাড়ার অনেক ছোকরা বাবুরা ও বুড়োরা পর্য্যন্তও বারোয়ারি ও গ্রাম-ভাঁটি নে বরকর্ত্তার সঙ্গে গোল করতে লাগলো। বরযাত্রেরা তুচ্ছ কথায় মহা গরম হয়ে উঠে দালান সরগরম করতে লাগলো। বুড়োরা নানা রকম সাবেক আমোদের আষাঢে গল্প করতে লাগলো। দুএকজন পাড়ার বয়াটে ছোঁড়া এক একবার অন্দরের ভিতর গে "খুড়িমা এখানে গাজা পান আছে গা?" "বড় কাকীমা! বড় কাকার টেবিলের ভেতোর বাতির বাক্সিলটে আছে দাওতো" এই রকম মিচা ছুতা নতঃ করে অন্দরের ভিতর গে সমাগত বৌঝিদের সব দেখতে লাগলো। এই রকম নানান গোলে ও নানা লোকের রবায় সমস্ত বাড়ী গজর করতে লাগলো।

ক্রমে রাত্রি ৮।০ বাজে, লগ্ন হয়ে এলো দেখে বড়বাবু গললগ্ন হয়ে সকলের কাছে অনুমতি নিয়ে পাত্র লয়ে গেলেন। দালানের পাশে ছেলেদের পড়িবার ঘরে কন্যা সম্প্রদানের স্থান হয়েছে। উভয় পক্ষেরই পুরোহিত মহাশয়রা এলেন, বরকর্ত্তা, মেসাই বরযাত্রা ও কন্যাযাত্রীগন সেখানে এসে উপস্থিত হলো। পরামাণিক বরকে কাপড় ছাড়িয়ে দিলে

ও একটী নূতন পৈতে পরতে দিয়ে পূর্ব্বেকার পৈতেটি খুলে নিয়ে বাড়ীর ভিতর কনের পায়ে বেঁধে দোবার জন্য দিয়ে এলো। ক্রমে বিবাহ আরম্ভ হলো, ভটচাযি্য মহাশয় মন্ত্র পড়াতে আরম্ভ করালেন, কিছু মন্ত্র পড়ার পর বরকে স্ত্রী-আচারের জন্য বাড়ীর ভিতর নিয়ে যাওয়া হলো। ইদানীন্তন মেলাই সুসভ্য বরযাত্রীয় ইয়ং ছোকরা বাবুরা বাড়ীর ভিতরের বৌঝিদের দেখবার লোভে বরের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর ভিতর যাবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলো; কেউ কেউ আবার জোর করতে লাগলো, এবং মারবে বলে শাসাতে লাগলো; কিন্তু বড়বাবুর এক শণ্ডামার্ক গোছ হোঁতকা শালা বাড়ীর ভিতর ঢোকবার দরজার গোড়ায় আগে থাকতেই দাঁড়িয়ে ছিল বলে, কেউ কিছু করে উঠতে পাল্লেন না, সকলকেই দুএকটা ধাক্কা খেয়ে দিশি কুকুরের মত ক্যা ক্যা করতে করতে ফিরে আসতে হলো। ছাঁদনাতলায় চারিটী কলা বাগদোর মধ্যে আলপানা দেওয়া একখানি পিঁড়ি রাখা হয়েছিল, বর চোরের মত সেখানে গে দাঁড়ালেন। সাতজন এয়োতে মায় শাশুড়ী পর্য্যন্ত,—কারুর মাথায় ধুঁতরোর প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ-সংযুক্ত কুলো, কারুর হাতে আস্তো পানে করে তিন চার বছরের ছেলের "শু"র মত হাই আমলা বাটা, কারুর মাথায় চেলির কাপড় ঢাকা মুংলি ভাঁড়ের কুলো, কারুর হাতে পিটুলির স্ত্রী, কারুর হাতে দুদিকে দুটো আস্তো বোঁটাওয়ালা পান ও মধ্যে সিঁদুর-মাখান একটা আস্তো কাঁটালি কলা সংযুক্ত ঘট, কারুর হাতে বরণডালা তাতে আবার একটা পেতোলের প্রদীপ জলচে এবং কারুর হাতে সপাঁচ গণ্ডা প্রজ্জ্বলিত তুলো

জড়ান চিতের কাটি—সাতবার বরকে ঘুরলে। তৎপরে প্রথমে খুঁতরোর প্রদীপ সংযুক্ত কুলোর বরণ করে কুলো বরের মাথা ডিংইয়ে ফেলে দেওয়া হলো এবং সেই কুলো পুনরায় তুলে নিয়ে এসে ভারির উপর দাঁড়িয়ে শাশুড়ী জামাইয়ের হাতে পায়ের কুড়ি আঙুলে কড়িতে নিমুকোর আংটি পরিয়ে দিলেন। ক্রমে হাইআমলা সামান পান জামাইয়ের গায়ে ঠেকিয়েং ফেলে দেওয়া হলো। পরে কলের বরণ, পানের বরণ, বরণ-ডালার বরণ ও প্রদীপের তাপ দেওয়া, স্ত্রীর বরণ, মুংলি ভাঁড়ের কুলোর বরণ হতে লাগলো। মাঝে মাঝে শুভ চাদের দৃষ্টি ও উলুর শব্দ বিলক্ষণ হতে লাগলো। কর্ত্তারা বাইরে থেকে "ওগো একটু শিগ্গির করে নাও, বড় দেরি করোনা, লগ্ন বয়ে যাচ্চে" বলে মধ্যে মধ্যে চেঁচিয়ে উঠতে লাগলেন। শেষে শাশুড়ী বরের হাতে মাকু দিয়ে বল্লেন. "হাতে দিলুম মাকু, একবার ভ্যা করতো বাপু"; বর আড়িবালের ইসার মতন, "এনে মনে করেছি" বল্লেন;—অমনি সম্পর্কে শালি, শালাজ, ও অন্যান্য মেয়েই ছোট ছোট ছুঁড়ীরা কান মলে দিতে লাগলো ও গালে ঢুটোচাটে ঠোনাও মারতে লাগলো। শেষে শুভচান্ও বিলক্ষণ পড়তে লাগলো।

শাশুড়ী তারপর জামাইয়ের নাকে নথ ছেঁচে নাটাইয়ের সুতো যে জামাইকে মেপে সেই সুতো একটা কলার ভিতর পুরে জামাইয়ের বুকে হাত দিয়ে পেছোন ফিরে সেই সুতোশুদ্ধ আস্তো কলাটা কোঁত করে গিলে ফেল্লেন। মেয়ে-দের তুকতাক সব ফুরিয়ে গেল। শেষে দুজন পাড়ার গুণ্ডা জোয়ান ছোঁড়া কনেকে নিয়ে এসে বরের চতুর্দ্দিকে সাত পাক

ঘোরালে এবং তৎপরে উঁচু করে তুলতে লাগলো। ক'নেকে বরের সঙ্গে সমান উঁচু করে তুলে ধরা হলো, একখানা নূতন গামছা ঢাকা দে শুভ দৃষ্টি হতে লাগলো, পরামাণিক "ভাল মন্দ লোক থাকো তো সরে যাও; ভাতারপুতের মাথা খাবে আমার মত হাত হবে" বলতে আরম্ভ কল্লে। ক্রমে শুভ দৃষ্টি শেষ হয়ে গেল, সম্প্রদানের জন্য ক'নেকে বাইরে নে যাওয়া হলো। ভট্টাচার্য্য মহাশয় "মধুপর্কো মধুপর্কো মধুপর্কঃ প্রতিগৃহ্যতাং" "মাঘে মাসি, শুক্লে পক্ষে দ্বিতীয়ায়াং তিথৌ" ইত্যাদি মন্ত্র পড়াতে লাগলেন। শাস্ত্রসম্মত মন্ত্র পড়ে কন্যা সম্প্রদান হয়ে গেল। বর ক'নেকে বাসর ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। সম্প্রদান হয়ে যাবার পরেই দালানে, সদরদালানে ও উঠানে বরযাত্র ও কন্যাযাত্র, ব্রাহ্মণ কায়স্থদের পাত হয়ে গেল। বরযাত্র ও কন্যাযাত্রগণ খেতে বসলেন। পাড়ার সব ছোকরা বাবুরা ও বাবুদের বন্ধুবান্ধবগণ পরিবেশন করতে লাগলেন। প্রথমে নানাবিধ ফলফলারি সাগু দেওয়া দ্রব্যাদি লবণ ও কমলা লেবু দেওয়া হয়ে গেল, তৎপরে লুচি এল। লুচির পর বেগুন ভাজা, শাক ভাজি, আলুর দম, কপির তরকারি, ভেটকি মাছের ঘণ্টো, গোলা মাছের তরকারি, ছোলার ডাল এই পাঁচ সাত রকম তরকারি বেরুলো। বরযাত্রগণ খাচ্ছেন আর কেউ২ খেতে২ কত রকমই ফষ্টিনষ্টি ইয়ারকি ও ঠাট্টা তামাসা কচ্চেন, চ্যাংড়াদের ব্যবহারই এইরূপ।

আজকালের ঊনবিংশ শতাব্দির হাই এড়ুকেশন প্রভাবে অনেক কায়স্থ, বৈশ্য ও নবশাখ মহাশয়রা পর্য্যন্ত ক্রোন্ খাওয়ান দাওয়ানে মাছের তরকারি, মাছের কালিয়া, মাছের

ঘণ্টো এই রকম কত তরকারিই করে থাকেন। ছোলার ডাল ত আমাদের বাল্যাবধিই চলে আসছে, তাতে আর আমরা বড় দোষ দিতে পারি না। যেমন কালমাহাত্ম্য, তেমনি ব্যাপারও সব হতে আরম্ভ হয়েছে। ক্রমে ছেলের অন্নপ্রাশনে পাঁটা বলিদান ও ব্রাহ্মণ ভোজনে চুটিচাটুটি অন্নও চলবে তারিব যোগাড় হয়ে আসছে। যাহোক হলেই ভাল, বেঁচে থাকতেং জাতি ভেদের গোলটা মিটিয়ে যেতে পারেই ছেলেপুলেদের আর বড় কষ্ট পেতে হয় না। আজকালের ব্রাহ্মণদের যেরূপ আচার ব্যবহার তাতে তাঁরা যে শূদ্রের বাড়ী মাছের ঘণ্টো, মাছের কালিয়া খাবেন তার আর বিচিত্র কি? অনেকে ভাত পর্য্যন্তও মেরে দিচ্ছেন, তা এতো সামান্য তরকারি মাত্র। ব্রাহ্মণগণ আপন দোষেই যে দিন দিন এত হীন বীর্য্য হই-তেছেন, সমাজে দিন দিন এত নীচ হইয়া যাইতেছেন, তাহার কারণ শুদ্ধ এই সব অনাচার আর কিছুই নহে। শূদ্রেরাও সব ব্রাহ্মণ মহাশয়দের গতিক দেখে বেশ বুঝে নিয়েছে যে এঁদের আর ব্রাহ্মণত্ব কি? শুদ্ধ একগাছা করে দড়ি রেখেছে বই ত নয়? তাতে আবার অনেকের সকল সময় দেখতে পাওয়া যায় না, কখনং বালিসের নীচে ভ্রম বশতঃ থাকে, নয় ধোপার বাড়ী কাচতে যায়। তা বাস্তবিক আজকাল অনে-কেরই এই রকম হয়ে উঠেছে বটে, কালে আরও যে কত হবে তা বলা যায় না। তবে "অনাচারী দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ" এই যে শ্লোকটি আছে এইতেই এক রকম থাকা যাচ্ছে ও পরেও যাবে, তা না থাকলে কি যে হতো বলতে পারিনা। তবে মাঝে থেকে কেবল শূদ্র মহাশয়রাই ঠকে যাচ্ছেন। যাহোক

লোকে কেন মিছামিছি মেলাই কতকগুলো তরকারি করে বৃথা পয়সা নষ্ট করে। ফলেত কিছুই হয় না। তরকারির পর কচুরি বেরুলো, তৎপরে নানারকম মেঠাই ও পাঁচ-ছ-রকম সন্দেশ এবং খিরেলা সংযুক্ত সরা বেরুলো। পাড়ার মেলাই প্রৌঢ় ও বৃদ্ধরা এক এক নল লাগান হুঁকো হাতে করে ইতস্ততঃ ঘুরে ঘুরে তত্বাবধারণ করতে ব্যস্ত রয়েছেন এবং কার কি চাই, কার কি নাই, কে কি নেবেন, পাত দেখে দেখে জানিয়ে দিচ্ছেন। বড়২ ফলারে এমন অনেক সুসভ্য লোক দেখতে পাওয়া যায় যে তাঁরা যখন দই বেরিয়েছে, তখনও পর্য্যন্ত মাছের তরকারি চাইছেন; এই সব মজলিসি বাবুদের জন্যে পরিবেশনিরা বড়ই সুখ বোধ করে থাকেন? পাঠকগণের মধ্যে যদি কেহ কখন এরূপ ভুগিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহার মর্ম্ম বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন। ক্রমে চাটনি, দই, ক্ষীর বেরুলো। অনেক আপীংখোর ও কপট আপাংখোর মহাত্মারা ক্ষীর বেরুলো দেখে কটরা সরিয়ে সরাগুলি বাগিয়ে রাখতে লাগলেন। এঁরাই যথার্থ সার্টিফিকিটওয়ালা ফলারে। ক্রমে ক্ষীর দই দেওয়ার পর সন্দেশ বেরুলো। বড়বাবু গলবস্ত্র হয়ে সকলের নিকট "মহাশয়ের কি চাই" "মহাশয় কিরূপ হচ্চে" বলেং যেতে লাগলেন। ক্রমে পান বেরুলো, গোলমালও হতে আরম্ভ হলো। পরে সকলে উঠে আঁচাতে গেল। অনেক ভদ্র গুলিখোর, বয়াটে ছোঁড়া, সেকেলে বুড়ো ও সুসভ্য ইয়ং বেঙ্গল মহোদয়েরা পর্য্যন্ত পাতের দই ও হাঁড়া মাখান লুচি সন্দেশ ও পাঁচ রকম মেঠাই তুলে নিয়ে চল্লেন। পাড়ার ও পাড়ার নিকটস্থ অনেক বেটা ব্যাদড়া ও বদমাইস

ছোঁড়ারা এই গোলমালে আপনাদের ছেঁড়া জুতোগুলি বদলে পায়ের মত ভাল২ জুতো পায় দে একেবারে বাড়ীর দিকে চলে গেল। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের পর নবশাখ ও অন্যান্য লোকদের পাতের উয্যুগ হতে লাগলো।

ওদিকে কন্যা সম্প্রদানের পর বরকে বাসর ঘরে নে যাওয়া হয়েছে। সেখানে বসে প্রথমে কড়িখেলা ও মুংলি ভাঁড়ের চাল চালাচালি ইত্যাদি নানান মেয়েলি ব্যাপার সমাপ্ত হলো। বরক'নের জল খাওয়াও শেষ হলো। ক্রমে যত সব যুবতী, অর্দ্ধ যুবতী, ছুকরী, মায় আদ বুড়ী ও বুড়ীরা পর্য্যন্তও বাসরে এসে দেখা দিতে লাগলেন। ক্রমে বাসর ঘরে লোক থৈ থৈ করতে লাগলো। আমাদের বাসর ঘরে আমোদের চূড়ান্ত হয়। আমরা ত এত বুড়ো হয়েছি, তবু এখনও বাসরের কথা মনে পড়লে মুখ দে টস টস করে লাল গড়ায় ও আবার বে করতে ইচ্ছে হয়। আজকালকার বাসর ঘর আর ঘোষপাড়ার কি জগন্নাথক্ষেত্রের মেলা এ সবই সমান। এখানেও কোন বাচবিচার নাই, কেবল হরিঘোষের গোল। "দ্যাক তোর না দ্যাক মোর"। এক্ষণকার অনেক ইংলণ্ডীয় সভ্যতাপ্রিয় যুবকেরা স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী হইয়া আপনার২ পরিবারদিগকে অনায়াসেই কোন বাড়ীর বাসর ঘরে পাঠিয়ে দেন, কিন্তু তাঁরা জানতে পারেন না যে, তাঁদের পরিবারেরা বাসরে বসে বসে কি কাণ্ডই করে, কি বেহায়াপনাই দেখায়। লোকে কথায় বলে "বাঁদা গরু ছাড়া পেলে ল্যাজ তুলে নাকায়"; তা এরাও ঠিক সেই রকম। এঁদের ব্যাপার ও কাণ্ড-কারখানা দেখলে কি জানতে পারলে বোধ হয় আর

কেউ কখনও বাসরে মাগ পাঠাবেন না। সেই জন্যই বাসরের কাণ্ডটা অমনি যাহোক একটু সংক্ষেপেই বলে যাওয়া হলো।

বাসরের আমোদ ক্রমে চলতে আরম্ভ হলো। কোন যুবতী পরনে পাতলা ফিনফিনে কাপড়, মাথা ও বুক হাঁ২ কচে, বরকে বলচেন, "বলি! অমোন করে চুপটি মেরে বসে ভাবচো কি? মাগ কি মনে ধরেনি নাকি?" অপর একজন অমনি বলচেন, "ওলো কুসোম! তা নয় ও তোকে চেয়ে চেয়ে দেখচে—দেখিস লো সাবধান!" কুসোম অমনি বলচেন, "আমাকে দেকে আর কি হবে, দেকলে ত আর কোন কায হবেনা।" কোন যুবতী বলচেন, "ভাই! একটা গান গাও"; বর উত্তর কচ্চেন, "আমি গানটান জানিনে, আপনি একটা গান, শুনি।" যুবতী বলচেন, "তুমি হচ্চো কলকেতার ছেলে গান জাননা একি হতে পারে?" কোন কামিনী বলচেন, "বর ভাই কতা কয়না ক্যানো ভাই? বোল হয়ে গেচে নাকি, ওলটোল আনতে হলো দেকচি।" কোন কামিনী থাকি বরের কান মলে ও মাঝে মাঝে গালে দুটো একটা ঠোনা মেরে হাতের সুখ করে নিচ্চেন। কোন যুবতী কনেকে ধরে জোর করে বরের কোলে বসিয়ে দিয়ে বরকে বলচেন, "ধরো, ভালো করে জড়িয়ে ধরো, জড়িয়ে ধরতেও জানোনা নাকি?" কেউ অমনি মাঝে থেকে বলে উঠচেন, "দেকিস লো" বিরাজ! ব্যান তোকে শুদ্ধ জড়িয়ে ধরেনা।" বিরাজ উত্তর কচ্চেন, "আমায় জড়িয়ে ধরে আর কি হবে, যাকে ধরে কিছু হবে, তাকে ধরুক।

তিনি আবার বলচেন, "ক্যান্‌লো! তোকে জড়ালে কিছু হবেনা ক্যান? তোর ভাতার যেকোন জড়ায় তকোন হয়, আর য়্যাকোন হবেনা?" বর কলকেত্তার ইয়ার ছেলে, এই সব শুনছেন আর মাঝে মাঝে এক আদটি বুকনি দিচ্চেন; মাঝে মাঝে দুএকজন বুড়ো ঠানদিদি গোছ মাগীরা আসর থেকে গলা বাড়িয়ে বলচেন, "বলি ও বর! ও শালা চোর! তোর মুকে কি কতা নেই? য়্যাতো ফচকে ছুঁড়ীরে জ্বালাতন কচ্চে, আর তুই কিছু কত্তে পাচ্চিসনি! আমরা হলে মজা দেকিয়ে দিতুম"। কোন কামিনী বলচেন, "বরের ভাই ভয় হয়েচে, তা নইলে অমোন করে রয়েচে ক্যানো?" অপর একজন বলচেন, "কিসের ভয়? আমরা ত আর বাগ নই যে খেয়ে ফেলবো।" কোন যুবতী বলচেন, "বর দেকেছিলুম ভাই ভবোর ভাতারকে, অমোনতরো আর কাকেও দেকলুম না। তাকে বলতে না বলতেই কতো ভাল থিয়েটারের গান গাইলে, ভবোকে কোলে বসিয়ে যোবামুক্তুরি ক্যামোন ভাল করে জড়িয়ে ধরে কতক্ষোণ কোলে বসিয়ে রাকলে।" ভব সেখানে ছিল, এই সব শুনেই একটু লজ্জিতা হয়ে তাঁকে ঠেলে দে বলে উঠলেন, "দ্যাকো খুড়ীমা! তোমার আর মিচে বাক্‌চাতুরি কত্তে হবেনা। একোন যা কত্তে এয়েচো তাই করো।" কোন কামিনী অনেকক্ষণ দেখেশুনে আপনি স্বয়ংই "লিরিত্তে মাখান সোহাগে গলান হার গেঁথেছি" এই গানটি গাইলেন। ক্রমে অপরাপর দুএক রমণীও ঐ রকম ধরণের দুএকটী গান গাইতে লাগলেন; ক্রমে অনেকক্ষণের পর বরকেও দুএকটী গাইতে হলো। তিনি—

"সুখের যামিনী, নাথ গুণমণি,
আমারে ত্যজিয়ে তুমি রহিলে কোথায়।
সুখেরি বসন্ত, নাহি প্রাণকান্ত,
যৌবন জ্বালাতে আমি করি কি উপায়॥
আমার এই যৌবন তরী, তাহাতে নাহি কাণ্ডারি,
কাণ্ডারি বিহনে আজি, তরী কে চালায়॥"

এই রকম বাচাং ইয়ারকি পোরা গুটিদুচ্চার গান গাইলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হয়ে এল। যত বুড়া ও আদবুড়ী মাগীরে গড়াং পড়ে বাসরেই ঘুমুতে লাগলো। মেলাই ছুঁড়ী ও ছোটং মেয়েরা বাসরে বর আসবার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে। এখনও পর্য্যন্ত তাদের চেতনা নাই, এরা যে কিজন্যে ও কি কত্তে বাসরে আসে, তাতো কিছুই জানতে পারা যায়না; অথচ এরা নেই এমন কোন বাসরই দেখতে পাওয়া যায় না। মেয়েদের নানা রকম ঠাট্টা তামাসা ও বেহায়াপনা করতেং রাত্রি প্রভাত হয়ে গেল। পাড়ার যত সব মেয়েরা ও বৌঝিরা সমস্ত রাত জেগে ঝড়ো কাকের মত যে যার বাড়ীতে চলে গেল, বাড়ীর সকলেই উঠলেন।*

বাহিরে প্রাতঃকাল থেকেই মেলাই রেও, গুলিখোর, কৌলীন্য মর্য্যাদাভিবিক্ত বেকার ভদ্র সন্তান, কাঙ্গালী, দরিদ্র ও ভিক্ষুক জমতে আরম্ভ হলো;—তাদের রৈ রৈ ও হৈ চৈ শব্দে বাড়ী প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। বরকর্ত্তা উঠে সমাগত

* পাঠক মহাশয়! আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন। সত্য চিত্রের অনুরোধে আমরা অনেক বেয়াদবি করিলাম; নতুবা চিত্র সম্পূর্ণ হয় না।

লোকদিগকে কাকেও একটী দুয়ানি, কাকেও সিকি, কাকেও আধুলি, কাকেও বা টাকা, আর কাকেও বা ছটোচাট্টে পয়সা, এই রকম দে ও নানারূপ অনুনয় বিনয় করে বিদায় করে লাগলেন। ক্রমে বিদায় আদায় দেওয়া থোয়া সব শেষ হয়ে গেল। বরকর্ত্তা বড়বাবুকে শীঘ্র বর বিদায়ের কথা বলে দিলেন।

ক্রমে বেলা হলো দেখে, বরকে চিঁড়ে মুড়কি দধি কলার ফলার করিয়ে এবং [illegible] আশীর্ব্বাদ করে গাড়ীতে তুলে দেবার [illegible] হলো। দিদি দাসী সরোজিনীর সঙ্গে [illegible]। বাড়ীর মেয়েরা সকলে কাঁদতে লাগলো ও সরোজিনীর [illegible] অনেক [illegible] সঙ্গে সাজ পেতে লাগলো। ক্রমে বর [illegible] উঠলেন, সরোজিনী ও দিদি দাসী অন্য একখানা গাড়ীতে উঠলো। দান সামগ্রী সমস্ত এই গাড়ীতেই তুলে দেওয়া হলো। গাড়ী গড়র করতে করতে চল্লো। বরকর্ত্তা আর তাঁর দুচারজন বন্ধুবান্ধব সমস্ত বাক্স নিয়ে অবশেষে বিদায় হলেন। বে বাড়ীর হাঙ্গামা কতকটা চুকে গেল। ক্রমে ফুলসজ্জাদির ব্যাপারও চুকে গেল। সরোজিনীর বিবাহ শেষ হয়ে গেল, বড়বাবুও কন্যা দায়ের ভাবনা হতে নিষ্কৃতি পেলেন।

ক্রমে দেখতে দেখতে মাঘ মাস ফুরিয়ে গেল, ফাল্গুন মাস পড়লো। সরোজিনী পিতৃ গৃহে এলেন। বৃদ্ধ গুরুদাসের সংসার পূর্ব্ববৎ চলতে লাগলো। ক্রমে বসন্তকাল আসিয়া নানা রঙ্গে দেখা দিলেন। পৃথিবীস্থ বৃক্ষ তরুলতাদি নূতন২ বেশ ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতে আরম্ভ

করিল; সরোবর, হ্রদ, তড়াগ, পল্বল প্রভৃতি জলাশয় সকল প্রচণ্ড সূর্য্য কিরণে দিন দিন শুষ্ক হইয়া যাইতে লাগিল। কদম্ব তরু মালা বঙ্গ বিধবার ন্যায় অলঙ্কার শূন্যা হইতে লাগিল। পলাশ বনরাজি নব-বিবাহিতার ন্যায় অলঙ্কারাবৃতা হইতে লাগিল। কোকিলের ধ্বনি বিরহিণীর হৃদয় বিদীর্ণ, চিরপ্রবাসীর মন আকর্ষণ ও বালকদিগকে বিরক্ত করিতে লাগিল। অলিকুল আহ্লাদে নাচিতে নাচিতে কুসুমোদ্যানে বিচরণ করিতে লাগিল। বসন্তানিল মন্দ মন্দ সঞ্চালিত হইতে লাগিল।

ক্রমে মাসের ১০ই উপস্থিত। আজ চাঁচড়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে আজ মহা ধূম। সকাল থেকেই মেলাই কুটুম্ব সাক্ষাতের ছেলে, মেয়ে ও বৌঝিরা সব আসতে আরম্ভ করেছে। বাড়ী সব রীতিমত করে সাজান হচ্ছে। উঠানের উপর মস্ত এক লাল সামিয়ানা টাঙান হয়েছে, নিচের লম্বা কারপেটের গালিচে পাতা হয়েছে, চারিদিকে ৪।৫শো এমে রিকান চেয়ার পড়ে গেছে, ২০।২৫খানা সোফাও রাখা হয়েছে, চারিদিকে চীনের টবের উপর নানাবিধ ফুল গাছ বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, আসরের চারিদিকেই ডালং ঝাড়, লণ্ঠন, দেয়ালগিরি, ছবি টাঙান হয়েছে, মাঝে মাঝে দুএকটা ঘড়িও বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, বাড়ীর সদর দরজার সম্মুখে দেবদারু পাতার মস্ত এক গেট প্রস্তুত করা হয়েছে। বৈঠকখানার এক ঘরে আপিসের সাহেবদের জন্য উইলসন হোটেলের উত্তম২ খানা এনে ডিসে করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, দুএক কাঁদি চাঁপা কলা ও মদও আছে, চারজন বাবুর্চি এই সব ব্যাপারে নিযুক্ত রয়েছে। অন্য এক এক ঘরে সিলেক্টেড পার্টিদের

জন্য কুক্কো লুচি, পাঁটা, খিরেলা, চারখানি আসন, চারখানি রূপার রেকাবি ও চারটি রূপার গেলাস রয়েছে, দুজন বিষ্ণুপুরের ঠাকুর এই সব কার্য্যে নিযুক্ত আছে, ঘরের এক কোণে ফিলটারে, ক্যাওড়া, গোলাপ ও বরফ মিশ্রিত জল রয়েছে। ওপরের বৈঠকখানার একটী ঘরে এক কেশ স্যাম্পেন ও আলমারির ভিতর ২০।২৫টে ব্র্যাণ্ডির বোতল রয়েছে, ঘরটার চারিদিকেই সবুজ রঙ্গের স্ক্রীন ফেলা। বাড়ীর ভিতর মেয়ে ব্যাপারেও ভাত লুচিটুচি নানান জিনিষ প্রস্তুত হচ্ছে।

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল। পুরোহিত মহাশয় মহা সমারোহে বৃদ্ধ গুরুদাসের পৈতৃক বিগ্রহ গোপালজীকে গঙ্গাতীরে নিয়ে গেলেন;—চাচর শেষ হয়ে গেল।

ক্রমে রাত্রি হতে লাগলো। সহরের ৫।৬ জোড়া উৎকৃষ্ট২ খেমটা ও তয়ফাওয়ালিরা এসে উপস্থিত হতে লাগলেন। দুচারখানা বড়২ জুড়ি ও ক্রুহ্যাম আসতে আরম্ভ হলো। ক্রমে একে একে নিমন্ত্রিত মহোদয় রায় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আপিসের সাহেবেরা ও মেমেরা এসে উপস্থিত হলেন। বাড়ী গরগরম হয়ে উঠলো, চারিদিকেই হৈ২ রৈ২ শব্দ। খিড়কি দে পাড়ার বৌঝিরা সব আসতে আরম্ভ কল্লে। বাড়ীর ভিতরের মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ এক একবার চিকের কাছে এসে উঁকি ঝুঁকি মেরে আসর দেখতে লাগলো, কেউ কেউ নাচ হবার দেরি আছে বলে বিছানায় গে শুয়ে পড়লো। সদর দরজার কাছে বহরমসিং এক তলোয়ার হাতে করে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে এবং টিকিট দেখে দেখে বাজে লোকদের ঢুকতে দিচ্ছে। মেলাই ইতর লোকেরা হতাশ হয়ে কেউ

রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাঁ করে উঁকি মেরে দেখতে লাগলো, কেউ-বা গুরুদাসের বাগানের গাছে উঠে ঊর্দ্ধ মুখে দেখতে লাগলো। এদিকে দেখতে দেখতে সাহেবসুবোদের সব খাওয়া হয়ে গেল। সমাগত অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণেরও ক্রমে ক্রমে খাওয়া সমাপ্ত হলো। সকলেই এসে আসরে বসলেন। ব্যাণ্ড বেজে উঠলো। ব্যাণ্ডের শব্দ হবামাত্রই অন্তঃপুরের মেয়েরা সকলেই শশব্যস্ত হয়ে চিকের কাছে এসে উপস্থিত হলো। নাচ আরম্ভ হলো। মেজবাবু সাহেবসুবো ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণের হাতে জরি জড়ান গোলাপ ফুলগুলি একটী একটী করে দিয়ে বেড়ে লাগলেন। নাচ চলতে লাগলো। এই রকম মহা আমোদ আহ্লাদে সে রাত্রি অতিবাহিত হয়ে গেল।

পরদিন দলস্থ ব্রাহ্মণ ও পাড়ার যাবতীয় শূদ্রদের লুচি-মণ্ডার সাপ্টা ফলার খাওয়ান হলো। বৈকালে কীর্ত্তন আরম্ভ হলো। রাত্রি দুই প্রহরের পরে যোড়াসাঁকোর সকের দলের "নন্দ-বিদায়"এর পালা গাওনা হতে লাগলো। অতি সমারোহে দোলযাত্রা শেষ হয়ে গেল, সম্বৎসরের পর পাঠকগণও মুখো-পাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে দুদিন খুব আমোদ আহ্লাদ ও সমারোহের কাণ্ডকারখানা দেখতে পেলেন।

ক্রমে দেখতে দেখতে দিন অতিবাহিত হতে লাগলো। ফাল্গুন মাস শেষ হয়ে গেছে, দেখতে দেখতে চৈত্র মাসও ফুরিয়ে গেল। আজ বৎসরের শেষ দিন। আজ চড়ক। চারি-দিকেই ঢাকের বাজনা শোনা যেতে লাগলো, মেলাই ছুতোর, কামার, দুলে, কৈবর্ত্ত ও স্যাকরা প্রভৃতি ইতর জাতীয় লোকেরা— কারুর মাথায় ডাল টুপি, কোমরে রূপোর গোট, পরনে

জলবাহার ঢাকাই সাড়ি মালকোঁচা মারা, কারুর হাতে বাবা তারকনাথের ছোপানো গামছা, কোমরে রুপোর চন্দ্রহার, পরনে লাল কস্তাপেড়ে সাড়ি, মালকোঁচা মারা, কারুর হাতে বাজু ও তাবিজ গলায় সাতনল, ও কোমরে তারাহার, পরনে কালাপেড়ে পাছাওয়ালা সাড়ি মালকোঁচা মারা, সকলেরই গলায় উত্তরি,—আজ কদিনই মহা আনন্দে রাস্তায় রাস্তায় নেচে বেড়াচ্চে।

আমাদের মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীর নিকটস্থ বোসদার বাটীতে গাজোন। বেলা ২।৩টের মধ্যে মেলাই লোকের ভিড় হতে আরম্ভ হলো ক্রমে মেয়ে, ছেলে ও মাগী মিন্সে যেতে গাজোনতলা পূরে গেল। শিবের কাছে মাথা চালা, হতে লাগলো। সন্ন্যাসীদের মাথা চালায় ও পুরোহিত মহাশয়ের অনবরত জল ছিটোনোয় ফুল পড়লো। তারপর ঝাঁপ হয়ে গেল। ক্রমে সকলে চড়কগাছের কাছে গে উপস্থিত হলো। চড়কতলায় এর মধ্যেই মেলাই লোক এসে উপস্থিত হয়েছে। কত বেটা বৎসরের শেষ দিন কিছু পয়সা আদায় করবার চেষ্টায় কত রকমেরি জিনিষপত্র ও খেলনা নিয়ে বেচতে বসে গেছে। ড্যাং২ করে ঢাকের বাজনা অনবরতই বাজচে. ক্রমে চড়কী মহাশয় (তাঁর মান আজ দেখে কে?) সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তৎপরে তাঁর পিঠে গামছা দে বেঁধে চড়ক গাছে পাক দেওয়া হতে লাগলো। সকলেই "দে পাক দে পাক" বলে চীৎকার করতে লাগলো, সকলেই আনন্দে হাততালি দিতে লাগলো। "কারুর সর্ব্বনাশ, কারুর পৌষমাস!"

এই রকমে চড়ক পার্ব্বণ সাঙ্গ হয়ে গেল, বৎসরও শেষ হয়ে গেল। পুরাতন বৎসর অতীত হয়ে নূতন বৎসর এসে দেখা দিলেন। বৃদ্ধ গুরুদাসের সংসার পূর্ব্বের মত চলতে লাগলো। আমাদের সেজবাবু যদিও ছেলের বাপ হয়েছেন, তত্রাচ তাঁর স্বভাবের কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই, এখনও সেইরূপ। যৌবন মদে মত্ত হইয়া আরও অতিরিক্ত সুরা পানাসক্ত হইয়া উঠিয়াছেন, বাটীতে প্রায় যান না,—বেশ্যা লইয়াই নানারূপ ভীষণ অত্যাচার করতঃ জীবন অতিবাহিত কচ্ছেন।

উঃ! যৌবন কি ভীষণ কাল! এমন ভীষণ সময় মনুষ্য জীবনের আর কোন অংশেই ঘটে না। যৌবনে প্রবেশ করিলে মনুষ্যদিগের ব্যবহার পশুবৎ হয়। যেমন মধ্যাহ্ন সময়ে মার্ত্তণ্ডের তেজ অতীব তীক্ষ্ণ হয়, তদ্রূপ যৌবনারম্ভে মানব হৃদয়েও কাম-ক্রোধাদি রিপুগণ অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে। যৌবনারম্ভে দুর্দ্দান্ত রিপুগণ মানবদিগকে একেবারে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করিয়া দেয়, তাহাদের ভোগবাসনানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। যুবা লোকেরা তখন অতি গর্হিত ও অতি ভীষণ দুষ্কর্ম্ম করিয়াও আপন স্বার্থসিদ্ধি করিতে কিছু-মাত্র কুণ্ঠিত হয়েন না, মানাপমান কিছুই গ্রাহ্য করেন না, সদাই ইন্দ্রিয় সুখে উন্মত্ত হইয়া বিচরণ করিয়া থাকেন। অতিশয় বুদ্ধিমান ব্যক্তিই এই তরঙ্গ হইতে উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হয়েন; নতুবা ইহার স্রোতে নিমগ্ন হইতে হয়, একবার ডুবিলে আর উঠিতে পারা যায় না।

এইরূপে কিছুদিন গত হইলে উৎকট ব্যাধি সেজবাবুকে

আক্রমণ করিল। তিনি শয্যাগত হইলেন। দিন দিন তাঁহার ব্যাধি অতি ভীষণ ভাব ধারণ করিতে লাগিল। গ্রামস্থ ডাক্তার ও চিকিৎসকেরা চিকিৎসা করিতে লাগিলেন; কিন্তু রোগের কিছুতেই কিছু প্রতীকার না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতে লাগিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও তাঁহার অন্যান্য পুত্রেরা গ্রাম্য চিকিৎসকদিগের দ্বারা কিছুই উপকার হইতেছে না দেখিয়া, তাঁহাদের উপর আর না নির্ভর করিয়া কলিকাতা হইতে জনৈক ইংরাজ ডাক্তার আনাইয়া তাঁহার দ্বারাই চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। আজকাল হাতুড়ে ডাক্তার ও বৈদ্য মহাশয়দের জ্বালায় প্রাণ বাঁচান ভার। যাহা আমরা দুইচারিজন ম্যালেরিয়ার ধাক্কা খাইয়া বাঁচিয়া আছি; তা আমরাও অধিক দিন টেঁকি না। যাঁহার যাহা ইচ্ছা একটা মনোমত ঔষধ প্রস্তুত করিয়া সকলপ্রকার অসাধ্য রোগের, এমন কি গরু হারাইলেও পাওয়া যাইবে বলিয়া সুদীর্ঘ বিজ্ঞাপনী প্রকাশ করিয়া থাকেন। বিদ্যা সকলেরই আমাদেরই মত, কেবল চারি ছয় আনার একটা টিনের বাক্স ও গোটাকতক ভাঙ্গা শিশি এবং দুএকখানা হোমিওপেথিক পুস্তক যোগাড় করিতে পারিলেই অনায়াসে চিকিৎসা হইয়া থাকে। কবিরাজ মহাশয়দের ব্যাপার, এঁদের অপেক্ষা আরও সরেশ। অনেকেই কেবল হিতোপদেশ ও কবিকঙ্কণ চণ্ডী পড়েই চিকিৎসা আরম্ভ করেছেন। হায়! আমরা কতদিনে যে এই সব যমরাজের পোষ্যপুত্রগণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইব, তাহা বলিতে পারিনা।

ইংরাজ ডাক্তারের চিকিৎসায়ও কোন ফলোদয় হইলনা,

ব্যাধি দিন দিন অতি সংশয়াপন্ন হইতে লাগিল। নানা উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হইল। সেজবাবুর জীবনের আশা ক্রমেং শেষ হইয়া আসিতে লাগিল। বাড়ীর সকলেই অতীব ভাবিত ও বিষণ্ণ হইতে লাগিলেন। সকলেই দিন দিন বিমর্ষ ও দুঃখিত হইয়া উঠিলেন। হায়! কালের কি ভীষণ চক্র! বিধাতার কি অখণ্ডনীয় লিপি! ইহাকে নিবারণ করিতে কেহই সমর্থ নহেন—কি ধনী, কি দরিদ্র, কি বলী, কি দুর্ব্বল, কি রাজা, কি প্রজা, কি ধার্ম্মিক, কি পাপিষ্ঠ, সকলেই কালের নিকট পরাস্ত, কালের ভীষণ দণ্ড অতিক্রমে কেহই সমর্থ নহেন। ১৫ই বৈশাখ রাত্রি দুই প্রহরের সময় সেজবাবু প্রাণত্যাগ করিলেন। বৃদ্ধ গুরুদাস পুত্রশোকে হাহাকার করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। তদীয় অপরাপর পুত্রগণ ভ্রাতৃশোকে উন্মত্ত হইয়া ভীষণ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। সেজবধূ ঠাকুরাণী স্বামীশোকে বিহ্বলা হইয়া পাগলিনীর ন্যায় চীৎকার করিয়া ধরাতল যেন বিদীর্ণ করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। পুত্রশোক-কাতরা জননী হাহাকার ধ্বনি করিয়া জগৎ প্রকম্পিত করিতে লাগিলেন। বাটীর যাবতীয় লোকই সেজবাবুর মৃত্যুতে সকরুণ বিলাপধ্বনি করিতে লাগিলেন;—ভীষণ শোকসাগর উত্তালতরঙ্গ মালায় উচ্ছ্বলিত হইতে লাগিল। জন্মিলে মরিতে হইবে, ইহা ত সকলেই জানে; তবে কাহারও মৃত্যুতে লোকে এত দুঃখে অভিভূত হয় কেন? এত শোকার্ত্ত হয় কেন? এ সংসার অনিত্য,—কিছুই চিরস্থায়ী নহে। যিনি ক্রন্দন করিতেছেন, তিনিও একদিন এই দুঃখপূর্ণ মহীমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন

করিবেন। তুমিও মরিবে! আমিও মরিব! হয় আজ নয় কাল, নয় দুদিন পরে, তবে আবার কাঁদি কেন? মন বুঝেনা। যথাসময়ে অর্থাৎ বয়প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যু হইলে তত দুঃখ হয়না, তত শোক হয়না, হৃদয় তত বিদীর্ণ হয়না; কিন্তু অসাময়িক মৃত্যুতে মনে অতিশয় খেদ থাকে; আমি আরও তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম,—এই খেদেই মন অজ্ঞাত অনলে পুড়িয়া ছারখার হয়। এই খেদেই হৃদয় চূর্ণ হইয়া যায়।

এদিকে সেজবাবুর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার মৃতদেহ শ্মশানে লয়ে যাওয়া হলো। ক্রমে চিতা সজ্জিত হইল. বায়ু বেগে বহিতে লাগিল। জগৎ আঁধার হইতে লাগিল। উঃ! কি ভয়ানক দৃশ্য! কি ভীষণ অন্তঃস্থলস্পর্শী দৃশ্য! ভাবিলে হৃৎকম্প হয়! ক্রমে চিতা প্রজ্জ্বলিত হইয়া সজোরে জ্বলিতে লাগিল। সেজবধূ ঠাকুরাণীর হৃদয়সর্ব্বস্বধন অনলে ভস্মীভূত হইতে লাগিল। সেজবধূ ঠাকুরাণীর সুখদুঃখ, ভাবনা, প্রেম, প্রণয়, ভালবাসা সমস্তই তাঁহার হৃদয় হইতে বিলীন হইতে লাগিল,—সমস্তই তমোময় হইতে লাগিল। এ সংসারে বিষধর তাঁহাকে অসময়ে দংশন করিল,—দুরন্ত বৈধব্যানল তাঁহাকে বাল্যাবস্থা হইতেই দগ্ধ করিল, অতি অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার আশাতরু নির্ম্মূল হইল।

হায়! কালের কি কঠোর শাসন! কালের দণ্ড কি ভয়ানক ভীষণ! ইহার প্রভাবে সকলেই নত। যে গুরুদাসের সংসার এতদিন কতই সুখসচ্ছন্দে অতিবাহিত হইয়া আসিতেছিল, কৃতান্তের কুঠারাঘাতে আজ তাহার কি দশাই ঘটিয়াছে, কি শোচনীয় অবস্থাই উপস্থিত হইয়াছে! সেজবাবুর

মৃত্যুতে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংসার একপ্রকার ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। বাড়ীর যাবতীয় লোক সদাই বিষণ্ণ, সদাই বিমর্ষ ও সদাই শোকাকুল। সেজবধূ ঠাকুরাণী যোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমে অনাথিনী হইলেন। যুবতী এই অল্প বয়সেই দুরন্ত বৈধব্যানলে নিক্ষিপ্ত হইয়া দগ্ধ হইতে লাগিলেন,—সদাই বিলাপ—সদাই অনুতাপ—সদাই শোক। হায়! বৈধব্যানল কি ভয়ানক! বিধবা হওয়া কি ভীষণ ব্যাপার, তাহা বর্ণনাতীত। এই হতভাগ্য বঙ্গভূমে কতশত অবলা রমণী ইহার ভীষণ অনলে দগ্ধ হইতেছেন, কতশত রমণী এই ভয়ানক যন্ত্রণার্ণবে আজীবন মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন, কতশত অবলা নারী এই ভয়ঙ্কর আশীবিষে দষ্ট হইয়া জর্জ্জরীভূত রহিয়াছেন, তাহা বলা যায় না! অবলা বঙ্গীয় কামিনীদিগের পতিই এক মাত্র গতি, পতিই একমাত্র উপায়, পতিই একমাত্র সুখের সোপান, পতিই তাহাদিগের সর্ব্বস্ব, কিন্তু দেশাচারের কি প্রবল প্রতাপ! কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! ইহার প্রভাবেই কতশত পতিসম্মানভিজ্ঞ বালবিধবাগণ কত দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। হায়! এ দেশের পুরুষগণ কি নির্দ্দয়, কি নিষ্করুণ, কি পাষণ্ড, কি কুসংস্কারাচ্ছন্ন! এই সমস্ত অবলাদিগের যন্ত্রণা দেখিয়াও তাহাদের স্বার্থপর অন্তঃকরণে কারুণ্যরসের আবির্ভাব হয় না, হৃদয়ে কিছুমাত্র মমতার উদ্রেক হয় না! উঃ কি ভীষণ! কি ভীষণ! হায়! আমাদের দেশ কি হতভাগ্য! দেশবাসীগণ কি ভয়ানক নির্দ্দয়! হিন্দুশাস্ত্র কি কুৎসিৎ ও জঘন্য! দেশাচার কি কদর্য্য।

এইরূপেই কিছুদিন গত হইতে লাগিল। আহা! জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য মায়া! কি অদ্ভুত কৌশল! ইহার প্রভাবে লোকে অতি শোকাকুল হইলেও অত্যন্ত দুঃখিত ও ব্যথিত হইলেও কিছুকাল পরেই আবার সাংসারিক মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া সমস্তই বিস্মৃত হইয়া যায়, সমস্তই হৃদয় হইতে দিন দিন অন্তর্হিত হইতে থাকে। যদ্যপি মানবগণ এইরূপ সাংসারিক মায়ায় বদ্ধ না হইতেন, যদ্যপি সকলে এই সংসারের মোহজালে জড়িত না হইতেন, তাহা হইলে জগতে এতদিন প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত হইত। এই মায়াতেই তুমি বাঁধা, আমি বাঁধা, সমগ্র জাতি বাঁধা, সমগ্র মনুষ্যমণ্ডলী বাঁধা। এই মায়াতেই স্নেহময়ী জননীও পুত্রশোক বিস্মৃত হইতেছেন, প্রিয়তমা বনিতাও স্বামী-বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা বিস্মৃত হইতেছেন। যদ্যপি শোক, দুঃখ, বিলাপ, পরিতাপ অহরহঃ হৃদয়মধ্যে জাগরূক থাকিত, তাহা হইলে এই প্রাণীপূর্ণ জগতে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইত। যত শোক, যত দুঃখ ও যত কষ্ট হউক না কেন, সাংসারিক মায়ায় সমস্তই বিস্মৃত হইতে হইবে, সংসারের মোহজালে বদ্ধ হইয়া সমস্তই এককালে ভুলিতে হইবে। চিরস্থায়ী কিছুই নহে, কিছুই চিরকাল থাকিবে না। সেজবাবুর মৃত্যুর কিছুদিন পরে পুনরায় সমস্তই হইতে লাগিল। বৃদ্ধ গুরুদাসের সংসারও পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল; কিন্তু এখন সকলেই দুঃখিত, সকলেই বিমর্ষ ও সকলেই শোকাকুল।

ক্রমে দিন যায় দিন আসে, দেখতে দেখতে বৈশাখ মাস অতীত হয়ে গেল, জ্যৈষ্ঠ মাস এসে উপস্থিত। এবার মাসের ১১ই ষষ্ঠীবাটা। আজ ১১ই জ্যৈষ্ঠ। আজ ষষ্ঠীবাটা। বড়বাবুর

জামাতা (তিনি আজ আপিস থেকে ছুটী নিয়েছেন) নূতন শ্বশুর বাড়ী এসে উপস্থিত হলেন। মহা সমাদর করে নূতন জামাইকে বাইরের বৈঠকখানায় বসতে দোওয়া হলো। বাবুরা সব আপিসে বেরিয়ে গেছেন, কর্ত্তাও বেরিয়েছেন, সুতরাং বাড়ীতে কর্ত্তাপক্ষ এখন কেহই নাই। পুরুষের মধ্যে কেবল ছোট ছোট গুটিকতক ছেলে বাড়ীতে আছে। বেলা হলো দেখে জামাইকে বাড়ীর ভিতর এনে জলখাবার দোওয়া হলো। বড়বৌ ঠাকরুণ গিন্নির আদেশ মত জামাইয়ের হাতে বাঁটা দিলেন, জামাইও তাঁকে ৪টী টাকা দিয়ে প্রণাম কল্লেন। ক্রমে জল খাওয়া হয়ে গেল, জামাই বাবু শ্বশুরের ঘরে গে বসে বসে পান খেতে লাগলেন, ও ছোট ছোট শালাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে লাগলেন। এদিকে সরোজিনীর ভাতার এসেছে বলে পাড়ার নিকটস্থ বাড়ীর দুচারজন বৌঝিরা মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হতে লাগলেন, দুএকজন বুড়ো ঠানদিদিরাও এসে দেখা দিলেন। সকলেই নূতন জামাইএর কাছে গে কথাবার্ত্তা কইতে আরম্ভ কল্লে। কেউ বলচেন, "কি ভাই! চিনতে টিনতে পার কি?" কেউ বলচেন, "কি ভাই! ভাল আচ—বলি পথ ভুলে এয়েচো নাকি?" জামাই বাবুও কথার উত্তর দিতে লাগলেন। এই রকম অল্পক্ষণ কথাবার্ত্তা ও ছুটোচাট্টে ঠাট্টা তামাসার পর সকলে চলে গেলেন। জামায়ের ভাত খাওয়া হয়ে গেল। ক্রমে বঁটী-বাঁটার রাত্রি এক রকম আমোদ আহ্লাদে কেটে গেল।

আমাদের সেজবাবুর মৃত্যুতে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীর সকলেই অতিশয় শোকাকুল; তজ্জন্যই কেহ নূতন

জামাইকে খাওয়া দাওয়ায় কি অন্য কোন বিষয়ে কোন ঠাট্টা তামাসা কিছুই করেন না; আর তজ্জন্যই পাঠকগণ! আপনা-দিগকেও যষ্ঠীবাঁটার আমোদটা ভাল করে দেখাতে পারলাম না। কি করবেন বলুন—সকলই ঈশ্বরের কার্য্য।

ক্রমে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। সেজবাবুর পুত্রটীও দিনং বড় হইতে লাগিল। সেজবধূ ঠাকুরাণীর হৃদয় কিছুতেই শান্ত হইতেছে না; যখনি হৃদয় মধ্যে শোকানল জ্বলিয়া উঠে, তখনি তিনি কতই বিলাপ, কতই পরিতাপ করেন। আহা! যুবতীর অল্প বয়সে কি ভীষণ যন্ত্রণাই উপস্থিত হইল। রমণী-গণের আশা ভরসা সকলই শ্বশুরালয় হইতে, আবার সকল-প্রকার নৈরাশ্যও ঐ এক স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পতি জীবিত থাকিলে শ্বশুরালয় তুল্য সুখের স্থান আর কোথাও নাই, আর জীবিত না থাকিলে অমন বিষময় স্থান আর কুত্রাপিও দৃষ্টিগোচর হয় না। সেজবধূ ঠাকুরাণী সদাই বিষণ্ণা হইয়া থাকেন, কেবল বিলাপ ও অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াই জীবন ধারণ করে। তাঁহার শরীর শোকে তাপে ও ভাবনায় কঙ্কালাবশিষ্ট হইয়াছে, তাঁহার সেই অতুলনীয় রূপের ছটা মিলাইয়া গিয়াছে, রমণীকুলের চিরসাধ সুচিকন কবরীগুচ্ছ আলুলায়িত হইয়া তাঁহার সমস্ত পৃষ্ঠদেশে বিস্তৃত হইয়া বিলুণ্ঠিত হইতেছে, মস্তকে কিছুমাত্র তৈল নাই, সীমন্তে সিন্দুর বিন্দু নাই, অঙ্গে ভূষণাদি কিছুই নাই, বসনের সেরূপ উজ্জ্বলতা নাই, তাম্বুল রাগে অধর রঞ্জিত নাই, সদাই মলিনা, সদাই বিষণ্ণা. মধ্যে মধ্যে আহার করেন না, কেবল সদাই শোক, সদাই বিলাপ ও সদাই পরিতাপ। আহা! যুবতীদিগের একটী

কি দারুণ যন্ত্রণা! বৈধব্যানল কি ভয়ঙ্কর! পতির অসাময়িক মৃত্যু কি ভীষণ! অকাল মৃত্যু কি ভয়ানক!

ক্রমে এইরূপেই দিন গত হইতে লাগিল। দেখিতেং জ্যৈষ্ঠ মাসও শেষ হয়ে গেল! আষাঢ় মাস উপস্থিত। বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রাচীন অবস্থায় এই মর্ম্মভেদী পুত্রশোক প্রাপ্ত হইয়া একপ্রকার জর্জ্জরিত হইয়া রহিয়াছিলেন। এই ভীষণ শোকে ও নানা ভাবনায় তাঁহারও উৎকট জ্বরবিকার হইল, পরে গ্রহিণীও দেখা দিল। একে প্রাচীন অবস্থা, তাহার উপর এই উৎকট জ্বরবিকার ও গ্রহিণী রোগ উপস্থিত। পাঠকগণ! আপনাদিগকে বলিতে ক্ষতি কি, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গতিক বড় সুপ্রতুল নয়। ক্রমে দেখতে দেখতে রোগ বড় কঠিন ও সংশয়াপন্ন হয়ে উঠলো, পাড়ার যাবতীয় লোকের ও মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা মত বৈদ্য দ্বারা চিকিৎসা করান হইতে লাগিল। বৃদ্ধ গুরুদাস সাবেক আমলের লোক, এঁর ডাক্তারি ঔষধে বড়ই অভক্তি ও অত্যন্ত ভয়, কাযে কাযেই বৈদ্য চিকিৎসা চলিতে লাগিল। কবিরাজ মহাশয় লাল গুঁড়ো পর্য্যন্ত দিতে ত্রুটি করেন না, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না, ব্যাধি দিন দিন উৎকট হইয়া উঠিতে লাগিল। ১০ই আষাঢ় বেলা দুই প্রহরের সময় হইতেই তাঁর নাড়ী ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল, চক্ষুর দৃষ্টি হীন হইয়া আসিল, কলেবর হিম হইয়া আসিল। পাড়ার বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য লোকেরা এসে উপস্থিত হলেন, সকলের পরামর্শে মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে অবিলম্বেই গঙ্গাযাত্রা করা হলো। বেলা ২।০ প্রহরের পর তাঁহার মৃত্যু হইল। মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের পুত্রগণ পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপন করিয়া শোকাকুল মনে বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। সকলেই দুঃখিত, সকলেই বিমর্ষ। এই ভাবেই দুএকদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। বৃদ্ধ গুরুদাসের শ্রাদ্ধের আয়োজন হতে লাগলো, পাড়ার বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন ও বৃদ্ধ মহোদয়গণেরা আসিয়া মুখোপাধ্যায়ের পুত্রদিগকে সৎ পরামর্শ প্রদান করিতে লাগিলেন। ক্রমে দেখতে দেখতে দিন ঘুনিয়ে এল, দশ পিণ্ড দানাদি হয়ে গেল।

আজ একাদশ দিবস। আজ বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে মেলাই কুটুম সাক্ষাতের মেয়ে ছেলে ও বৌঝিরা এসেছে, পাড়ার ও পাড়ার নিকটস্থ বাড়ীর অনেক ছেলে মেয়েরাও এসেছে। সদর বাড়ীর ও অন্দরমহলের উঠানে পাল টাঙান হয়েছে; বাড়ীর পশ্চিম পাশে একটা পড়ো জমি ছিল, সেটি পরিষ্কার করে একটী পাল টাঙান হয়েছে ও তার এক পাশে একটী "স্কোএর" বেদী প্রস্তুত করা হয়েছে, তার চারিদিকের চার কোণে চারিটী নারকেল বালদো দেওয়া হয়েছে। চারিজন ভটচাযি সেখানে মহা ব্যস্ত হয়ে রয়েছে। সকলেই কার্য্যে বিব্রত। বেদীর কিছু অন্তরে ৫টী দুগ্ধপোষ্য এঁড়ে বাছুর সজ্জিত হয়ে বাঁধা রয়েছে। সম্মুখে বুবকাট বরের মত টোপর মাথায় দে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাহার কিছু অন্তরে ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় বিরাটের পুঁথি খুলে, একমনে পাঠ করে যাচ্ছেন। গ্রামস্থ দুচারজন বৃদ্ধ ভদ্র লোক এক এক থেলো হুঁকো হাতে করে সেখানে বেড়িয়েং সমস্ত তত্ত্বাবধারণ কচ্ছেন। সদর বাড়ীর

উঠানে মস্ত একখানা কারপেটের গালচে পাতা হয়েছে, পাঁচ সাতটা তাকিয়া, আলবোলা, গুড়গুড়ি, বাঁধানো হুঁকো আতর-দান, গোলাপপাস, ফুলদান রয়েছে। মেয়েদের বসবার জায়গায় চিক পড়ে গেছে। দালানে দানের ষোড়শ সাজান হচ্ছে; তিনখানি ভাল খাট মায় শয্যা ও মশারি সমেত, তিন রূপার থালে টাকা, তিনটি রূপার ঘড়া, তিনটী রূপার গাড়ু, এবং অন্যান্য তৈজসাদি সমস্তই রূপার ও সমস্তই তিন সেট এবং আসন, চৌকি, ধানের মালসা ইত্যাদি সকল দ্রব্য নিয়মানুসারে পর পর সাজান হচ্ছে। খিড়কির ওদিকে খোলার সার বসে গেছে। জনকুড়ি পঁচিশ লুচিভাজা চাক্‌ঘো মশায়, মুখুয্যে মশায়,—কারুর মাথায় পৈতে জড়ান ও গা দিয়ে দর দর করে ঘাম গড়াচ্চে, কারুর কোমরে গামছা বাঁধা ও মাথায় কোঁকড়াং লম্বা চুল যাত্রা দলের ছোকরার মত এক দিকে পাকিয়ে গুঁজে দেওয়া, কারুর গলায় দৈতের মালা ও মাথায় এলবার্ট ফ্যাসনের সিঁতে কাটা, কারুর পৈতে কোমরে জড়ানো আর চৈতন আড়ে চার আঙ্গুল পরিমাণ কুঁকড়েং পিঠের উপর গড়াচ্চে,—লুচি ভাজা, পটল ভাজা, পাঁপর ভাজা, শাক ভাজি, কচুরি, নিমকি, সিংগেড়া ও হালুয়া এই সব ব্যাপারে মহা ব্যস্ত হয়ে রয়েছে। আপিসের দুজন দরোয়ান সেখানে মোতায়েন রয়েছে। বড়বধূ ঠাকুরাণীর দুই মামা সেখানে বসে বসে "ইন্‌স্পেক্ট" কচ্ছেন, পাছে কোন গোলযোগ হয়। আমরা এত বড় হলুম, কখনও কোন জায়গায় "চাক্‌ঘো মশায়" "মুখুয্যে মশায়" বাঁড়ুয্যে মশায়" ছাড়া অন্য কোন পদবীযুক্ত লুচি ভাজা ব্রাহ্মণ দেখতে পেলুম না। এঁরা সকলে

আপনারাইত "চাটুয্যে মশায়" "মুখুয্যে মশায়" ইত্যাদি বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন, কিন্তু এঁদের দঙ্গোলের মধ্যে অনেক বেটা মড়িপোড়া ও বমাং বৈষ্ণবকেও জাত ভাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। আহা! দেখেশুনে বড় দুঃখ হয় যে, আমাদের এই অতি গৌরবান্বিত নিষ্কলঙ্ক রাঢ়ীয় শ্রেণীকে গেঁটোকণ্টক আগাছা জুটে মাটি কল্লে!! এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আমাদের অতি কর্ত্তব্য।

বাড়ীর মেয়েরা অন্তঃপুরে নানা কার্য্যে ব্যস্ত হয়ে রয়েছে; ক্রমে বেলা হলো; কেত্তোন আরম্ভ হবার উদ্যোগ হতে লাগলো। মেলাই পাড়ার ও ভিন্ন গেরামের নিমন্ত্রিত ভদ্র সন্তানেরা ফিরে বাড়ীতে এসে উপস্থিত হতে লাগলেন। অনেক বেও, ভাট, ভট্টাচার্য, অগ্রদানী, বেকার, গুলিখোর, দরিদ্র ও ভিক্ষুকেরা দলে২ এসে উপস্থিত হতে লাগলো। ক্রমে বাড়ী লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠলো; চারিদিকেই হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ। ক্রমে কেত্তোন আরম্ভ হলো। প্রথমে চোরবাগানের বিরাজ আসোরে নাবলেন,—গাওনা হতে লাগলো। ওদিকে জিনিষপত্তোর সব ক্রমে আসতে আরম্ভ হলো। চেতলার হাট থেকে ও খিদিরপুরের বাজার থেকে ঝাঁকা২ করা ১০।১২ গাড়ি চুমোপাতির ও মাগুরের আঁব এসে পড়লো, জন চারেক ঘোষজা দাকের২ ও বাকরার২ ক্ষীর দই এনে উপস্থিত কল্লে। কলিকাতার বাজার থেকে মেলাই উড়ে বামুনরা ৫ ৬ রকম সন্দেশের মুখ আঁটা হাঁড়ী, ছানাবড়ার গামলা, থাক্কার ওড়া পাঁচ রকম মেঠাইয়ের বড়২ তোলো, খিরেলার বড়২ ঝাঁকা ইত্যাদি মাথায় করে ব্যস্ত হয়ে পালে২ এসে উপস্থিত হতে লাগলো। জগু বাবুর

বাজারের কেনারাম পালের দোকান থেকে ঝাঁকাং হাঁড়ি, সরা, মালসা, কটরা, ভাঁড়, ও গেলাস এসে উপস্থিত হতে লাগলো। বোসজা মশায়, বাঁড়ুয্যে মশায় প্রভৃতি জনকতক পাড়ার আত্মীয় অন্তরঙ্গেরা সমস্ত জিনিষপত্তোর দেখেশুনে নিয়ে ভাঁড়ারে পুরে রাখতে লাগলেন।

ওদিকে বিরাজের গাওনার পর বটতলায় হরিমতি আসোরে নাবলেন। হরিমতি দেখতে অতি পরিপাটি, বয়স ১৭ বৎসর। হরিমতির মুখারবিন্দ-দর্শনলোলুপ হইয়াই যেখানকার যত লোক এসে উপস্থিত হতে লাগলো। বিরাজ দেখতে তত ভাল নয়, তাইতে অনেক মহাত্মার ভাল লাগেনি; তাইতে তাঁরা আসর থেকে উঠে এতক্ষণ এদিক ওদিক বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেলেন, কেউ বেদীর কাছে গে বিরাট পড়া ও অন্যান্য ব্যাপার দেখছেলেন, কেউ লুচি ভাজার কাছে গিয়ে রূপোর দালালি কচ্ছেলেন, কেউ, পাড়ার বৌঝিরা কেত্তোন শুনতে আসছে দেখবার জন্যে গোঁপে চাড়া দে গুরুদাসের বাগান দেখবার ছলে রাস্তায় পাইচারি কচ্চেলেন, এক্ষণে হরিমতির গলার আওয়াজ শুনতে পেয়েই শশব্যস্তে আসোরে এসে জমেয়াৎ হতে লাগলেন। হরিমতির একটী গান শেষ না হতে হতেই প্যালার ছড়াছড়ি হতে লাগলো। সকলেই তাঁর রূপে মোহিত হয়ে কেবল অনবরতই প্যালার বৃষ্টি করতে লাগলেন। পাড়ার ও পাড়া অন্তরের অনেক "এক্সট্রুভেন্ট" বাবুবা জটায়ুর মত হাঁ করে অনিমিষ লোচনে কেবল কিত্তুনির দিকে চেয়ে রয়েছেন, আর তাঁদের দু কশ দে লাল গড়াচ্ছে। অনেক ছোটং ছোকরারা চাদর আসোরে ফেলে সুদু জামা গায় দে পান খেয়ে ঠোঁট

শাল করে ও কাপড় পানের পিচে মাখামাখি করে হুড়োমুড়ি করে বেড়াচ্চে। অনেক ব্যাদড়া বয়াটে ছোঁড়ারা, গুরুতর সম্পর্কের লোক মেলাই আছে বলে, মাঝে মাঝে এক একবার উঠে এক আনাড় জায়গায় গে তামাক খাবার জন্যে খেলো হুঁকোর মুখ জুবড়ে তারকেশ্বরের মোহন্তের মত এক এক দম মেরে পুনরায় আসোরে এসে গুলতান কচ্চে। দুচারজন সেকেলে পাকাচুলো বুড়োরা হরিসংকীর্ত্তন শ্রবণে মোহিত হয়ে অশ্রু বর্ষণ কচ্চে। মাগীরে চিকের ভেতর থেকে কেবল কিত্তুনির দিকে চেয়ে রয়েচে, আর তাঁর গহনাগুলি তন্ন তন্ন করে লক্ষ্য কচ্চে, গাওনা কিছুই শুনচে না। মাগীদের স্বভাবই এইরূপ।

ক্রমে এই রকমে গোলেমালে বেলা দুই প্রহর অতীত হয়ে গেল। দান উচ্ছুগ্যুর উয্যুগ হতে লাগলো। বড়বাবু, মেজ-বাবু ও ছোটবাবু তিন জনেই (তাঁদের পরিধান নূতন মলমলের জোড়) দালানে সারি সারি বসে গেলেন। পুরোহিত মহাশয় মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক বিগ্রহ লয়ে তথায় উপস্থিত হলেন, ক্রমে একে একে তিনটী যোড়শই উচ্ছুগ্যু হয়ে গেল। রেও ভাট, তট্টিদার ও অগ্রদানির গোল বেঁধে উঠলো, চারিদিকে হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ হতে লাগলো। হরিভক্তি গোলমালের ব্যাপার দেখে আসরে বসে বাঁদান হুঁকোয় তামাক খেতে লাগলেন; খোল বাজানে বৈষ্ণবরা তরমুজের বোঁটা নেড়ে২ ও মূলোর মত দাঁত বার করে তাঁর সঙ্গে নানান কথাবার্ত্তা কইতে লাগলো; কেত্তোন কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত রইলো। রেও ভাটদের গোলমালে দালানে লোকে লোকারণ্য হয়ে

উঠলো, অনেক বকাবকি, গোলমাল ও বাকবিতণ্ডার পর যে যার প্রাপ্য জিনিষপত্তোর নিয়ে বাসায় ও বাড়ীতে রাখতে চলে গেল, গোলমালও থেমে এলো। পুনরায় কেত্তোন আরম্ভ হলো, এবার সিমলের ভব আসোরে নাবলেন। ওদিকে বেলা দুই প্রহরের পরেই দুএকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা দেখা দিতে লাগলেন। ক্রমে বেলা ১টার মধ্যেই ন্যাড়া মাথার ও টৈতনের সারে উপরের দুটী বৈঠকখানা পুরে গেল। কত রকমেরই ও কত ছাঁদেরই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এসেছেন, তাহা আর বলা বাহুল্য। ক্রমে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের খাওয়ার উয্যুগ হয়ে গেল। ফলকরা মেওয়া দ্রব্য, ছানা, চিনি, খই, দুধ, দই, ক্ষীর, সন্দেশ, আঁব ও খিরেলা দেওয়া হলো। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা, অনেকেই এক একবার ঝুরো লুসে এসেছেন, তত্রাচ লোভ না বরদাস্ত করতে পেরে আবার খেতে বসে গেলেন। পাঠকগণ! আমরা ছেলেবেলায় আমাদের পাড়ার দুএকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সঙ্গে দুএকবার কর্ত্তাদের বিদেয় আনতে গেছলুম, তাইতে আমরা এঁদের খাওয়া বিলক্ষণ জানি, তা এখানে আপনাদের কিছু না জানিয়ে থাকতে পাল্লুম না। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়রাই কেবল রাশীকৃত ছানার ও চিনির ভুম্মিনাশ কচ্চেন। কেউ কেউ রেক ১০।১২ খই, পাঁচশেরটাক দুধে ও দশ গণ্ডা আঁবের রসে চটকে মণ্ডর মত করে খেতে আরম্ভ করেছেন। কেউ কেউ বলছেন, "আমি আহার করিব না।" পাঠকগণ! আপনারা বোধ হয়, ইহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। যিনি আহার করিলেন না, তিনি কেবল এক তিজেল ক্ষীর ও সেরটাক সন্দেশ, এই যৎসামান্য জলযোগ

করতে লাগলেন। এই রকমে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়দিগের খাওয়া শেষ হয়ে গেল। বিদেয়ের উদ্যুগ হতে লাগলো। উপরের নাচ ঘরের ভিতর স্তূপাকার চাদর কাটা ঘড়া সাজান রয়েছে। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুরোহিত সেখানে বসে বিদায় করতে লাগলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ মর্য্যাদানুযায়ী বিদায় ও প্যাথেয় লইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে বেলা ১টার পর থেকেই যত নিমন্ত্রিত ও অনেক অনিমন্ত্রিত, রেও, ভাট, গুলিখোর, বেকার কুলীনের সন্তান, দরিদ্র, অনাথ, ভিক্ষুক ইত্যাদিরা এসে উপস্থিত হতে আরম্ভ করেছে। ক্রমে বেলা দুটোর মধ্যেই বাড়ীতে লোকে থৈ২ করতে লাগলো। বেলা হলো দেখে কেত্তোন ভেঙ্গে দেওয়া হলো।

ওদিকে কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্রাদ্ধাদির ব্যাপারও শেষ হয়ে গেল, ব্রাহ্মণ ভোজনের উদ্যুগ হতে লাগলো। দালানে ও নীচের উঠানে পাত হয়ে গেল! নুন, কটরা, ভাঁড়, গেলাস দেওয়া হয়ে গেল। ব্রাহ্মণেরা সব বসে গেলেন। উঠানে মেলাই গোলমাল হতে আরম্ভ হলো; অনেক বেটা রেও, ভাট, ও মেলাই অচেনা বামুনেরা ব্রাহ্মণের শ্রেণীতে বসে গেছে; তাদের ধরে ধরে কাকেও বা মাস্তেং টেনে তুলে দেওয়া হচ্চে, তারা পুনরায় আর এক জায়গায় গে বসছে, আর চেঁচিয়েং বলে উঠচে, "মশায়! আমরা কি বামুন নই।" অধ্যক্ষেরা কোন কথাই শুনচেন না; অবশেষে তাদের সকলকে তুলে এক পাশে বসিয়ে দেওয়া হলো। ক্রমে লুচি তরকারি বেরুতে লাগলো। পরিবেশনীদের সঙ্গে রেও ভাটদের লাঠালাঠি ও মারামারি হবার উদ্যুগ হতে লাগলো। পরিবেশনীরা পাতের

লুচি না তুলতে পারে, এই আশায় লুচি ছিঁড়ে২ রেও ভাটদের পাতে দে যেতে লাগলেন। এই রকমে কিছুক্ষণের পর ব্রাহ্মণ ভোজন শেষ হয়ে গেল। দই ও ছক্কা মাখান এঁটো কলা-পাতা, ভাঙ্গা কটরা, গেলাস ও আঁবের আঁটির পর্ব্বত হয়ে গেল, মাছিরা ভ্যান ভ্যান করে আঁবের আঁটির ও খোসার কাছে উড়ে২ বেড়াতে লাগলো, কাক ও পাড়ার যত ন্যাংলা ঘিয়ে ভাজা কুকুররা টাঁকতে লাগলো। পাল টাঙানোয় বাড়ীর উঠানের "ভেন্টিলেসন" এক রকম বন্ধ হয়েই গেছে, সুতরাং জল-সপসপানি ও লুচিমণ্ডা, দই, ক্ষীর, ছক্কা, ও স্তূপা-কার আঁবের আঁটির ও খোসার চটকে এক রকম ভাঁপসা গন্ধ বেরিয়ে বাড়ী মাতিয়ে তুলতে লাগলো। সে গন্ধ কেবল ফলারেরা ভিন্ন আর কারও বোঝবার যো নাই। পাঠকগণের মধ্যে যিনি পাকা ফলারে, তিনিই এটী বেশ বুঝতে পারবেন। ব্রাহ্মণ ভোজনের পর সদরে কায়স্থ ও নবশাকদের এবং অন্দরে মেয়েদের বসিয়ে দেওয়া হলো। বেলা ৩টে ৪টের মধ্যেই শূদ্রদের ও মেয়েদের খাওয়া দাওয়া শেষ হলো, তৎপরে চাকরবাকর ও অন্যান্য যাবতীয় ইতর লোকেরা খেতে বসলো। ক্রমে রাত্রি ৭।৭॥০ মধ্যেই খাওয়াদাওয়ার হ্যাঙ্গামা এক রকম চুকে গেল।

এদিকে সন্ধ্যার পূর্ব্বে থেকেই রাস্তায় কাঙ্গালি জমতে আরম্ভ হয়েছে। যত সন্ধ্যা হয়ে আসতে লাগলো, ততই অন্ধকারের সঙ্গে কাঙ্গালি বাড়তে লাগলো। নেশাই বেকার ভদ্র সন্তান, রেস্তো হীন গুলিখোর, বয়াটে ছোঁড়া, কিছু পাবার আশায় কাঙ্গালির ভিড়ের ভিতর মিসতে লাগলো। কাঙ্গালিদের

রৈ রৈ শব্দে গগন কম্পিত হইতে লাগিল। রাত্রি ৯টার পর কাঙ্গালিদিগকে বোসজা, বাঁড়ুয্যে মহাশয় প্রভৃতি বড়২ উঠান ওয়ালা প্রতিবাসীদিগের বাড়ীতে পোরা হলো। কর্ত্তৃপক্ষীয় লোকেরা থলেং পয়সা ও সিকি দুয়ানি নে কাঙ্গালি বিদায় করতে লাগলেন। কাঙ্গালি বিদায় শেষ হতে প্রায় রাত ১টা বেজে গেল। ওদিকে রাত্রি ৯।৯৷৷০টার পর দুচারজন অফিসার বাবুরা ক্রমে উপস্থিত হয়েছিলেন, ইতিমধ্যে তাঁদের সব খায়িয়ে দোওয়া হয়ে গেছে। ক্রমে রাত্রি ১৷৷০টা বেজে গেল। কাঙ্গালি বিদায় ও লোকজন খাওয়ান দাওয়ানের পর সমস্ত গোলই চুকে গেল। সকলে একটু শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম করতে লাগলেন। এইরূপে মহা সমারোহে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্রাদ্ধাদি সমাপ্ত হয়ে গেল। পাঠকগণ! এতদিনে আপনাদিগের সহিত আমাদের বৃদ্ধ গুরুদাসের আলাপ পরিচয় ফুরাইয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এদিকে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুর কিছু দিবস পরেই সংসারে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া উঠিয়াছে। ছোটবাবু পিতার মৃত্যুর পর অবধি অতিশয় দুর্দ্দান্ত হইয়াছেন, সদা কুসঙ্গে থাকিয়া অত্যন্ত সুরাপানাসক্ত ও বেশ্যা ভক্ত হইয়া উঠিয়াছেন, কেবল ইয়ারকি দিয়াই বেড়ান, মধ্যে মধ্যে দুইচারি দিবস

আপিসেও যাননা, বড় ভাইদের কিছুই গ্রাহ্য করেন না, আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন। দুরন্ত ওলাউঠা রোগে মেজ বধূ ঠাকুরাণী শিশু সন্তানদ্বয়কে রাখিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। মেজবাবু কাহারও কথা না শুনিয়া পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন। চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া কুলীন মহিলা নববধূ ঠাকুরাণী গৃহে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, মেজবাবু নব-প্রণয়িনীর প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া পূর্ব্বতন সন্তানদ্বয়কে তদ্রূপ স্নেহ করেন না, বৃদ্ধা মাতা ও ভ্রাতা কি অন্যান্য পরিবারদিগের প্রতি মন নাই, কেবল নব-প্রণয়িনীর সন্তোষ-বর্দ্ধনে সততই যত্নবান্ আছেন। বড়বাবু পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু স্ত্রৈণ হইয়া উঠিয়াছেন, স্ত্রীর বশীভূত হইয়া বাড়ীর কাহারও প্রতি ভাল লক্ষ্য করেন না, চিরপ্রতিপালিকা পরমারাধ্যা জননীকেও তত যত্ন ও ভক্তি করেন না; নিতান্ত স্বার্থপরের ন্যায় কেবল আপন স্ত্রীপুত্রদিগের সুখের জন্যই সদা ব্যস্ত। বড় বধূ ঠাকুরাণী পূর্ব্বাবধি শাশুড়ির প্রতি কিঞ্চিৎ বিরক্ত ছিলেন; এক্ষণে সুবিধা পাইয়া তাঁহার প্রতি কুব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সুবিধা মত দুই চারিটি অপমানের কথাও বলিতে ত্রুটী করেন না। মেজবধূ ঠাকুরাণী জনমদুঃখিনী, তিনি এক্ষণে সামান্য দাসীর ন্যায় বাটীতে রহিয়াছেন; তাঁহার অপোগণ্ড শিশুর অত্যন্ত কষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, এমন কি কখন কখনও উদর পুরিয়া দুগ্ধ পান করিতে পায় না; বাটীর কেহই তাঁহার হইয়া কোন কথাই কহেন না, গৃহিণী যদি কখন কোন কথা বলেন, অমনি পুত্রেরা তাঁহাকে ধমকাইয়া উঠেন ও হাঁকাইয়া দেন। নব মেজবধূ ঠাকুরাণীর চরিত্র এখনও ভালরূপ জানিতে পারা যায়

নাই, তজ্জন্য তাঁগার বিষয় কিছুই উল্লেখ করা হইল না। ছোট বধু ঠাকুরাণী বালিকা, সাংসারিক বিষয় এখনও ভালরূপ জানেন না, তিনি এখন সমভাবেই আছেন,—গৃহিণী তাঁহাকে বড়ই স্নেহ করেন। এইরূপ মতা বিশৃঙ্খলভাবেই কিছুদিন গত হইতে লাগিল।

একদিন ছোটবাবু বেলা ২টোর পর আপিস থেকে বেরিয়ে ঘোর মাতাল হয়ে জনকতক ইয়ার সঙ্গে করে বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন। ইয়ারগণ উপরের বৈঠকখানায় বসে মদ খেতে২ গটরা করতে লাগলেন। ছোটবাবু টলতে২ বাড়ীর ভিতর এসে, (এখন বাড়ীতে কর্ত্তৃপক্ষ কেহই নাই) বড়বৌ ঠাকরুণের কাছে গে বল্লেন, "বড়বৌ! আমার জনকতক লোক এয়েচে, তা লুচি, পাঁটার কালিয়া, হাঁসের ডিমের ঠুসী এই চার পাঁচ রকম তয়ের করতে হবে।" বড়বৌ ঠাকরুণ (তিনি এখন আর পূর্ব্বেকার মত নাই) বল্লেন, "আমিত আর বাড়ীর রাঁড়নি নই যে, একোন আবার হেঁসেলে যাবো। ওসব আমি পারবো টারবো না, তোমার পয়সা থাকে তুমি কিনে খাওয়াওগে। বাবু কতকগুনো মাতাল নিয়ে এলেন, আর আমি তার প্যাশ-খানা করি! ক্যানো ছোটবউত রয়েচে, সেতো আর কচিখুকি নয়, আর দোলার বিবিও নয়, যে দিবেরাত্তির কারপেট বোনা নিয়ে আর বসে মুখে থাকবে, তাকে বলোনা?" ছোটবাবু এই সব শুনে রেগে উঠে বলতে লাগলেন, "যত সব ছোট লোকের মেয়ে এসে জুটেচে, তাকে আর কত ভাল হবে? যত বেটী পাঁটী বেচার মেয়ে, বাপের জন্মে কখন পেতোপস্তোনা, এখানে এসে খেয়ে খেয়ে সব তেল হয়েচে। বেটীদের হাতে পয়সা

হয়েচে, ভেঙ্গে ফেটে মচ্চে। দাদাও হয়েছেন যেমন মুথ্যু, বৌদেরও তেমনি দিনকের দিন আস্কারা বেড়ে গেচে। জুতো মাল্লে তবে সোজা হয়।” পাঠকগণ! আপনারা এইবেলা একবার হরিবোল দিয়ে নিন, গাওনা বড় জমে আসছে। বড়বো ঠাকরুণ এই সব শুনে বলতে লাগলেন, “জুতো অনেকে অনেককে মারে, আজকাল বড় জুতো হয়েচে যে? আচ্ছা বাড়ী আসুক আগে, কে কাকে জুতো মারে দেখবো অখোন। এর বিহিত যদি কিছু কত্তে পারি তবে আমি বাপের বেটী। বাবা এতো তেজ!!! এতো তেজ ভাল নয়, অতো তেজ হলে তাঁকে বড় বেশী দিন টেঁকতে হয়না, শিগ্‌গিরি পড়তে হবে—শিগ্‌গিরি যেতে হবে।” বড়বৌ ঠাকরুণ এই কথা বলতেই গিন্নি ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বড়বৌকে বলতে লাগলেন, “বলি, ও চলানির মেয়ে! বড্ড অহঙ্কার হয়েচে দেকচি যে, ও যাবে আর তুমি বেঁচে থেকে কুল উজ্জ্বল করবে? মনে করি কোনও কতায় থাকবো না, কিন্তু এসব শুনেও চুপ করে থাকতে পারিনি। এই সেদিনে আমার এই সর্ব্বোনাশ হয়ে গেচে, আবার ও কতা মুকে আনচিস? কর্ত্তা এসব দায়ে থেকে নিচ্ছিন্দি হয়েচেন। আমি মহাপাতুকি, এখোন আমায় এই সব দেকতে হবে। তা যাহোক মেয়েমানুষের অতো তেজ ভালো নয়। তুই বুড়ো মাগী হলি তুই এখোনও ঝগড়া কত্তে ছাড়িসনি। দ্যাকাবি দ্যাকাবি কচ্চিস যে, বাড়ী এলে আর কি দ্যাকাবি? না হয় ওকে আলাদা করে দিবি, এই বইত নয়? তা হলে ওর আর কি হবে? ও কি আর খেতে পাবেনা, না পত্তে

পাবে না? ওতো আর তোর বাপের মোতোন নয় যে, আজ খায় কি তার ঠিকানা নেই। দেবতা বামুনের আশীর্ব্বাদে কর্ত্তা যা রেকে গেচেন, তা বেচে খেলেও ওর এক রকম চলে যাবে।" বড়বৌ ঠাকরুণ শাশুড়ির কথা শুনে তাঁকে বলতে লাগলেন, "চলানির মেয়ে আস্তেতো ছেলের বে দিয়েছোলে ক্যানো? ভালো দেকে দিতে পারোনি? আমার বাপ অন্ন খেতে পেতো না, তাতে তোমাদের কি? কক্কোনোতো তোমাদের দোরে ভিক্ষে কত্তে আসেনি। "ওগো আমার পেট চলেনা, আমায় কিছু দাও" এতো আর কক্কোনো বলেনি। টাকার ডবডবানি দ্যাকানো হচ্চে, ভাবিত নশো-পঞ্চাশ কোরোর টাকা রেকে গেচেন, তার আবার নাড়া দোওয়া হচ্চে।" ছোটবাবু এই সব শুনে আর রাগ না সহ্য করতে পেরে বাপের সেই কেঁদো লাঠি গাছটি নিয়ে এসে ভাঁড়ারের ভিতর ঢুকে ঘির কেঁড়ে, ময়দার হাঁড়ি, তেলের ভাঁড়, চিনির তলো ও অন্যান্য মেলাই হাঁড়িকুঁড়ি ভেঙ্গে তচনচ কল্লেন, তার পর বাইরে বেরিয়ে এসে মাকে "মা তুমি চুপ কর, আপনার ঘরে যাও, তার পর দেখা যাবে কোন, কে কি করতে পারে?" এই কথা বলে বৈঠকখানায় গিয়ে তাঁর সেই ইয়ারদের সঙ্গে করে নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলেন ও এই সব বিষয় "টক" করতে২ জগুবাবুর বাজারের পার্শ্বস্থ বৃদ্ধা রেবতীর কুঁড়ের ভিতর ঢুকলেন।

বৃদ্ধা রেবতীর কুটিরই আমাদের মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রেমারা খেলিবার স্থান ছিল। বৃদ্ধ গুরুদাস, বোসজা, বাঁড়ুয্যে মহাশয় প্রভৃতি সাবেক আমলার ওল্ড ইয়ারেরা এই স্থানে

বসিয়া মধ্যে মধ্যে প্রেমারা খেলিতেন, ছুএক ছিলেম জটা-ধারীও বিলক্ষণ চলতো; এখন মুখোপাধ্যায়ের পরলোক গমনে সে পাঠ উঠে গেছে। রেবতী এক্ষণে বাড়ীওয়ালী হয়ে কাপ্তেনি আপিস খুলে বসে আছেন। আমাদের ছোট-বাবু রেবতীর কুঁড়ে ঘরে ঢুকেই তাঁকে ডেকে চুপিং বল্লেন, "মাসি! আমরা এখানে সব খাওয়া দাওয়া করবো, তা মাসি তুমি ভুনি খিচুড়ির যোগাড় করগে, আর আমি মালটাল সব আনচি।" রেবতী তাতে সম্মত হয়ে, "ওলো কালসুন্দরি! ওলো মেঘমালা! তোরা এদিকে আয়! বাবুদের পান তামাক দিবি আয়! আমি উনুন ধরাইগে," এই বলে তাঁর রঙ্গিনীদের ডাকতে লাগলেন। কালসুন্দরী ও মেঘমালা এসে উপস্থিত হয়ে বাবুদের পান তামাক দিতে লাগলো; রেবতী রান্না ঘরে চলে গেলেন। ছোটবাবু মদ ও খাবার নিয়ে এলেন, সকলেই খেতে লাগলেন ও মনের আনন্দে চীৎকার শব্দ করে গগন ভেদ করে ফেলতে লাগলেন। এইরূপে মহা আমোদ আহ্লাদে তাঁদের সে রাত্রি গত হতে লাগলো।

ওদিকে ছোটবাবুর চলে যাবার পরেই, বাড়ীতে ছোটবৌ ঠাকরুণ ও নব মেজবধূ ঠাকুরাণী উভয়ে নানা কথা বলাবলি করতে আরম্ভ করেছেন। নব মেজবধূ ঠাকুরাণী বলছেন, "দ্যাকো ভাই ছোটবউ! বাড়ীতে যেরকম কিচি কিচি হতে আরম্ভ হয়েচে, তাতে সকলে আলাদা হয়ে থাকাই ভাল। রোজ রোজ ঝগড়া, রোজ রোজ বকাবকি, ইকি ভাই ভাল লাগে, সকলে আলাদা হয়ে থাকলিই তো ভাল হয়, এ সব

আর কিছুই হয় না।” পাঠকগণ! আমাদের নব মেজবধূ ঠাকুরাণীর স্বভাব ক্রমে জানতে পাচ্ছেন? ইনি বলছেন ভাল; হাজার হউক একটু বড়সড় হয়েছেন কিনা, তাইতে বুদ্ধিটেও একটু রং ধরে এয়েছে, এখন শীঘ্র২ পাকলেই ভাল। ছোটবৌ ঠাকরুণ উত্তর কচ্ছেন, “তা বইকি ভাই নতুন বউ! যকোন নিত্যি নিত্যি এই রকম হতে লাগলো, তকোন তফাৎ থাকাই ভালো বইকি, ক্যানো মিচি মিচি রোজ রোজ বকাবকি, ঝগড়া কোঁদল করা।” এই রকম নানা কথা কইতে২ রাত্রি হলো। বড়বৌ ঠাকরুণ রাগ করে আপনার ঘরে গে শুয়েছেন, মেজবৌ ঠাকরুণ আপনার ঘরে গেলেন, ছোটবৌ ঠাকরুণ নিজের ঘরে গে বই পড়তে লাগলেন। গিন্নি ও মেজবৌ ঠাকরুণ আপনার২ ঘরেই আছেন। রাত্রে রান্নার কোন উয্যুগই হচ্ছেনা। আজকে বড়বৌ ঠাকরুণের রাঁদবার দিন; তিনি ত অভিমান করে বিছানায় শুয়ে আছেন। গিন্নিও বড়বৌর সঙ্গে বকাবকির পর আপনার ঘরে গে শুয়ে আছেন; সুতরাং তিনিও আজ বড়বৌকে রান্নার কথাবার্ত্তা কিছুই জিজ্ঞাসা কচ্ছেন না। খানিকক্ষণের পর মেজবৌ ঠাকরুণ বড়বৌর ঘরে গে তাঁকে বলতে লাগলেন, “বড়দি! আজকে রান্নাটান্নার কিছু উয্যুগ কচ্ছোনা যে? রাত হলো, আপিস থেকে এলেন বলে, ওটোনা?” বড়বৌ ঠাকরুণ উত্তর কল্লেন, “রান্নাটান্না আজকে হবেনা—আমি পারবোনা। ঘি, ময়দা যা ছেলো, সব ত ছড়িয়ে তচনচ করে দে গেচে, কি রান্না হবে? উনুনের ছাই হবে? বাড়ী আসুক এসে দেকবে অকোন, গুণমণি ভায়ের কিত্তি দেকবে অকোন।

অমোন ভাই য্যানো কারুর সাজ্জন্মে না হয়। আবার আমার জুতো মাত্তে চায়। দেকবো অকোন ওঁর কতো জুতো হয়েচে—বাড়ীতে আসুক আগে! যার খায় তাকিই জুতো মারা!” মেজবৌ ঠাকরুণ বল্লেন, “ও সব নষ্টো হয়ে গেচে, তার আর কি হবে? দোকান থেকে আবার কিনে আনবে অকোন। তুমি য়্যাকোন উঠে একটা টাকা দাওদিকি কেনাকে পাটিয়ে দিইগে। রাত হলো, আসবার সময় হয়ে এলো।” বড়বৌ ঠাকরুণ বল্লেন, “নষ্টো হয়ে গেচে তার আর হবে কি? ক্যানো এ কি লুটের মাল নাকি? কিনতে কি পয়সা নাগেনা? অতো তেজ কি? অতো তেজ ভালো নয়। টাকাকাকা আমার কাচে নেই—আমার কাচে কেউ কি গচিয়ে রেকে গেচে যে, চাইলিই পাবে? আগে বাড়ী আসুক, তারপর যা হয় হবে অকোন, যা ইচ্ছে হয় করবে অকোন।” মেজবৌ ঠাকরুণ এই সব শুনে শাশুড়ির ঘরে গে তাঁকে সমস্ত বল্লেন। তিনি উত্তর কল্লেন, “বৌমা আমি ও সব কিচু জানিনি, তোমাদের যা ইচ্ছে তাই করগে।” মেজবউ ঠাকরুণ আর কি করবেন, অবশেষে রান্নাঘরে গে উনুন ধরিয়ে হাঁড়ি চড়িয়ে দিলেন। ভাতের উয্যুগই হতে লাগলো; লুচি না হক, তবু যাহোক একটা ত কত্তে হবে।

কিছুক্ষণ পরেই বড়বাবু বাড়ী এসে উপস্থিত হলেন। মেজবাবুর আজ আসতে রাত হবে; আজ শনিবার—আজ তাঁর মেস ডে। বড়বাবু বাড়ীতে এসে ঘরের ভিতর ঢুকেই দেখেন যে বড়বৌ ঠাকরুণ পাশ ফিরে শুয়ে রয়েছেন। “সন্ধ্যা রাত্রিতেই শুয়ে রয়েছেন কেন?” এই ভাবনা বড়বাবুর মনে

প্রবল হয়ে উঠলো! তিনি চকিতের ন্যায় সমস্ত ভেবে দেখ্‌লেন; কিন্তু কিছুই ঠিক করতে পাল্লেন না। অসুখের কথা মনে মনে ভেবে তিনি কাপড় ছাড়তেং বড়বৌ ঠাকরুণের গায়ে হাত দে ঠেলে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, "বলি ওহে! ঘুমুচ্চো নাকি? কোনও অসুখ হয়েচে নাকি? আজ এত সকাল সকাল শুয়ে রয়েচো যে? আর কিছু হয়েচে নাকি? কি হয়েচে বল, আমার মন যে অস্থির হয়ে উঠচে।" বড়বৌ ঠাকরুণ বল্লেন, "হবে আর কি, আমার মাথা আর মুণ্ডু। ষ্যামোন দিন কি হবে; যে আমার কিচু হবে, হলেই তো বাঁচি, আপোদ চুকে যায়, হাড়ডা জুড়োয়।" বড়বাবু এই শুনে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, "বলি কি হয়েচে ভেঙ্গেই বলনা। কে কি বলেচে, না কেউ কিছু করেছে? আগে আমাকে সব বল, তার পর দেখা যাবে একোন। না বল্লে আমি কার কি করবো?" বড়বৌ ঠাকরুণ স্বামীর কথা শুনে বলতে লাগলেন, "হবে আর কি, তোমার ছোটো ভাই ব্যালা তিনটের সময় মদ খেয়ে আর জোন পাঁচ্ছয় ইয়ার পোঁদে করে বাড়ীতে ত এসে উপস্থিত হলেন। তারপর বৈঠকখানায় বসে কজোনে মিলে খুব মাতামাতি চ্যাচাচেঁচি কত্তে লাগলো; খানিক্ষণের পর বাবু তো বাড়ীর ভেতর এসে আমাকে বল্লেন, "বড়বৌ! আমার জনকতক লোক এয়েচে, তা লুচিপাঁটার কালিয়া, হাঁসের ডিমের ঠুসী, এই সব করে দিতে হবে।" আমি বল্লুম, "ছোট্‌ঠাকুরপো! আমার বড় অসুকং কচ্চে, আমি ত এখন পাচ্চিনি, তা তুমি ছোটবৌকে কি মাকে বলগে ওয়ের করে দেবে অকোন, আর যদি খানিক

বাদে হলে হয় তাহলে আমিই দোবো অকোন।” আমি এই কথা বলতিই বাবু শুনে একেবারে রেগে উটে আমাকে বল্লেন, “ছোট লোকের মেয়ে, পাটী ব্যাচার মেয়ে, বাপের জন্মে খেতে পেতোনা, এখানে এসে খেয়ে খেয়ে বড় তেল হয়েচে, গ্যাদায় ফেটে মচ্চে, দাদাও যেমন মুগ্যু, সেটীদেরও দিনকের দিন বড় আস্কারা বেড়ে উটেচে, খাকতক জুতো মাল্লে তবে সোজা হয়।” আমি বলতে লাগলুম, “জুতো সব্বাই মারে, তা আগে বাড়ী আসুন, তার পর এ সব কতার বিচার হবে।” এই কতা শুনে তোমার মা অমনি ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে আমায় বলতে লাগলেন, “ও চলানির মেয়ে, বড় অঙ্খার হয়েচে দেকচি যে, অতো তেজ ভাল নয়, তুই বুড়ো মাগী, তোর য়্যাতো আস্পদ্দা ক্যানো? বাড়ী এলে বলে দে ওর কি করবি? না হয় ওকে আলাদা করে দিবি, এই বই ত নয়? তা ও তাতে ভয় করেনা। ও আর তো তোর বাপের মতন নয় যে, আজ খায় কি তার ঠিকেনা নেই; ওর যা আচে তা বসে খেলেও ওর চলে যাবে।” আরও যে কত ক্যাটিং করে বলতে লাগলেন, তা সব আমার মনেও নেই। বাবু তার পর ভাঁড়ারের সব জিনিষপত্তোর ভেঙ্গে নৈনেত্যো করে ইয়ারদের নে চলে গেলেন। ঐ দ্যাকোনা, জিনিষপত্তোর সব নৈরেকার হয়ে পড়ে রয়েচে। তা যা হয় এর একটা বিলিব্যাবোস্তা করো, আমায় বাপের বাড়ী পাটিয়ে দাও, আমি এ রকম করে আর থাকতে পারবো না। ইনি জুতো মারতে আসবেন,—উনি খ্যাংরা মারতে আসবেন,—এ রকম আর সজ্জি হয় না। আমি বাপের বাড়ী

যাই, মার কাচে গে থাকিগে। বাবা ভালো দেকেশুনে বে দেছেলেন, তা আমার অদেষ্টে শেষে এই হলো, সকলের নাতি ঝাঁটা খেয়ে থাকতে হলো। আরও কিচুদিন থাকলে যে আরও কত কি হবে, তাও জানিনি। তা যা হয়েচে হয়েচে, আমি আর এখানে থাকতে চাইনে; আমায় কালকিই মার কাচে পাঠিয়ে দাও। আমার আর এখানে এক দণ্ডও থাকতে ইচ্ছে নেই। খার জোনের খ্যাংরা খেতেখেতেই আমার প্রাণটা গ্যালো। কি পোড়া অদেষ্টো করিই এসেছিলুম যে, কাঁদতে কাঁদতিই জন্মটা গেল।” এই বলতে বলতে বড়বৌ ঠাকরুণ ফুঁপিয়েং কাঁদতে লাগলেন। স্ত্রীর কান্না কার সহ্য হয়? তায় আবার ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা প্রচালত। বড়বাবু এই সব শুনে মহা রেগে বলতে লাগলেন, “সে ছোঁড়া এখন কোথা?” বড়বৌ ঠাকরুণ ফোঁপাতেং বল্লেন, “কোতায় ইয়ার নে বেড়াতে গেচেন!” বড়বাবু তৎপরে চেঁচিয়েং বলতে লাগলেন, “আমি আর কাকেও খাওয়াতে টাওয়াতে পারবো না। যে যার বড় হয়েচেন, এখন সব্বাই আপনার আপনার করে কম্মে খান। আমার আর খাওয়াবার পরাবার সঙ্গতি নেই। কাল থেকে যে যার আলাদা আলাদা হাঁড়ি কাড়বেন। যিনি যা রোজগার করবেন, তিনি তার মত চলবেন। আমি আর কারুর কিছুতেই নেই। এই রকম করে আমার অনেক নষ্ট হয়ে গেচে; এখন থেকে আমি আর কারুর দায়ি নই, আর মাকেও আমি আর খেতেটেতে দিতে পারবোনা। মা তাঁর আদরের ছোট ছেলের কাচে থাবেন, কি যোগেন পারে ত খাওয়াকগে, আমি আর ওঁর কোন এলাকাতেই নেই।

বাবুরা সব বড় বাড়িয়ে উটেচেন। যিনি যা মনে করেন, তাই করেন। কিচু বলেনি বলে সব বেড়ে উঠেচে। তুমি কাল থেকে আমাদের আলাদা রাঁদবে; ওদের কারুর সঙ্গে আর কোন এলাকা নেই। তার পর আমি একটা রাঁদুনি নিয়ে আসচি, সেই থাকবে, তাহলে আর রাঁদবার ভাবনা থাকবে না। মা বুড়ো হয়ে একবারে গেচেন;—আচ্ছা মজাটা দেখুন একবার, কত ধানে কত চাল।" বড়বাবু এই বলে কাপড় ছেড়ে জল খেয়ে তামাক খেতে লাগলেন।

হায়! স্ত্রৈণ হওয়া কি লজ্জার কথা! কি ভয়ানক বিষয়! যাঁহারা মানব হইয়া ইহলোকে কেবল স্ত্রীর পদসেবা করিতে করিতেই জীবন অতিবাহিত করেন, তাঁহারাই ধন্য! তাঁহাদের চরণে কোটী কোটী প্রণাম। স্ত্রী যদ্যপি অভিমানিনী হইলেন, অমনি তাঁহারা একেবারে জগৎ অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। কিসে অভিমান দূর হইবে, কিসে অভিমান দূর করিতে পারিবেন, এই চিন্তাই তখন তাঁহাদের মনোমধ্যে প্রবল হইয়া উঠে; তখন অতি নির্বোধের ন্যায়, নিতান্ত পাষণ্ডের ন্যায় অশেষ দুষ্কর্ম্ম করিয়াও প্রণয়িনীর মনস্তুষ্টি সাধন করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না; ভীষণ ভীষণ গুরুতর পাপাচরণ করিয়াও হৃদয়েশ্বরীর মনোরঞ্জন করিতে কিছুমাত্র চিত্তের বৈকল্য দেখা যায় না। হায়! স্ত্রী কি অমূল্য রত্ন! এক স্ত্রী হইতেই ও স্ত্রী লইয়াই যত অনর্থ ও যত বিবাদ। ইহা ত সকলেই জানেন, তবে অনেক মহাত্মাই কেন যে স্ত্রীর পদসেবা করিতে করিতেই জীবন কাটাইয়া থাকেন? কেন যে শুদ্ধ প্রণয়িনীর মনোরঞ্জনার্থে হিতাহিত বিবেচনার অপেক্ষা

না করিয়া একান্ত বিসদৃশ ঘটনা সমূহের অবতারণা করিয়া থাকেন? কেন যে স্ত্রীর মনস্তুষ্টির জন্যই পারিবারিক সুখ দূরীভূত করিয়া সংসারকে অপার দুঃখার্ণবে ডুবাইয়া রাখেন, তাহা ত ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারি না। স্ত্রী কি এতই পূজ্য? স্ত্রী কি এতই আরাধ্য? স্ত্রী কি এতই আপন? আর অপরাপর সকলই কি পর? সকলই কি সম্পর্কবিহীন? কেহই কি আপন নহে? ধন্য কালমাহাত্ম্য! ধন্য স্ত্রীপরায়ণতা! ধন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা! তোমাদের বলিহারি যাই।

"দিনমে মোহিনী রাতমে বাঘিনী, ঘড়িং লোহ চোষে।
ছনিয়া সব বাউড়া হোকে ঘরমে বাঘিনী পোষে॥"

বড়বৌ ঠাকরুণ স্বামীর এই সকল কথা শুনে মনে মনে বড় খুসী হয়ে আস্তে আস্তে রান্নাঘরের দিকে রান্নার যোগাড় দেখতে গেলেন। পাঠকগণ! আপনাদের সংসারে বড়বৌ ঠাকরুণের মত গুণবতী স্ত্রীলোক বোধ হয় এখন নাই। আহা! কি দুঃখের বিষয়! যে এমন সচ্চরিত্রবতী রমণী চাক্ষস দেখতে পেলেন না! বড়বাবু যখন কেলে নেটিভ কনভার্টদের প্রিচ করার মত চেঁচিয়েং হুকুম পাশ কচ্ছেলেন, তখন বাড়ীর সকলেই শশব্যস্তে আশপাশ থেকে আগাগোড়া সব শুনছেলেন; কিন্তু বড়বৌ ঠাকরুণ উঠছেন, এই শব্দ পেয়েই যে যার স্থানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। বড়বৌ ঠাকরুণ ত রান্নাঘরে গে দেখলেন, ভাত রান্না হয়ে গেছে, মেজবৌ ব্যঞ্জন চড়িয়েছেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই রান্না শেষ হয়ে গেল। বড়বৌ ঠাকরুণ বড়বাবুর ভাত বেড়ে ভাতের থাল আপনার ঘরে নে গেলেন; বড়বাবু খেতে বসলেন। বড়বাবুর খাওয়ার পর

মেজবৌ ও ছোটবৌ দুজনে খেয়ে নিলেন। ছোটবাবু ইয়ার সঙ্গে করে বেরিয়েছেন, তাঁর রাত্রে আসা অনিশ্চিত; মেজবৌ ঠাকরুণ বিধবা তিনি ত রাত্রে খাবেনই না, গিন্নিও খাবেন না, বড়বৌ ঠাকরুণও আজ কিছুই খেলেন না। বৌ ঠাকরুণদের খাওয়ার পর চাকর দাসীদের খাওয়া দাওয়া চুকে গেল। বড়বৌ ঠাকরুণ নিজের ঘরে গে শুলেন। ছোটবৌ ঠাকরুণ আপনার ঘরে গেলেন। মেজবৌ ঠাকরুণ মেজবাবুর আসতে অনেক রাত্রি হবে বলে ভাত বেড়ে ঘরে ঢাকা দে রেখে শুয়ে পড়্লেন। মেজবাবু অনেক রাত্রে বাড়ী এসে উপস্থিত হলেন; এসেই মাগের কাছে সমস্ত ব্যাপার শুনতে পেলেন। মেজবাবুর মনে মনে আলাদা হবার ইচ্ছা আগে থেকেই হয়েছিল, কিন্তু লজ্জার ভয়ে তিনি কিছু করে উঠতে পারেন নাই। এখন দাদার এই সব আজ্ঞা শুনে মনে মনে একটু খুসী হলেন। মেজবাবু কাপড় ছেড়ে মুখহাতপা ধুয়ে ভাত খেতে বসলেন। কিছুক্ষণের পর খেয়ে উঠে পান তামাক খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন, এবং শুয়ে শুয়ে মাগের সঙ্গে উপরি উক্ত ঘটনার বিষয় কত কথাই বলাবলি করতে লাগলেন। সে রাত্রি এই রূপেই গত হইল।

পরদিবস প্রত্যুষে সকলে উঠলেন। আজ রবিবার। আজ থেকে সকলেরই পৃথক পৃথক হাঁড়ী বন্দোবস্ত হয়ে গেল। সকলেই আলাদা হলেন; খাওয়া পরা রোজগার ইত্যাদি যে যার আপনার আপনার করতে লাগলেন। কিছুদিন এই ভাবেই চলিতে লাগিল। কিছু দিবস এইরূপে অতীত হইতে না হইতেই (আলাদা হলেই হয়ে থাকে) বাড়ীতে নানা

পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বড়বৌ ঠাকরুণ একলা ছেলেপুলে নে সব পেরে উঠেন না বলে বড়বাবুর বিধবা শাশুড়ি বাড়ীতে এসে উপস্থিত হয়েছেন; মেজবাবুর সংসারে তাঁর নূতন মাগের বিধবা বিমাতা এসে রয়েছেন; সেজবৌ ঠাকরুণের এক গুলিখোর ভাই এসে তাঁর ও তাঁর অপোগণ্ড শিশুর গার্জ্জেন স্বরূপ রয়েছেন; বহরমসিং দরোয়ানের চাকরি গেছে; কেনা চাকরের জবাব হয়ে গেছে; বীরুদাস উড়ে মালিকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে; পার্ব্বতীর মা দাসি, বাড়ীর এই সব গোলযোগ দেখে ছুটী নে দেশে চলে গেছে; বিন্দি বড়বাবুর দিকে আছে, আর ক্ষেমি ছোটবাবুর সংসারে রয়েছে; রামা কর্ত্তার আমলের পুরাণ চাকর, সে বাবুদের সব গতিক দেখে মানের ভয়ে আপনিই আগে থাকতে সরে পড়েছে। মেজবাবুর এখন আর সে মেজাজ নাই; তিনি স্ত্রীর বশীভূত হয়ে তাঁহার আজ্ঞানুযায়ী সমস্ত কার্য্যই করে থাকেন, সুতরাং তিনি দাসী কি চাকর কিছুই রাখেন নাই; বড়বাবু মার উপর বড় চটে গেছেন, তিনি ত স্পষ্টই বলেছেন, "আমি আর মাকে খেতে দিতে পারবোনা," মেজবাবু মহাশয়ও স্ত্রীর দুর্ব্বুদ্ধিতায় দাদার রায়েই রায় দিয়েছেন, গিন্নি আর কি করবেন, পূর্ব্বাবধিই ছোট ছেলের কাছে আছেন। বাড়ীর পৈতৃক বিগ্রহের পালা নির্দ্ধারিত হয়ে গেছে, প্রত্যেকের ভাগে এক সপ্তাহ করে পড়েছে। বড়বাবু মাসিক এক টাকা বেতনে এক পূজুরি ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করেছেন, তিনি বড়বাবুর পালায় এক সপ্তাহকাল বিগ্রহের পূজা ও আরুতি করে থাকেন। মেজবাবু আজকাল অত্যন্ত কৃপণ হয়ে উঠেছেন, তিনি বাজে

খরচ না করে আপনার পালাতে আপনিই বিগ্রহের পূজা ও আরতি করেন। সেজবৌ ঠাকরুণের পালায় তাঁর সেই গুলিখোর ভাই পূজা ও আরতি করেন। ছোটবাবু পূজা করতে কিছুই জানেন না; তিনি অনেক ভেবে সেজবৌ ঠাকরুণের সেই ভাইকে ৷৷৹ মাসিক বেতনে নিযুক্ত করেছেন; তাঁর পালায় সময় সেজবৌ ঠাকরুণের ভ্রাতাই বিগ্রহের পূজা ও আরতি করে থাকেন। গুলিখোর লোকের চাটের খরচাটা পেলেই হলো, তা আট আনাই কে জানে, আর চার আনাই কে জানে।

আজকাল পৃথক্ হলেই সংসারে আগে থাকতেই বহু আগাছার আমদানি হয়। যেমন আগাছা দ্বারা জড়িত হলে অতি ফলবান্ সুবৃক্ষও নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি পৃথক সংসারে মেলাই আগাছা জুটলে দিন দিন আরও অনেক অনিষ্ট সঙ্ঘটন হয়, সে সংসারে আর নিস্তার থাকে না। এখনকার অধিকাংশ মহাত্মা "ভাতার" মহাশয়রা পৃথক হলেই আগে মাগের মাকে, মাগের ভাইকে, মাগের পিসিকে, মাগের বিমাতাকে, মাগের দিদিমাকে, মাগের সাতগুষ্টিকে বাড়ীতে না এনে থাকতে পারেন না। পৃথক্ হওয়া কি মাগের সাতগুষ্টিকে পোষবার জন্য? পৃথক হওয়া কি এই আগাছাদের ভরণ-পোষণের জন্য? এদিকে পৃথক হবার আগে ত অনেকেই বলে থাকেন, "আমার আর কুলোয় না, আমি আর সকলকে খেতে দিতে পারবো না, যে যাঁর নিজের নিজের পথ দেখুন;" কিন্তু পৃথক হলেই ত পাল পাল আগাছার আমদানি হতে দেখতে পাওয়া যায়। তখন খাওয়াবার সঙ্গতি হয় কোত্থেকে?

তখন তাদের সাতগুটিকে খাওয়াতে ও পরাতে কুলান হয় কোথেকে? তখন তাদের জন্যে বেশী টাকা ব্যয় হয় কোথেকে? হায়! কালের কি বিচিত্র গতি! কলির কি অদ্ভুত মাহাত্ম্য! আপনার মাতা অনাহারে মরিতেছে, আপন সহোদর ও অন্যান্য পরিবারবর্গ অন্নের জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছে, আর স্ত্রীর জননী, স্ত্রীর ভ্রাতা, স্ত্রীর পিতৃস্বসা, স্ত্রীর বিমাতা ও স্ত্রীর যাবতীয় গোষ্ঠিবর্গ বসিয়া দেবদেবীর ন্যায় সচ্ছন্দে আহারাদি করিয়া সুখে কালাতিপাত করিতেছে। হায়! ইহা অপেক্ষা পশুবৎ ব্যবহার আর কি হইতে পারে? ইহা অপেক্ষা গর্হিত কার্য্য সংসারে আর কি আছে? পাঠকগণ! আপনারা বোধ হয় এখনও এ দায়ে পড়েন নাই; দেখিবেন যেন জানিয়া শুনিয়াও স্বহস্তে বিষপান করিবেন না। আর যদ্যপি কেহ পড়িয়া থাকেন, তাহা হইলে একবার না হয় "সংসার" বটীকা সেবন করিবেন। আমাদের "সংসার" এই ভীষণ ব্যাধির সামান্য মুষ্টিযোগমাত্র; ইহা দ্বারা যে কতদূর আরোগ্য লাভ হইবে তাহা বলিতে পারি না;—তবে দেখিলেও কোন বিশেষ ক্ষতি বোধ নাই।

ওদিকে সংসার এইরূপ ভাবেই চলিতে লাগিল। একদিন ছোটবাবু মদ খেয়ে সকাল সকাল আপিস থেকে বাড়ীতে এসে উপস্থিত হয়েছেন। বাড়ীতে এসেই বাবু কাপড় ছেড়ে উপরের বৈঠকখানায় বসতে যাচ্ছেন, বৈঠকখানার ভিতর ঢুকেই দেখেন যে, সেজবৌ ঠাকরুণের গুলিখোর ভ্রাতা সেখানে বসে গুলি খাচ্ছে, তার কাছে আরও দুচার বেটা গুলিখোর বসে আছে, ছোটবাবু ত এই দেখেই মহা গরম হয়ে বলে

উঠলেন. "তুই শালা বৈঠকখানায় বসে কি কচ্চিস? বিছানাগুলো নষ্ট কচ্চিস বুঝি? বেরো, বেটা বেরো, যত বেটা আগাছা এসে জুটে বাড়ীতে তচনচ কল্লে।" সেজবৌ ঠাকরুণের ভ্রাতা উত্তর কল্লেন "আমি বেরুবো কেন? আমাদের কি বৈঠকখানার অংশ নেই? একটা বৈঠকখানা ত আমাদের ভাগে পড়বে, আমি ত আর অমনি বৈঠকখানা দখল কচ্চিনি।" ছোটবাবু এই শুনে আরও রাগান্বিত হয়ে বল্লেন, "বেটার যত বড় মুখ, তত বড় কথা, মেরে তাড়িয়ে দাবো যখন, তখন টের পাবে। বেটার বাবাকেলে বৈঠক-খানা। সেজদার অংশ কি আর আছে;—বাবা বেঁচে থাকতে সেজদা মরে গেছেন, তাঁর আবার অংশ কি? এখন সব বিষয় তিন অংশ হবে তা জানিস্?" এই রকমে বচসা হতে হতে ক্রমে হাতাহাতি হতে আরম্ভ হলো। সেজবৌ ঠাকরুণের ভ্রাতা পুলিসে গে সংবাদ দিলেন; পুলিস এসে উপস্থিত হলেন এবং ঘটনা লিখে নিয়ে চলে গেলেন। পর-দিবস আলিপুরের ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে মোকদ্দমা হলো। সুবিজ্ঞ ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট বাহাদুর বড় সুবিচারক লোক ছিলেন। তিনি উভয় পক্ষেরই ত্রিশ টাকা জরিমানা করিলেন।

মোকদ্দমা চুকে যাবার পরে, ছোটবাবু বড় ও মেজ ভাইয়ের কাছে গে বল্লেন, "বাড়ী ঘর সমস্ত বাঁটোয়ারা করতে হবে; যখন সবাই পৃথক হলো, তখন বাড়ী ঘর ও নগদ টাকাকড়ি সমস্তই অংশ করতে হবে।" বড়বাবু ও মেজবাবু ("চোর চায় ভাঙ্গা বেড়া") তৎক্ষণাৎ সম্মত হলেন। বড়বাবু উকিলের বাড়ী গে পরামর্শ করতে লাগলেন, সেজ ভাইয়ের অংশ কে

পারে ও কিরূপে বিভাগ হবে এবং কিরূপ করলেই বা সমস্ত বিষয় তিন সমানাংশে বিভাগ হইতে পারে? অবশেষে উকিলদের কুপরামর্শে সকলে এক মতাবলম্বী হয়ে, যাহাতে সেজ ভাইয়ের অংশ, তাঁহাতে কি তাঁহার শিশু পুত্রেতে না অর্শে, এই মর্ম্মে তিন সম অংশে বিভাগের জন্য একখানি বাঁটোয়ারার দরখাস্ত কল্লেন। এদিকে সেজবধূ ঠাকুরাণীর ভ্রাতা এই সব ব্যাপার জানতে পেরে অপোগণ্ড শিশুর প্রতিনিধি স্বরূপ, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উইল ধরে সেই দরখাস্তে মোতাহাম দিলেন।

পাঠকগণ! আপনারা মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উইলের বিষয় কিছুই জানেন না। মুখোপাধ্যায় মহাশয় মৃত্যুর দুএকদিন পূর্ব্বে পাড়ার কতিপয় ভদ্র লোককে ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহাদের সম্মুখে সাদা কাগজে এই মর্ম্মের এক উইল করিয়া যান, "আমি যদি এই ব্যাধিতে লোকান্তর গমন করি, তাহা হইলে আমার স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি আমার চারি পুত্রেতেই অর্শাইবে;—আমার জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ও কনিষ্ঠ তিন পুত্রে তিন অংশ পাইবে ও আমার তৃতীয় পুত্রের নাবালক পুত্র এক অংশ পাইবে। এ সমস্ত বিষয় আমার স্বকৃত, কিছুই পৈতৃক নহে। যদ্যপি ইহাতে আমার পুত্রগণের মধ্যে কেহ কোন আপত্তি করেন, তাহা মঞ্জুর হইবে না ও তাহা আদালত অগ্রাহ্য।" যাহোক মোতাহাম দেওয়ার পর মোকদ্দমা চলিতে লাগিল। বড়বাবু, মেজবাবু ও ছোটবাবু তিন ভায়েই এক হয়ে আদালতে বলতে লাগলেন, "ও উইল গ্রাহ্য হইতে পারে না, ও উইল তিনি পরে নামঞ্জুর করিয়া গিয়াছেন, এবং

তজ্জন্যই উহা রেজষ্টরি করিতে দেন নাই। যদি সত্যই তাঁহার উইল সাব্যস্ত করিবার ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে তিনি কখন সাদা কাগজে ও বিনা রেজষ্টরিতে উইল-পত্র করিতেন না।” পাড়ার দুএকজন গঙ্গাজলে বয়সে গরিষ্ঠ প্রাচীন লোকেরাও কিছু কিছু টাকা পেয়ে বাবুদের স্বাপক্ষে সাক্ষী দিতে লাগলো। বড়বাবু, মেজবাবু ও ছোটবাবু তিন জনে একত্র হয়ে ৫।৬ জন উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট উকিল দিতে লাগলেন; সেজবৌ ঠাকরুণের ভ্রাতাও ৩।৪জন ভাল ভাল উকিল দিলেন, পাড়ার ৩।৪জন ভদ্র ও যথার্থবাদী ব্যক্তিদিগকে (যাঁহারা উইলে সাক্ষী ছিলেন) সাক্ষী মানিলেন;—মোকদ্দমা প্রচণ্ড বেগে চলিতে লাগিল। উভয় পক্ষেরই অর্থের শ্রাদ্ধ হইতে লাগিল;—প্রত্যহই দুশো তিনশো টাকা উকিলের ফিতেই ব্যয় হইতে লাগিল। কিছুদিন বিচারের পর মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইল, মুন্সেফ বাহাদুর সমান চারি অংশে বাঁটোয়ারার হুকুম দিলেন। বাবুরা সব জজ আদালতে মোকদ্দমার আপীল ও হাইকোর্টে খাস আপীল পর্য্যন্ত করে দেখলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, মুন্সেফ বাহাদুরের রায়ই বজায় রহিল; লাভের মধ্যে উভয় পক্ষেরই রাশি রাশি অর্থ নষ্ট হয়ে গেল।

মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পর অস্থাবর সম্পত্তি সমস্তই চার অংশ বিভাগ হয়ে গেল। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংসার খরচ চিরকালই বেশী ছিল; এ ছাড়া এ বৎসর সরোজিনীর বিবাহে অনেক অর্থ ব্যয় হয়ে গিয়েছিল, তদ্ব্যতীত তাঁর শ্রাদ্ধেও প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়; এই সব নানা কারণে নগদ টাকা প্রত্যে-

কের অংশে বড় বেশী হইলনা; যাহা হইল তাহা অতি সামান্য। মুন্সেফ আদালত হইতে হাইকোর্ট পর্য্যন্ত দাওয়ানি মোকদ্দমা চালাইতে সেজবধূ ঠাকুরাণীর বিস্তর ঋণ হইয়াছিল; এক্ষণে তিনি সেই সমস্ত পরিশোধার্থে তদীয় অংশের যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বড়বাবুকে বিক্রয় করিলেন; কিন্তু তাহাতেও সমস্ত পরিশোধ হইল না বলিয়া আরও নগদ কিছু টাকা দিতে হইল। সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া অবলার নগদ ৪০৲ শত মাত্র টাকা রহিল। তিনি সেই যৎসামান্য অর্থ লইয়া শিশু সন্তান সহ পিতৃ গৃহে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতৃ গৃহ শ্বশুরালয় অপেক্ষা আরও ভীষণ। পিতা অতি প্রাচীন ও অন্ধ, মাতাও বৃদ্ধা, অভিভাবকের মধ্যে কেবল তাঁহার সেই গুলিখোর ভ্রাতা। সেজবৌ ঠাকরুণের পিতা সামান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোক; সুতরাং তাঁহার ধনসম্পত্তি কিছুই নাই, বিষয়ের মধ্যে কেবল বিঘা-চারেক ধেনো জমি আছে, তাহারই উপসত্বে ও মাঝে মাঝে কিছুং বিদায়ে যা কিছু আয় হয়, তাহাতেই একপ্রকার অতিশয় কায়ক্লেশে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয়। সেজবৌ ঠাকরুণ আপনার অর্থ ব্যয় করিয়া সংসার নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ যাহা ছিল, তৎসমুদায়ই একপ্রকার নিঃশেষিত হইয়া গেল। ক্রমে তাঁহার বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল, অন্নাভাবে বড়ই দুরবস্থা উপস্থিত হইল। অপোগণ্ড শিশুর দুর্দ্দশার সীমা রহিল না। তিনি অন্য কোন উপায় না দেখিতে পাইয়া অবশেষে নিকটস্থ এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহে পাচিকা কার্য্যে নিযুক্তা হইলেন। সেখানে থাকিয়া তাঁহার ও তাঁহার শিশু

সন্তানের কষ্টে ভরণপোষণ চলিতে লাগিল। বেতন যাহা কিছু পাইতেন, তদ্দ্বারা বৃদ্ধ জনক-জননী ও অসমর্থ ভ্রাতার সাহায্য করিতেন। এইরূপেই সেজবধূ ঠাকুরাণীর জীবন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

হায়! কালের কি বিচিত্র গতি! সময় কি পরিবর্ত্তনশীল! যে সেজবধূ ঠাকুরাণীর পূর্ব্বেকার সুখ-সম্পদের কথা ভাবিলে এখন স্বপ্নবৎ বোধ হয়, যে সেজবধূ ঠাকুরাণী এক সময়ে নানাবিধ রত্ন ভূষণে ও বহুমূল্য পরিচ্ছদে ভূষিতা হইয়া কতই আনন্দে, কতই যত্নে ও কতই সুখে কাল যাপন করিয়াছিলেন, যে সেজবধূ ঠাকুরাণী সদাই দুই তিন জন পরিচারিকা বেষ্টিতা থাকিতেন, সেই সেজবধূ ঠাকুরাণীর আজ কি দশাই হইয়াছে! কি শোচনীয় অবস্থাই ঘটিয়াছে! সেই সেজবধূ ঠাকুরাণীকে আজ অন্নের জন্য লালায়িত হইয়া জঘন্য পাচিকা কার্য্যে নিযুক্তা হইতে হইল? অপোগণ্ড শিশুর অনাহার-ক্লেশ-সঞ্জাত হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদে মানাপমান কিছুই লক্ষ্য না করিয়া কুৎসিৎ দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন ভার বহন করিতে হইল? হায়! ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি আছে? ইহা অপেক্ষা ভীষণ দৃশ্য আর কি হইতে পারে? "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ"।

ওদিকে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংসার পৃথগন্নবর্ত্তিতা ভাবে কিছুকাল গত হইতে লাগিল। ছোটবাবু কুড়িটি টাকা মাইনে পেতেন, তার মধ্যে যাতায়াতের খরচে ও আপিসের জল খাওয়ার বাবে ৫।৬ টাকা খরচ হয়ে যেতো, এ ছাড়া তার নিজের বাজে খরচও কিছু কিছু ছিল, সুতরাং মাসে

জোর ১১।১২ টাকার বেশী বাড়ীতে আসতো না। এই সামান্য রোজগারে তিন চার জনের খাওয়া পরার বড়ই কষ্ট হতে লাগলো। কিন্তু কি করবেন, উপায় কিছুই নাই। পৈতৃক নগদ টাকার যা অংশ পেয়েছেলেন, তা থেকেই খরচ করতে লাগলেন। আবার নগদ টাকা ত বড় অধিক পান নাই, তাতে আর কদ্দিনই চলবে? কিছুদিনের মধ্যে তাও খরচ করতে করতে ফুরিয়ে এলো। ছোটবাবুর বড়ই কষ্ট হতে লাগলো। ক্ষেমি দাসীকে কাযেকাযেই ছাড়িয়ে দিতে হলো। বৃদ্ধা জননী ও ছোটবৌ ঠাকরুণ, এই দুজনেই সংসারের যাবতীয় কাযকর্ম্ম করতে আরম্ভ কল্লেন। কি করবেন দুঃসময়ে সবই করতে হয়। বৃদ্ধা জননীর প্রাচীন অবস্থায় বড়ই কষ্ট হতে লাগলো। কোথায় তিনি এখন নিশ্চিন্ত হইয়া গৃহে বসিয়া থাকিবেন, না এই বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহাকে সামান্য দাসীর ন্যায় সংসারের কাযকর্ম্ম করিতে হইল। আহা! গিন্নির শেষ দশায় কি ভীষণ দুরবস্থা ঘটিল। কি ভয়ানক কষ্ট উপস্থিত হইল! কি দারুণ যন্ত্রণাই ভোগ করিতে হইল। মুখোপাধ্যায় মহাশয় অতিশয় পুণ্যবান লোক, তাই তিনি এই সব হবার আগেই স্বর্গীয় হয়েছেন; নতুবা তাঁর অদৃষ্টে যে কি ভীষণ দুরবস্থা ও দুর্বিবহ যন্ত্রণা ঘটিত, তাহা বলিতে পারা যায় না। তিনি জীবিত থাকিলে তাঁহার পরিণামেও যে এইরূপ ব্যাপার ঘটিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই জন্যই পাঠকগণ! আপনাদিগকে এই নিদারুণ শোকে সময় পিতা পুত্র কলহের ভীষণ দৃশ্যটী দেখাইতে পারিলাম না কি করিব, সকলই দৈবায়ত্ত।

যাহা হউক বড়বাবু এখন আপন স্ত্রী ও আপন সন্তান-দিগকে লইয়াই সুখে দিনযাপন করিতেছেন। তাঁর এসব দিকে কোন লক্ষ্যই নাই। কেহ অনাহারে মরিয়া যাইলেও, তিনি সেদিকে একবারও দৃষ্টিপাত করেন না। মেজবাবুর ত কথাই নাই, তিনি কাহারও কোন এলাকাই রাখেন না, সদাই নবপ্রণয়িনীর কুহকে বদ্ধ হইয়া আছেন, সর্ব্বদাই কেবল স্ত্রী লইয়াই ব্যতিব্যস্ত।

এইরূপে দুই চারিমাস অতীত হইতে না হইতেই সংসারে আরও নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে। আপিসে রিডক্সন হওয়াতে বড়বাবুর চাকরি গিয়াছে, তিনি ওয়ানথার্ড পেন্সন পাচ্ছেন। মেজবাবুর সওদাগরি আপিসের চাকরি; সওদাগরি আপিস আর কাঁচের বাসন এ দুই সমান, এই আছে এই নাই, সে আপিস ফেল হওয়াতে তাঁর চাকরি গিয়াছে। তিনি কিছুদিন এদিক ওদিক নানা চেষ্টা ফিচ্চেন। ছোটবাবুর অবস্থা অতি শোচনীয়, তিনি অন্নের অভাবে পৈতৃক দালানের এক অংশ ভাঙ্গিয়া বিক্রয় করিয়া-ছেন, বাড়ীর পার্শ্বের জমির কতক কতকও জলে দিয়াছেন, বাগানের অংশও বন্দক দিয়াছেন। সংসারে মেজবাবুর কিছু বেশী কষ্ট হয়ে উঠেছে, তাঁর হাতে নগদ টাকাকড়ি কিছুই নাই। বাপের দরুণ নগদ টাকা যা পেয়েছিলেন, তা সবই বদ্ধ হয়ে রয়েছে, নূতন মাগের নামে সেই টাকার কোম্পানির কাগজ কিনে দিয়েছেন; তাতে ত আর তাঁর অধিকার নাই, আর থাকলেও পাবেন না। সুতরাং তাঁর দিন দিন বড় কষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি মাঝে মাঝে দুএকটা জিনিষপত্তোর

বাঁধা দিচ্ছেন, বাপের আমলের দুএকখানা গায়ের পুরাণ শাল রুমাল, দুএকটা বাঁধা হুঁকা ও এক আদটা লণ্ঠন বেচে দেবে দিচ্ছেন, এই রকমে এক রকম কায়ক্লেশে সংসার চালাচ্ছেন এবং ইদিক ওদিক চাকরির চেষ্টায় ফিচ্ছেন। মেজবাবুর ও একরূপ অবস্থা, বড়বাবুর অবস্থাও তত ভাল নয়। তাঁরও দিন দিন কষ্ট হতে আরম্ভ হয়েছে। সামান্য আয়ে ছেলেপুলে নে সংসার চালান ভার হয়ে উঠেছে; কিন্তু করবেন কি? উপায় কিছুই নাই। অবশেষে তিনি অন্য কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া বাড়ীতে এক বিড়ালির গোলা করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা ও বৎসামান্য পেন্সন উপলক্ষ করিয়াই এক রকম কায়ক্লেশে ও কষ্টে কাল কাটাচ্ছেন। এইরূপ শোচনীয় অবস্থাতেই সংসার অতিবাহিত হইতে লাগিল।

হায়! কালের কি বিচিত্র গতি! কালমাহাত্ম্যে সকলই সম্ভবে। দেখ যে গুরুদাসের সংসার এক কালে কতই সুখে, কতই সচ্ছন্দে অতিবাহিত হইয়াছিল, যে সংসার এক সময়ে কতই উজ্জ্বল ছিল, কতই সুখময় ছিল, কতই আনন্দদায়ক ছিল, আজ তাহার কি দুর্দ্দশাই ঘটিয়াছে। অসৎ ললনার জন্য তাহার কি শোচনীয় অবস্থাই উপস্থিত হইয়াছে। যে সংসার চিরকাল একান্নবর্ত্তিতায় থাকিয়া কতই উজ্জ্বল প্রভায় অতিবাহিত হইত, কতই দম্ভে, কতই দর্পে, কতই সম্মানে চালিত হইত, আজ তাহার কি শোচনীয় অবস্থাই উপস্থিত হইয়াছে! কি ভীষণ দুরবস্থাই ঘটিয়াছে। অসৎ রমণীর জন্য আজ সে সংসারে কি জঘন্য কুৎসিৎ দৃশ্যই উপস্থিত হইয়াছে। পারিবারিক সুখরাশি দূরীভূত হইয়া আজ সেই সংসারকে

কি ঘোর দুঃখ তামসীতে আবৃত করিয়াছে! হায়! কি ভীষণ দুঃখের বিষয়! কি ভয়ানক আক্ষেপের বিষয়! কি ভয়ঙ্কর পরিতাপের বিষয়! একান্নবর্ত্তিতা সংসারে কি ভয়ঙ্কর কলহ উৎপাদন করিয়া থাকে? একান্নবর্ত্তিতাতে লোকে যে কত সুখে, কত স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিয়া থাকে, তাহা বলা যায় না। ইহার প্রভাবে লোকে যে কত দুস্তর বিপদ সাগরও অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া যান, কতশত ভীষণ শত্রুহস্ত হইতেও নিষ্কৃতি পাইয়া থাকেন তাহা বলা যায় না। আধুনিক সভ্য বঙ্গীয় সমাজের অনেক স্থলেই প্রায় একান্নবর্ত্তিতা লক্ষিত হয় না, তাহার কারণ কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে,—শুদ্ধ সুশিক্ষা ও সুরুচির অভাব। সুরুচিসম্পন্না সুশিক্ষিতা চরিত্রবতী রমণীগণের অভাবে সংসার যে কিরূপ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে তাহা বলা যায় না, সংসার প্রাণমোহন দৃশ্য, কথোপকথনের বৈচিত্র্য, ভালবাসার ছায়া কিছুই থাকেনা, সকলের হৃদয় হইতেই হাহাকার রব উত্থিত হয়। অধুনা বঙ্গদেশের অনেক গৃহই ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থল। অধুনা অনেক গৃহেই দাম্পত্য প্রেমের অভাব দৃষ্ট হয়। পতি কি রত্ন, পত্নী কি রত্ন, পতি-পত্নী কেহই ইহা পরিজ্ঞাত নহেন, তজ্জন্য অনেকের গৃহে কেবল হাহাকার। কোথাও শ্বশ্রূ বা ননন্দা বধূর উপর সতত তর্জ্জন করিতেছেন, রন্ধনে শাসন, ভক্ষণে শাসন, শয়নে শাসন; এদিকে আবার বধূও সময় পাইয়া কাষ্ঠপুত্তলি স্বামীকে বশীভূত করিয়া ননন্দা বা শাশুড়ির প্রতি মন্দ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ক্রমে নবীন মুখে নবীন বাণী যখন ফুটিতে আরম্ভ করিল, ছোলা

ভিজ্ঞান বোদের চোটে ননন্দা ও শাশুড়ির গৃহে তিষ্ঠান ভার হইয়া উঠিল। ক্রমে প্রিয়তমার প্রাণনাথ "একান্ত বশম্বদ" স্বামী, পরমারাধ্যা জননী ও ভগিনীকে পরিত্যাগ করিয়া প্রণয়াস্পদা জীবিতেশ্বরীকে লইয়াই পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। কোথাও বাটীর বড়বধূ ঠাকুরাণী সতত মধ্যমাবধূকে অনর্থক ভর্ৎসনা করিতেছেন, কনিষ্ঠা বধূকে অতি সামান্য কারণেই দুর্ব্বাক্য বলিতেছেন ও কত তিরস্কার করিতেছেন। ক্রমে দিন গত হইতে লাগিল, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা বধূরাও বড় হইলেন, তাঁহাদের মুখে বোল ফুটিতে লাগিল, ক্রমে বড়বধূ ঠাকুরাণীর সহিত বিষম শক্রতা বাদানুবাদ চলিতে লাগিল; প্রত্যেকেই পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। পরে এক অতি সামান্য কারণেই পরস্পরের বিষম বিবাদ বাঁধিয়া উঠিল; অবশেষে সকলেই পৃথক হইলেন। কোথাও প্রিয়তমা জায়া স্বীয় পতির নিকট সতত দেবরের মিথ্যা নিন্দা, দেবরের মিথ্যা গ্লানি, দেবরের কুব্যবহার ও দেবর কর্ত্তৃক স্বকীয় অবমাননা মিছামিছি বর্ণন করিতেছেন; স্বামীও স্বীয় স্ত্রীর আজ্ঞাধীন হইয়া হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া নিতান্ত মূর্খের ন্যায়, অতীব পাষণ্ডের ন্যায় আপন প্রিয়তম সহোদরকে পরিত্যাগ করিয়া ভার্য্যাকে অবলম্বন করিয়া বড়ই সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, আর ওদিকে নিতান্ত নিরুপায় সংসারানভিজ্ঞ অল্প বয়স্ক ভ্রাতা জ্যেষ্ঠের দুর্ব্বুদ্ধিতায় দুস্তর সংসার সাগরে নিক্ষিপ্ত হইয়া কত ভয়ানক দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করতঃ জীবন অতি-বাহিত করিতে লাগিলেন। কোথাও বা বধূ বাল্যাবধি ননদ

ও দেবরের অসহ্য ভৎসনায় ব্যথিতা হইয়া রহিয়াছিলেন, একণে সময় পাইয়া তৎপ্রতিশোধার্থে স্বামীকে কুহকবলে হস্তগত করিয়া তাহাদিগের প্রতি ক্রমশঃ দুই চারিটী বাক্যবাণ ছাড়িতে আরম্ভ করিলেন; ক্রমে গোলোযোগ উপস্থিত হইল, নির্ব্বোধ স্বামী হিতাহিত বিবেচনার অপেক্ষা না করিয়া প্রিয়তমা ভগিনীকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃতা করিয়া দিলেন ও প্রাণাধিক সহোদরকে পৃথক করিয়া দিয়া আপন বনিতাকে লইয়াই মনের সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। সুরুচি সম্পন্ন ও সুশিক্ষিত নরনারীগণ অভাবে সংসারে এতাদৃশ নানাবিধ শোকাবহ ঘটনা উপস্থিত হয় বটে; কিন্তু তাহা বলিয়াই কি একান্নবর্ত্তিতাকে অপ্রীতিকর ও দুঃখজনক বলিব? তাহা বলিয়াই কি আমরা একান্নবর্ত্তিতা পরিত্যাগ করিব? তাহা বলিয়াই কি আমরা একান্নবর্ত্তী থাকিব না? একান্নবর্ত্তিতা কি এই সকল শোকাবহ ঘটনার কারণ? না, তাহা কখনই হইতে পারে না। ইহার মূল কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে স্বতই অনুভূত হইবে, আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, কেবল মাত্র সুশিক্ষা ও সুরুচির অভাব হইতেই উক্ত ঘটনা সমূহের উৎপত্তি, একান্নবর্ত্তিতা প্রথা তাহার কারণ নহে। অতএব যাহাতে এই সমস্ত অনর্থকরী ঘটনার অবতারণা না হয়, যাহাতে সংসারের রমণীগণ সুরুচি-সম্পন্না ও সুশিক্ষিতা হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা উচিত। পরে বিবাদ ঘটিবে, ও পরে গোলোযোগ বাধিবে, এইরূপ ভাবিয়া প্রথমাবধিই একান্নবর্ত্তিতা পরিত্যাগ করা কোন ক্রমেই বুদ্ধিমানের কার্য্য বলিয়া বোধ হয় না। পরে কি হইবে কে বলিতে পারে? এই

একান্নবর্ত্তি-সংসারে যদি সুশিক্ষা ও সুরুচির প্রচলন হয়, যদি পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি, প্রেম, স্নেহ, অনুরাগ করিতে শিখে, তবে এই একান্নবর্ত্তিতা হইতে এক সুমহৎ উপকার ও কল্যাণ সাধিত হইবে, বুদ্ধিমান মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। রমণীগণ যাহাতে সুরুচি-সম্পন্না ও সুশিক্ষিতা হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া অতি কর্ত্তব্য; নতুবা একান্নবর্ত্তিতা কখনই সুখে সংস্থাপিত হইবে না, কখনই চিরস্থায়ী হইবে না। অনেকে বলিবেন যে, রমণীগণের সুরুচি-সম্পন্না ও সুশিক্ষিতা হওয়া সুকঠিন; একথা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু সুকঠিন বলিয়া কি এ বিষয় পরিত্যাগ করিতে হইবে? সুকঠিন বলিয়া কি এ সমস্যা পুরণে নিবৃত্ত হইতে হইবে? তাহা কখনই উচিত নহে, সুকঠিন মাত্রেই ত দুষ্কর কার্য্য। যাহাতে ইহার সুবিধা হয় ও যাহাতে কঠিনত্ব দূরীকৃত হইয়া সুললিত হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা কি উচিত নহে? কঠিন দেখিয়াই প্রত্যাবৃত্ত হইলে কি হইবে? চেষ্টা কর, একবার না হয় দশবার, শতসহস্রবার চেষ্টা কর, অবশ্য হইবে, "চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাই।" চেষ্টা করিলে কি না হয়, আর চেষ্টা করিলে হইবে না, ইহা কখনই সম্ভব নহে, তবে নয় কিছু বিলম্বে হইবে। নিতান্ত দুর্গম হইলেও ধর্ম্ম পথ, নীতি-পথ অবলম্বন করিতে কোন্ বুদ্ধিমান বিরত থাকেন? অতএব চেষ্টা কর, উপকারজনক কার্য্যে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে নিরস্ত থাকা কোন ক্রমেই উচিত নহে। "যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষঃ।"

এরূপ অনেক দৃষ্ট হয়, কতশত সংসার এতাবৎকাল পর্য্যন্তও

একান্নবর্ত্তিতায় সুখে সচ্ছন্দে নির্ব্বাহিত হইতেছে, কতশত লোকে একান্নবর্ত্তিতা প্রভাবে কেমন সুখে কালযাপন করিতেছে। যদ্যপি একান্নবর্ত্তিতা সুখকর না হইবে, তাহা হইলে এই সকল সংসার কিরূপে এতকাল এত সুখে অতিবাহিত হইতেছে? কিরূপে এই সমস্ত পারিবারিক লোক এত সুখে কালাতিপাত করিতেছে? যাঁহারা নিতান্ত অল্প বুদ্ধি, তাঁহারাই কেবল একান্নবর্ত্তিতার বিপক্ষপাতিত্ব ভাব অবলম্বন করিবেন, তাঁহারাই কেবল একান্নবর্ত্তিতাকে ভাল বলিবেন না, নতুবা অপরাপর সকল বুদ্ধিমান লোকেই ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিবেন, সন্দেহ নাই। অপর পক্ষে ইহা এক্ষণে সচরাচর দেখা যাইতেছে, এই একান্নবর্ত্তিতা না থাকায় কতশত সুখের সংসার ধ্বংস হইতে বসিয়াছে; কতশত ব্যক্তি কত ভীষণ কষ্ট পাইতেছেন, কতশত লোক চিরকাল দুঃসহ যন্ত্রণাসাগরে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। অস্মদ্দেশীয় অনেক ভূস্বামীদিগের সংসার ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। তিন চারি সহোদরে একত্রে মিলিত হইয়া এক সংসারে সুখে সচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, ইহা অপেক্ষা আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে? ইহা অপেক্ষা সুখময় দৃশ্য আর কি হইতে পারে? সকলে একত্রে মিলিত হইয়া থাকিলে কোন বিপক্ষ কি অপর কোন দুষ্ট লোক কোন ক্রমেই কিছু করিতে পারে না। "তৃণৈ গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ"। একান্নবর্ত্তিতার এই এক অতি মনোহর দৃশ্য—অপূর্ব্ব মহিমা, যে সকলে অল্প উপার্জ্জন করিলেও একত্রীভূত হইয়া বিলক্ষণ গৌরবে কালাতিপাত

করিতে পারে, অতি সুখে সচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। কিন্তু তাহা না থাকিলে সকলকেই দীনহীন অনাথের ন্যায় কাল কাটাইতে হয়, পরস্পর সকলকেই অতি শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়া থাকিতে হয়, সকলকেই আপেক্ষিক অর্থাভাবে দুঃসহ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। কিন্তু একান্ন বর্ত্তিতার এমনি অপূর্ব্ব প্রভাব, যে কাহাকেও তাদৃশ দৈন্য-দশা-গ্রস্ত হইয়া থাকিতে হয় না, কাহাকেও দীনহীনের ন্যায় জীবন কাটাইতে হয় না, সকলেই গৌরবে ও মনের আনন্দে পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। অধুনাতন কালের বিপ্লব-বিধ্বস্ত সমাজের লোকে যে তাহা করিতে পারে না, ও করেনা, তাহার কারণ শুদ্ধ পরিবর্ত্তনশীল সমাজে সুরুচি আর সুশিক্ষার অভাব, আর কিছুই নহে। এইজন্যই শাশুড়ি বধূকে সতত উৎপীড়ন করিতেছেন, সদাই তিরস্কার করিতেছেন, অবিরত তাহার কুৎসা করিতেছেন, অধিক কি তাহার সহিত সপত্নীর ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন বলিলেও বলা যায়; বধূও শাশুড়ির উপর সর্ব্বদাই বাক্যবাণ বরিষণ করিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দিতেছেন, নিয়তই তাঁহার সহিত বিবাদ ও গোলযোগ করিতেছেন, পুত্র স্ত্রীর বশীভূত হইয়া অসমর্থ পিতামাতাকে পরিত্যাগ করিতেছেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রিয়তমার মধুর প্ররোচনায় কনিষ্ঠদিগের প্রতি কতই অসদ্ব্যবহার করিতেছেন, তাহাদিগকে কতই কষ্ট দিতেছেন; এইরূপ কতই ভীষণ ভীষণ ঘটনা হইতেছে, তাহার কারণ কেবল সুরুচি ও সুশিক্ষার অভাব আর কিছুই নহে। ইহার অভাবেই বধূই বল, শাশুড়িই বল, আর স্বামীই বল, সকলেই এই সমস্ত

শোকাবহ ঘটনার অবতারণা করিয়া পারিবারিক সুখরাশীকে একেবারে দূরীভূত করিয়া সংসারকে ঘোর দুঃখ-তামসীতে আবৃত করিতেছে। কেহ কেহ বলেন, "আমি একাকী যে সমস্ত অর্থ উপার্জ্জন করি, কি জন্য একান্নবর্ত্তী থাকিয়া তৎসমুদয় অন্যান্য সকলের নিমিত্ত ব্যয় করিব। ইহাতে আমরা বলি যে, জগদীশ্বরের অনুগ্রহে তুমি যে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিতেছ, তাহা যদ্যপি স্নেহের আধার প্রিয়তম ভ্রাতার জন্য ব্যয় না করিবে, প্রাণাধিক ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য ব্যয় না করিবে, পরমারাধ্য জনক-জননী এবং অন্যান্য স্নেহ ও ভক্তির আধার পরিবারবর্গের জন্য ব্যয় না করিবে, তবে কি নিমিত্ত জগদীশ্বর তোমায় বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়া মানবরূপে সৃজন করিয়াছেন? কি নিমিত্ত মস্তিষ্ক দিয়া সকল জীবের শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিয়াছেন? ভ্রাতা অসমর্থ ও অপারগ বলিয়া কি তাহাকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়া রাখিয়া, ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে অনাথ করিয়া রাখিয়া, আপন পুত্র ও আপন বনিতাকেই কেবল সুখার্ণবে ডুবাইয়া রাখিতে হইবে? আপন স্ত্রীর সুখের জন্যই কি রাশি রাশি অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হইবে? ভার্য্যার ভবিষ্যৎ দুঃখ ভাবিয়া ও ভবিষ্যতে দুঃখ হইতে পারে বলিয়াই কি অন্যান্য সমস্ত পরিবারকে দুঃখভারগ্রস্ত করিয়া ভূরি ভূরি অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হইবে? এদিকে বৃদ্ধ পিতামাতা, সহোদর ও তদীয় স্ত্রীপুত্রগণ সকলে যে অসমর্থ অবস্থায় ও দৈন্য দশায় পতিত হইয়া কষ্ট ভোগ করিতেছে, তদ্বিষয়ে কি কিছুই দৃষ্টিপাত করিতে হইবে না? আপন স্ত্রীর বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় কর, তাহাতে আমরা দোষারোপ

করিনা; তবে অন্যান্য সমস্ত পরিবারের দুঃখ মোচন করিয়া ও তাহাদিগকে সুখে সচ্ছন্দে রাখিয়া সহধর্ম্মিণীর জন্য যত পার সঞ্চয় কর, দোষ নাই। কিন্তু কেবল স্ত্রীর সুখের জন্য, স্ত্রীর সম্পদের জন্য ও স্ত্রীর ভবিষ্যৎ সুখের জন্য উন্মত্ত ও অন্ধ হইয়া বেড়াইবে, আর অন্যান্য পরিবারবর্গ হাহাকার করিবে, এরূপ উচিত নয়। আসঙ্গলিপ্সু সামাজিক মানবের এরূপ কার্য্য নয়। যাঁহারা করেন, তাঁহারা অতি নির্ব্বোধ ও নিতান্ত মূর্খ। এই সমস্ত স্বার্থপরতা ত্যাগ করিতে হইবে, নতুবা সংসার কখনই সুখকর হইবে না; স্ত্রীর প্ররোচনায় কেবল আপন স্বার্থ অন্বেষণ করিয়া বেড়াইলে অনিষ্ট সম্পাদন বই ইষ্ট লাভ হইবে না। "আমি এত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছি, এত উপায় করিতেছি, কেন অপরের জন্য ব্যয় করিব?" এরূপ ভাবিলে সংসার কখনই সুখময় হইবে না, কখনই আনন্দদায়ক হইবে না। "ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞমুৎসৃজেৎ।" যদ্যপি পারিবারিক সুখের জন্য, যদ্যপি সংসারের শ্রীবৃদ্ধিসম্পাদনের জন্য সামান্য ধন ব্যয় করিবে না, যদি নিরুপায় ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, বৃদ্ধ পিতামাতা প্রভৃতি পরিবারবর্গের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইবে, তবে অর্থ উপার্জ্জনের প্রয়োজন কি? মস্তিষ্ক ধারণ করিয়া মানব বলিয়া পরিগণিত হইবার আবশ্যক কি? এ কথায় অনেকেই হয়ত বলিবেন যে, "কনিষ্ঠ সহোদরগণ সুরাপানাসক্ত, বেশ্যাভক্ত ও দুষ্কর্ম্মান্বিত হইয়া বসিয়া থাকিবে, বাটীর পরিবারদিগকে সদা অনর্থক কুবাক্য বলিবে, গৃহে বসিয়া নানারূপ দৌরাত্ম্য করিবে, আর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাহাদিগকে স্বীয় উপার্জ্জিত অর্থ

দ্বারা সস্নেহে প্রতিপালন করিবে, ইহা কখনই সম্ভব নহে, ইহা কোন ক্রমেই হইতে পারেনা।” একথা কতকটা সত্য বটে; কিন্তু একরূপ দৃশ্য কি সচরাচর দেখা যায়? এরূপ কি সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে? কখনই নয়, এরূপ দৃশ্য অতি অল্প: আর যদ্যপি কনিষ্ঠ সহোদরগণ ঐরূপ অপকৃষ্ট, ঐরূপ দোষান্বিত হয়েন, তাহা হইলে তাহাদিগকে তৎসমস্ত হইতে উদ্ধার করিতে হইবে, সমস্ত দোষ রাশি হইতে যাহাতে মুক্ত হয়, তদ্বিষয়ে আন্তরিক যত্নসহকারে চেষ্টা করিতে হইবে, তাহা হইলে তাহারা কখনই ওরূপ ব্যবহার করিবেন না, অবশ্যই উৎকৃষ্ট ভাব ধারণ করিবে, সুশিক্ষা পাইলে অবশ্যই সৎ হইবে সন্দেহ নাই। তাহাদিগের ওরূপ অসৎ হইবার শুদ্ধ মাত্র কারণ তুমি। তুমি যদি প্রথমাবধি তাহাদিগকে সুশিক্ষা ও সদুপদেশ প্রদান করিতে, তাহা হইলে ত তাহারা ওরূপ হইতে পারিত না, অতএব সে দোষ তোমার ভিন্ন আর কাহার? দেখ সুশিক্ষা-প্রভাবে বাল্মীকিও অবশেষে কত সৎ ও কত উন্নত হইয়াছিলেন, ফ্রান্স দেশীয় ফিলজফার জে, জে, রুসো কত অসৎ ও কত দুষ্প্রবৃত্তিতে থাকিয়াও পরিশেষে কত জ্ঞান-সম্পন্ন, কত সচ্চরিত্র ও কত উদার-স্বভাব হইয়াছিলেন!. আর যদ্যপি অনেক চেষ্টা ও সুশিক্ষায় না হইল, তাহা হইলে আর কি হইবে? তখন যিনি আপনি দূষিত ও অসৎ কর্ম্ম করিবেন, যিনি আপনি নির্ব্বোধের ন্যায় কুব্যবহার করিবেন, তিনিই তাহার ফল ভোগ করিবেন, তিনিই স্বয়ং দুঃসহ কষ্ট ভোগ করিবেন, ইহাতে অন্য কাহারও দোষ নাই। ইহা শুদ্ধ তাঁহার নিজ দোষ, কেহই তখন অন্যকে তত দোষ

দিতে পারিবে না। এই সমস্ত দেখিয়াই আমরা বলি যে স্নুরুচি-সম্পন্ন ও সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র নরনারীগণ অভাবে সংসার বড়ই ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে,—বড়ই অসুখকর হইয়া উঠে। এই কারণেই বৃদ্ধ গুরুদাসের সংসারে আজ কি বিষময় ফলই উৎপন্ন হইল, এইজন্যই মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সুখের সংসার এতদিনে ছিন্নভিন্ন হইয়া ধ্বংস হইতে চলিল, এই নিমিত্তই মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সুখের সংসারে আজ এত শোকাবহ ঘটনার অবতারণা হইল।

হে ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতাপ্রিয় যুবকগণ! হে মাতৃভূমির প্রিয় সন্তানগণ! আর কতকাল আপনারা মোহ নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া শয়ন করিয়া থাকিবেন? একবার জ্ঞানাক্ষি উন্মীলন করিয়া দেখুন, আপনাদের মাতৃভূমি একেবারে উৎসন্ন হইতে বসিয়াছে। কুশিক্ষিত অসৎ রমণীগণের জন্য আপনাদের প্রিয় বঙ্গভূমির দিন দিন কি দুরবস্থাই ঘটিতেছে, আপনাদের স্নেহময়ী জননীর দিন দিন কি দশাই প্রত্যক্ষ করিতেছেন? আর কেন, যথেষ্ট হইয়াছে; এক্ষণে সকলে ঐকান্তিক মনে এ সমস্ত বিষয়ের প্রতি বিবেক দৃষ্টিপাত করুন, তাহা হইলেই মহৎ উপকার ও কল্যাণ সাধন হইবে! মস্তিষ্ক ধারণ করিয়া সকল জীবের শ্রেষ্ঠ স্থান আশ্রয় করিয়া কেবল স্ত্রীর প্ররোচনাতেই কার্য্য করিলে কিছুই হইবে না। স্ত্রীর পদানত হইয়া—বিবেক শূন্য হইয়া—সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিলে কোন ফলোদয়ই হইবে না। স্ত্রীর উপাসনাতেই বৃথা জীবন কাটাইলে কিছুই উপকার হইবে না। স্ত্রীর বশীভূত ও আত্মাধীন হইয়া পশুবৎ বিচরণ করিলে কিছুই

হইবে না, অতএব এ সমস্ত পরিত্যাগ করুন। নিতান্ত মূর্খের ন্যায়—অতীব পাষণ্ডের ন্যায় অহরহঃ বিচরণ করিবেন না; ভার্য্যার পরামর্শে নিতান্ত নিষ্করুণ হৃদয়ে কনিষ্ঠ সহোদর-দিগকে অপার দুঃখার্ণবে ভাসাইয়া দিবেন না; চিরপ্রতিপালক অসমর্থ জনক-জননীকে দুঃসহ যন্ত্রণার্ণবে নিক্ষিপ্ত করিয়া কাল্প-নিক সুখে উন্মত্ত থাকিবেন না। ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সভ্যতা স্রোতে গা ভাসান দিয়া চলুন, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু এই সমাজ বিপ্লবের সুযোগ পাইয়া নিজ মনোমত যথেচ্ছ ব্যবহারে—জ্ঞানবর্জ্জিত, বিবেক বিরোধী, যথেচ্ছ ব্যবহারে—এই অধঃপতিত সমাজকে আরও উত্তরোত্তর অব-নতির চরম সীমায় নীত করিবেন না,—উন্নতির উচ্চ শিখরে লইতে গিয়া যেন দুর্গতির বিষম গহ্বরে পাতিত করিবেন না! স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রীশিক্ষা বলিয়া মহা কোলাহলে গগন ফাটাইলে কার্য্য হইবে না, যথার্থ সুশিক্ষার প্রচলন—নীতি-শিক্ষার আদর ও অনুশীলন চাই। যে দেশে পুরুষ-শিক্ষার সম্যক আলোচনা নাই, অসংখ্য মূর্খ লোকে সমাজ আকণ্ঠ পরিপূরিত, কেবলমাত্র বিশুদ্ধ নীতি শিক্ষা—ধর্ম্মনীতি শিক্ষা সে দেশের স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে যত অধিক প্রয়োজনীয় ও বিশেষ কর্ত্তব্য, এরূপ অন্য কিছুই নহে এবং এই ধর্ম্মনীতি শিক্ষার অভাবে আমাদের দেশে নরনারীগণের—বিশেষতঃ নারীগণের—কার্য্যতঃ যথার্থ উন্নতি সুদূর-সাপেক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য সভ্যতানুরাগী উন্নতি কাঙ্ক্ষুক জন-গণের নিকট আমাদের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ, যদি তাঁহাদের সমাজ সংস্কারের অভিলাষ থাকে,—হীনচরিত্র পাপী সমাজের

বিশৃঙ্খলা সংযত করিবার ইচ্ছা থাকে—তবে সর্ব্বসৃষ্টি-নিয়ামক ঈশ্বরকে একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়া জ্ঞানবৃদ্ধ-বিবেকের পরামর্শে নীতিশাস্ত্রের সদুপদেশে অন্তরের সহিত সকল কার্য্যে অগ্রসর হইবেন, তাহা হইলে সকল কার্য্যেই সুফল প্রসূত হইবে, এবং আপনারাও করুণাময় পরমেশ্বরের নিয়ম পালন করিয়া—সদুদ্দেশ্য সাধন করিয়া—এক স্বর্গীয় বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগে সমর্থ হইবেন, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

যাহা হউক পাঠকগণকে আমাদের আখ্যায়িকার এইরূপ অনন্যভূতপূর্ব্ব বিলক্ষণ পরিণাম প্রদর্শন করিবার বোধ হয় আর অধিক প্রয়োজন নাই। যতদূর বর্ণিত হইয়াছে ইহা দ্বারা বোধ হয় আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। অতএব পাঠকগণ! এক্ষণে বিদায় হইলাম। যদি বাঁচি ও পারি এবং আপনারা ইচ্ছা করেন, বারান্তরে দেখা হইবে, নচেৎ এই পর্য্যন্ত।

সমাপ্ত।